মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৯তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
রজব-শা'বান ১৪৩৭ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বাং
মে ২০১৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে হাদীছ :**
  - মৃত্যুকে স্মরণ *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ০৩
- **প্রবন্ধ :**
  - উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ইসলামের কর্মসূচী ১২
    -অনুবাদ : নূরুল ইসলাম
  - ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি *(৪র্থ কিস্তি)* ১৪
    -অনুবাদ : আব্দুল মালেক
  - ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত ২০
    (পূর্ব প্রকাশিতের পর) -আহমাদুল্লাহ
  - আমানত *(ফেব্রুয়ারী '১৬ সংখ্যার পর) -মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* ২৪
  - শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৮
  - ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩১
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - শিক্ষা আইন ২০১৬-এর খসড়ার উপর আমাদের মতামত ৩৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - পাঠ্যপুস্তকে মুসলমানিত্ব আংশিক ছাঁটাই : হিন্দুত্বের আংশিক প্রবেশ *-মোবায়েদুর রহমান* ৩৬
- **দিশারী :**
  - ছহীহ হাদীছের পরিচয় *(৩য় কিস্তি)* ৩৮
- **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৯
  - যেসব খাবার খুব সহজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে
- **কবিতা :** ৪১
  - জান্নাতের আলো
  - ছহীহ পথে চলো
  - আজব কল
  - শামিল হও
- **সোনামণিদের পাতা** ৪২
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

কারা সংস্কারে আমাদের প্রস্তাব সমূহ

পুরান ঢাকার ঘিঞ্জি এলাকা থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এখন চলে যাবে ১২ কি.মি. দক্ষিণে কেরানীগঞ্জের খোলামেলা পরিবেশে। বলা হচ্ছে এটি এখন এশিয়ার সর্বাধুনিক ও বৃহত্তম কারাগার। খবরটি বন্দীদের জন্য কিছুটা স্বস্তিদায়ক হ'লেও আসলে এতে বরং আমাদের সমাজের ক্রমবর্ধমান অপরাধী চরিত্রকেই বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হ'ল। দেশের ৬৮টি কারাগারে বন্দী ধারণ ক্ষমতা ৩৪,৪৬০ জনের স্থলে বর্তমানে তা দ্বিগুণেরও অধিক হয়ে কারাগার উপচে পড়ার উপক্রম হয়েছে। হিংসা ও প্রতিহিংসার রাজনীতির ফলে কারাগারগুলি এখন সরকারী দমনাগারে পরিণত হয়েছে। গরুর খোয়াড়ের চাইতেও সেখানে অমানবিক পরিবেশ বিরাজ করছে। অথচ পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বিপরীত চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইউরোপীয় দেশ নেদারল্যাণ্ডে ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে কয়েদীর অভাবে এ যাবৎ ২৪টি জেলখানা বন্ধ হয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে সেখানে অপরাধীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। নেদারল্যাণ্ড যেটা পারল, ৯০ ভাগ মুসলিমের দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন সেটা পারি না?

এ বিষয়ে রাজশাহী ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এবং নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ ও বগুড়া সহ মোট ৭টি কারাগারে সরকারের চাপানো মিথ্যা মামলায় ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন হাজতের নামে কারাভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে কারা সংস্কারে আমাদের কিছু প্রস্তাব সরকার ও বিদগ্ধ সমাজের নিকট পেশ করছি।-

(১) শুধুমাত্র সন্দেহ বশে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। সরকারকে জনবান্ধব হ'তে হবে এবং মিথ্যা মামলায় নাগরিক নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। (২) নিম্ন আদালতগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। যেন পুলিশের ধরে আনা ব্যক্তিকে আদালত হয়ে কারাগারে পাঠানোই তাদের একমাত্র কাজ না হয়। (৩) সম্মানী-অসম্মানী সকল বন্দীকে সমান গণ্য করে হাতকড়া পরানো ও বেড়ী পরানোর বিধান পরিবর্তন করতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ ৬ মাসের বেশী কাউকে হাজতে আটকে রাখা যাবে না। (৫) কারাগারের মধ্যে সার্বক্ষণিকভাবে হাতে-পায়ে বেড়ী পরিয়ে রাখার অমানবিক পদ্ধতি অবশ্যই বাতিল করতে হবে। (৬) বন্দীদেরকে স্ব স্ব ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারাগারে জুম'আ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অথবা প্রতি ওয়ার্ডে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও জুম'আর ছালাতের ব্যবস্থা করতে হবে। দুই ঈদে সকল বন্দীকে অন্ততঃ তিন ঘণ্টার জন্য খোলামেলাভাবে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। জুম'আ ও ঈদে বাহির থেকে ভাল আলেম এনে বন্দীদের সামনে কুরআন ও হাদীছ থেকে আখেরাত ভিত্তিক উপদেশ দিতে হবে। (৭) নিরক্ষর বন্দীদের দ্রুত অক্ষর জ্ঞান, প্রাথমিক ধর্মীয় জ্ঞান ও অংক জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে। (৮) প্রতিদিন বাদ ফজর ও বাদ এশা প্রতি কক্ষে দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। বন্দীদের মধ্য থেকেও যোগ্য ব্যক্তিদের একাজে লাগানো যেতে পারে। এর ফলে সংশোধিত বন্দীদের বন্দীত্বের মেয়াদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার বিধান রাখতে হবে। (৯) কারাগারে ম্যাটদের অত্যাচার ও তাদের মাধ্যমে অর্থ বাণিজ্য এবং কারা ঠিকাদারদের খাদ্য লুট কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সুস্থ মানুষকে অর্থের বিনিময়ে অসুস্থ দেখিয়ে হাসপাতালে দিনের পর দিন ভর্তি রাখা এবং উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ছাড়াই সকল বন্দীকে এক সাথে আমদানী ওয়ার্ডে জমা করার রেওয়াজ বাতিল করতে হবে। সেই সাথে বর্তমানের ফাইলিং প্রথা বন্ধ করে তার বদলে কারা কক্ষে গিয়ে বন্দীদের রেজিস্ট্রেশন ও তাদের ছবি ধারণ করা উত্তম হবে। (১০) প্রতি ১৫ দিন অন্তর জেল পরিদর্শনের জন্য দায়িত্বরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত সুনামখ্যাত একাধিক যেলা জজকে নিযুক্ত করা আবশ্যক। যারা বন্দীদের কাছে গিয়ে তাদের খোলামেলা কথাগুলি শুনবেন। প্রয়োজনে অডিও বা ভিডিও করে নিবেন। এটি বিচার কাজেও সহযোগিতা হবে। এ সময় কারারক্ষী ব্যতীত অন্যকোন কারা কর্মকর্তা তাদের সঙ্গে থাকবেন না। (১১) সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য কারাগারের মধ্যেই আদালত বসিয়ে প্রাথমিক বিচার সম্পন্ন করা আবশ্যক। তাতে অনেক নিরপরাধ বন্দী দ্রুত মুক্তি পাবে এবং সত্যিকারের অপরাধী দ্রুত চিহ্নিত হবে। বন্দীদের সাথে সরাসরি কথা বললে বিচারক সহজেই তাকে যাচাই করতে পারবেন। বর্তমানের দীর্ঘসূত্রী আদালতে যা আদৌ সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে কারা কর্মকর্তা ও কারারক্ষীগণ এমনকি কারাসাথীগণও সহযোগিতা করতে পারেন। কারণ বন্দীদের সম্পর্কে তারা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী জানার সুযোগ পান। (১২) কারাগারে বন্দীদের জন্য খোলা আকাশের নীচে হাঁটা-চলা, ব্যায়াম ও সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তদেরকেও তাদের সেলের বাইরে সকালে-বিকালে চলাফেরার সুযোগ দিতে হবে। মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য সব রকম ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং প্রতিটি সেলে ও কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদ্যুতিক ফ্যান ও মানসম্মত বিছানা থাকতে হবে। বন্দীদের খাদ্যমান অবশ্যই রুচিসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত হ'তে হবে। বন্দীকে নিজের টাকায় ইচ্ছামত খাদ্য কিনে খাবার এবং বাড়ী থেকে খাদ্য পরিবেশনের সুযোগ রাখতে হবে। (১৩) মিথ্যা মামলার বাদী ও সাক্ষীদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ব্যাপারে পুলিশ ও সরকারকে দায়মুক্তি দেওয়া চলবে না। (১৪) সর্বোচ্চ ৫ বছরের বেশী কাউকে কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান অবশ্যই বাতিল করতে হবে। বন্দী সংশোধিত হ'লে তাকে যেকোন সময় মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। পুনরায় একই অপরাধ করলে পূর্বের চাইতে অধিক শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। (১৫) 'আসামী' পরিভাষা বাতিল করে হাজতীদের জন্য 'বন্দী' ও দণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য 'কয়েদী' পরিভাষা চালু করা হৌক। সেই সাথে মুসলমানকে হেয় করার জন্য সাদা টুপি ও জামা পরার প্রচলিত কয়েদী পোষাক এখুনি বাতিল করা হৌক। (১৬) কেবল প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা বা মন্ত্রী-এমপি নয়, বরং সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন আলেম-ওলামা ও অন্যান্যদেরকে কারাগারে শুরুতেই ডিভিশন প্রাপ্ত হিসাবে মর্যাদা দিতে হবে। (১৭) প্রতি ১৫ দিন অন্তর বন্দীদেরকে তাদের স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে কারাগারের মধ্যে কমপক্ষে ৫ ঘণ্টা নিরিবিলি থাকার সুযোগ দিতে হবে। তাতে বন্দীদের জৈবিক ও মানবিক চাহিদা পূরণ হবে। তাতে সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। (১৮) মাদকসেবী সহ সকল বন্দীর জন্য শাস্তির চাইতে উপদেশ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (১৯) হাজতী ও কয়েদী সকল বন্দীর সম্মানজনক উপার্জনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যার বিনিময় মূল্যের ৯০ শতাংশ বন্দী নিজে বা তার পরিবার নিয়মিতভাবে পাবেন। অথবা দণ্ডপ্রাপ্তদের দু'পায়ে ট্রাকার লাগিয়ে কারাগারের বাইরে তাদের কর্মস্থলে বা অন্যত্র ইতিবাচক কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। তাতে ঐ ব্যক্তি দ্রুত সংশোধিত হ'তে পারেন। এমতাবস্থায় আদালতের সামনে দু'জন আলেমের নিকট আল্লাহর নামে তওবা করলে ঐ বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তাকে সামাজিকভাবে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। এতে কারাগার ক্রমেই খালি হয়ে যাবে *ইনশাআল্লাহ*। (২০) অসহায় কারাবন্দীদের খাদ্য দানের নেকী ও তাদের মামলা পরিচালনার জন্য দানশীল মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক। তাতে সরকারী ব্যয় অনেক কমে যাবে।

পরিশেষে বলব, আদালতে ইসলামী বিধান ও দণ্ডবিধি সমূহ কার্যকর করা এবং কারাগারে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন -আমীন! *(স.স.)*।

মৃত্যুকে স্মরণ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ- رواه الحاكم بإسناد صحيح

অনুবাদ : সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জিব্রীল এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যতদিন খুশী জীবন যাপন কর। কিন্তু মনে রেখ তুমি মৃত্যুবরণ করবে। যার সাথে খুশী বন্ধুত্ব কর। কিন্তু মনে রেখ তুমি তাকে ছেড়ে যাবে। যা খুশী তুমি আমল কর। কিন্তু মনে রেখ তুমি তার ফলাফল পাবে। জেনে রেখ, মুমিনের মর্যাদা হ'ল ইবাদতে রাত্রি জাগরণে এবং তার সম্মান হ'ল মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে'।[১]

আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 'নিশ্চয়ই তুমি মরবে এবং তারাও মরবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে আল্লাহ নিজে এবং জিব্রীলকে পাঠিয়ে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অতএব মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দু'টিই মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা দুনিয়ায় লিপ্ত মানুষ মৃত্যুকে ভুলে যায়। এই ফাঁকে শয়তান তাকে দিয়ে অন্যায় করিয়ে নেয়। একারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'তোমরা বেশী বেশী করে স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটির কথা স্মরণ কর'।[২] অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ কর। যাতে দুনিয়ার আকর্ষণ হ্রাস পায় এবং আল্লাহ্র প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে তার দীদার লাভের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী :

প্রাণী মাত্রই মরবে। জন্ম ও মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দু'টির কোনটির ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। আল্লাহ্র হুকুমেই জন্ম হয়। আল্লাহ্র হুকুমেই মৃত্যু হয়। কখন হবে, কোথায় হবে, কিভাবে হবে, তা কারো জানা নেই। জীবনের সুইচ তাঁরই হাতে, যিনি জীবন দান করেছেন। অতঃপর জীবনদাতার সামনে হাযিরা দিয়ে জীবনের পূর্ণ হিসাব পেশ করতে হবে। হিসাব শেষে জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে ও সেখানেই চিরকাল শান্তিতে বাস করবে অথবা শাস্তি ভোগ করবে।

আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ- 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। দুনিয়ার এ চাকচিক্যে আমরা পরকালকে ভুলে যাই। অথচ নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষে আমাদের সেখানে যেতেই হবে। কেউ আমাকে জগত সংসারে ধরে রাখতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً...- 'আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সেজন্য একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে...' *(আলে ইমরান ৩/১৪৫)*। তিনি বলেন, ...وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ '...আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত' *(লোকমান ৩১/৩৪)*। তিনি আরও বলেন, ...فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ- '...অতঃপর যখন সেই সময়কাল এসে যায়, তখন তারা সেখান থেকে এক মুহূর্ত আগপিছ করতে পারে না' *(নাহল ১৬/৬১)*। দুনিয়ার পাগলেরা সুদৃঢ় ও সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করে। অথচ তাকে চলে যেতে হবে সব ছেড়ে মাটির গর্তে। যেখানে তার নীচে, উপরে, ডাইনে ও বামে থাকবে স্রেফ মাটি। যা থেকে সে সারা জীবন গা বাঁচিয়ে চলেছে। অথচ আল্লাহ বলেন, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। এমনকি যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গেও অবস্থান কর' *(নিসা ৪/৭৮)*। কবি বলেন,

أَلاَ يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلَّى + سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيْبٍ فِى التُّرَابِ

قَلِيْلٌ عُمْرُنَا فِي دَارِ دُنْيَا + وَمَرْجَعُنَا إِلَى بَيْتِ التُّرَابِ

(১) 'শোন হে সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাসকারী! + সত্বর তুমি দাফন হবে মাটিতে'। (২) 'ইহকালে আমরা আমাদের জীবনের অল্প সময়ই কাটিয়ে থাকি + আর আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হ'ল মাটির ঘরে (কবরে)'।

কবরের অবস্থা :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মাইয়েতকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে নীলচক্ষু বিশিষ্ট দু'জন ঘোর কৃষ্ণকায় ফেরেশতা আসেন। যাদের

১. হাকেম হা/৭৯২১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩১।
২. তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮; নাসাঈ হা/১৮২৪; মিশকাত হা/১৬০৭।

একজনকে 'মুনকার' ও অন্যজনকে 'নাকীর' বলা হয়। তারা এসে বলেন, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়াতে কি বলতে? তখন সে যদি নেককার হয়, তাহ'লে বলবে, ইনি হ'লেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা বলবেন, আমরা জানতাম তুমি একথাই বলবে। অতঃপর তার জন্য তার কবরকে দৈর্ঘে-প্রস্থে সত্তুর হাত করে প্রশস্ত করা হবে এবং সেটিকে আলোকময় করা হবে। অতঃপর বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে যাও। সে বলবে, আমি আমার পরিবারের কাছে যাব এবং তাদেরকে এই সুসংবাদ জানাব। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন, ঘুমিয়ে যাও বাসর রাতের ঘুমের ন্যায়। যে ঘুম কেউ ভাঙ্গাতে পারে না প্রিয়তম ব্যক্তি ব্যতীত। যতদিন না আল্লাহ তাকে তার শয্যাস্থান থেকে উঠাবেন।[৩]

জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, সে সূর্য অস্ত যেতে দেখবে এবং উঠে বসে চোখ মুছে বলবে, دَعُونِى أُصَلِّى 'ছাড় আমি এখন (আছরের) ছালাত আদায় করব'।[৪] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তাকে উঠিয়ে বসানো হবে ভয়হীন ও দ্বিধাহীন চিত্তে। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কোন দ্বীনের উপর ছিলে? সে বলবে, ইসলাম। অতঃপর বলা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, মুহাম্মাদ, যিনি আল্লাহ্র রাসূল। যিনি আমাদের নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ এসেছিলেন। অতঃপর আমরা তাঁকে সত্য বলে জেনেছিলাম। তখন বলা হবে, তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? সে বলবে, কারু পক্ষে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে সেখানকার ভয়ংকর দৃশ্য দেখবে যে, আগুনের ফুলকি সমূহ একে অপরকে দলিত-মথিত করছে। এসময় তাকে বলা হবে, দেখ কি বস্তু থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং সে জান্নাতের সুখ-সম্ভার দেখতে থাকবে। তখন তাকে বলা হবে এটাই তোমার ঠিকানা। তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে ছিলে। উক্ত বিশ্বাসের উপরেই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং আল্লাহ চাহেন তো তার উপরেই তুমি পুনরুত্থিত হবে।[৫]

বারা বিন 'আযেব (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফেরেশতাদ্বয় তাকে বসাবেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। তারা বলবেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলবে, আমার দ্বীন ইসলাম। তারা বলবেন, এই ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল? সে বলবে, ইনি আল্লাহ্র রাসূল। তারা বলবেন, কিভাবে তুমি এটা জানলে? সে বলবে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি এবং তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি ও তাঁকে সত্য বলে জেনেছি'। বস্তুতঃ এটাই হ'ল আল্লাহ্র কালামের বাস্তবতা, যেখানে তিনি বলেছেন, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ 'আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালে ও পরকালে এবং যালেমদের পথভ্রষ্ট করেন' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*। একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, উক্ত আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে'।[৬] অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন যে, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও ও তার দিকে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর সেটি খুলে দেওয়া হবে। ফলে তার দিকে জান্নাতের সুবাতাস ও সুগন্ধি আসতে থাকবে। আর ঐ দরজাটি তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে'।[৭]

আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মাইয়েতকে দাফন শেষে যখন তার পরিবারবর্গ ও সঙ্গীসাথীরা ফিরে যায় এবং তাদের জুতার আওয়ায মাইয়েত অবশ্যই শুনতে থাকে, তখন দু'জন ফেরেশতা আসেন ও তাকে উঠিয়ে বসান।... অতঃপর যদি সে মুনাফিক ও কাফের হয়, তখন তাকে এই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে সে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলত, আমিও তাই বলতাম। তাকে বলা হবে, তুমি তোমার জ্ঞান দিয়েও বুঝনি। পাঠ করেও জানতে চেষ্টা করোনি...।[৮]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরে মাইয়েতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুনর্জীবিত করা হবে। এই কবর মাটিতে হৌক বা অন্যত্র হৌক। কেননা কবর অর্থ মৃত্যুর পরবর্তী বরযখী জীবন। যা দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে থাকে *(মির'আত ১/২১৭, ২২০)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর সে যদি মন্দ লোক হয়, তাহ'লে তাকে বসানো হবে ভীত সন্ত্রস্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়। বলা হবে তুমি কোন দ্বীনের উপরে ছিলে? সে বলবে, আমি জানি না। বলা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, লোকদের যা বলতে শুনেছি তাই বলতাম। অতঃপর তাকে জান্নাতের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার সুখ-সম্ভার দেখতে থাকবে। বলা হবে, তুমি দেখ যা তোমার থেকে আল্লাহ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তাকে জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে সেখানকার আগুনের ফুলকি সমূহ দেখবে, যা একে অপরকে দলিত-মথিত করছে। তখন তাকে বলা হবে, এটাই তোমার ঠিকানা। যে বিষয়ে তুমি সন্দেহের উপরে ছিলে এবং সন্দেহের উপরেই তুমি মরেছ। আর এই সন্দেহের উপরেই আল্লাহ চাইলে তুমি পুনরুত্থিত হবে।[৯]

---

৩. তিরমিযী হা/১০৭১; মিশকাত হা/১৩০ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ।
৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২৭২; মিশকাত হা/১৩৮।
৫. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৮; মিশকাত হা/১৩৯।
৬. বুখারী হা/১৩৬৯; মুসলিম হা/২৮৭১; মিশকাত হা/১২৫।
৭. আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১।
৮. বুখারী হা/১৩৭৪; মুসলিম হা/২৮৭০; মিশকাত হা/১২৬।
৯. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৮; মিশকাত হা/১৩৯।

বারা বিন 'আযেব (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, সে তিনটি প্রশ্নেই বলবে, হায় হায় আমি জানি না। তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবেন, সে মিথ্যা বলেছে। অতএব তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। জাহান্নামের পোষাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের দিকের একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর সেখান থেকে প্রচণ্ড গরম লু হাওয়া তার কবরে প্রবাহিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তার কবরকে তার উপর এমন সংকীর্ণ করা হবে যে, প্রচণ্ড চাপে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে প্রবেশ করবে। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে লোহার বড় হাতুড়ি সহ নিযুক্ত করা হবে, যদি ঐ হাতুড়ি পাহাড়ের উপরে মারা হ'ত, তাহ'লে তা মাটি হয়ে যেত। অতঃপর সে তাকে মারতে থাকবে। এসময় তার বিকট চিৎকার জ্বিন-ইনসান ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিমের সকল সৃষ্টিজগত শুনতে পাবে। অতঃপর সে মাটি হয়ে যাবে, আবার বেঁচে উঠবে'।[১০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এভাবেই সে শাস্তি পেতে থাকবে, যতদিন না আল্লাহ তাকে পুনরুত্থান দিবসে তার শয্যাস্থান থেকে উঠান।[১১]

মৃত্যু চিন্তা মানুষকে আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল বানায় :

হযরত ওছমান গণী (রাঃ) কবরস্থানে গিয়ে কাঁদতেন। যাতে দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হ'ল জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনে আপনি কাঁদেন না, অথচ কবরে এসে কাঁদেন? জবাবে তিনি বলেন, কবর হ'ল আখেরাতের প্রথম মনযিল। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ'লে পরের মনযিলগুলি তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর এখানে মুক্তি না পেলে পরের মনযিলগুলি তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, কবরের চাইতে ভীতিকর দৃশ্য আমি আর দেখিনি।[১২]

কবর হ'ল নিঃসঙ্গ জগত। সমাজ ও সংসারের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেখানে একাকী জীবন কাটাতে হবে। বাইরের কেউ সেখানকার অবস্থা জানাবে না বা তিনিও বাইরের কাউকে তার অবস্থা জানাতে পারবেন না। কেউ তার কোন উপকার করতে পারবে না বা তিনিও কারু কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবেন না। কেননা তিনি থাকবেন দুনিয়ার অন্তরালে। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 'আর তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। তিনি স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে এবং শুনাতে পারো না কোন বধিরকে, যখন তারা পিঠ ফিরে চলে যায়' *(নমল ২৭/৮০)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 'আর যে কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারো না' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*।

বাড়ী-গাড়ী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, ভক্তকুল সবাইকে রেখে সবকিছু ছেড়ে কেবল এক টুকরো কাফনের কাপড় সাথে নিয়ে কবরে প্রবেশ করতে হবে। বিলাসিতায় কাটানো সুন্দর দেহটা পোকার খোরাক হবে। জীবনের সকল আশা ও আকাংখা মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। সকল হাসি সেদিন কান্নায় পরিণত হবে। মানুষ তাই মরতে চায় না। সর্বদা সে মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। অথচ আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 'তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তা অবশ্যই তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে সেই সত্তার কাছে, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন' *(জুম'আ ৬২/৮)*।

সে সময় মানুষ বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি আমাকে আরও কিছু দিনের জন্য সময় দিতে, তাহ'লে আমি ছাদাক্বা করে আসতাম ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম'। 'অথচ নির্ধারিত সময়কাল যখন এসে যাবে, তখন আল্লাহ কাউকে আর অবকাশ দিবেন না। বস্তুতঃ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(মুনাফিকূন ৬৩/১০-১১)*। অন্য আয়াতে এসেছে, 'অবশেষে যখন তাদের কারু কাছে মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠান'। 'যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি করিনি। কখনই নয়। এটা তো তার একটি (বৃথা) উক্তি মাত্র যা সে বলে...' *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০০)*।

আল্লাহ্র দীদার কামনা :

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা সর্বদা আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য উন্মুখ থাকে। কেননা সেখানে যে পুরস্কার সমূহ লুকিয়ে রয়েছে, তার কোন তুলনা নেই। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সুখ-সম্ভার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শুনেনি, মানুষের হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি'। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এ বিষয়ে তোমরা চাইলে পাঠ কর, 'কেউ জানেনা তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের

১০. আবুদাউদ হা/৪৭৫৩; বুখারী হা/১৩৭৪; মিশকাত হা/১৩১, ১২৬।
১১. তিরমিযী হা/১০৭১; মিশকাত হা/১৩০।
১২. তিরমিযী হা/২৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; মিশকাত হা/১৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৫০।

পুরস্কার স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।[১৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জান্নাতের একটি চাবুক রাখার স্থান সমস্ত দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সকল নে'মত থেকে উত্তম।[১৪]

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি আল্লাহকে চিনেন, তিনি সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করেন। কেননা মৃত্যু হ'ল প্রধান ফটক। যেটি উন্মোচিত হ'লেই আখেরাতের সুখ-শান্তির দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। বনু ইস্রাঈলের হাবীব নাজ্জারকে যখন তার অবিশ্বাসী কওম হত্যা করে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তখন তিনি সেখানে গিয়ে বলেন, يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ– بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ 'হায় আমার কওম যদি জানতো'! 'একথা যে, আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন' *(ইয়াসীন ৩৬/২৬-২৭)*। ঈমান কবুলকারী জাদুকরদের হুমকি দিয়ে ফেরাঊন যখন বলেছিল, 'শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণতি জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব'। জবাবে জাদুকররা বলেছিল, لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ– إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ 'কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব'। 'আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। কেননা আমরা (ক্বিবতীদের মধ্যে) ঈমান আনয়নকারীদের অগ্রগামী' *(শো'আরা ২৬/৪৯-৫১)*।[১৫] অন্যদিকে জাদুকরদের মুকাবিলায় মূসা ও হারূণের বিজয়ের খবর শুনে ফেরাঊনের নেককার স্ত্রী ও মূসার পালক মাতা আসিয়া আল্লাহ্র উপরে ঈমান ঘোষণা করেন। তখন ফেরাঊন তাকে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করে। এসময় আসিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন, رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 'হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর! আমাকে ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের হাত থেকে উদ্ধার কর এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও' *(তাহরীম ৬৬/১১)*।

আল্লাহকে দর্শন :

প্রকৃত ঈমানদারগণ সর্বদা আল্লাহ্র দর্শন কামনা করেন। সেকারণ দুনিয়ার চাইতে আখেরাত তাদের নিকট সর্বাধিক কাম্য। তাই মৃত্যুর পর্দা উন্মোচিত হ'লেই সে দেখতে পায় এক আনন্দময় জগত। অতঃপর জান্নাতে যখন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ স্বীয় নূরের পর্দা সরিয়ে দিয়ে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন ও সে তাঁর দিকে তাকাবে, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। এর চাইতে আনন্দঘন মুহূর্ত তার জন্য আর হবে না'।[১৬] সেদিন আল্লাহকে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে রাত্রির মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়'।[১৭] বস্তুতঃ এটাই হ'ল তার জন্য সর্বাধিক প্রিয় মুহূর্ত। আর সেকারণেই আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুর প্রাক্কালে কেবলই বলেছিলেন, اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَي 'হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু'! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা আমি বুঝলাম, এখন তিনি আর আমাদের পসন্দ করবেন না'।[১৮]

বস্তুতঃ দুনিয়াদাররা দুনিয়া ছাড়তে চায় না। তারা এখানকার ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশ থেকে বের হ'তে চায় না। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে ভালবাসেন। তারা এখানকার কষ্ট-মুছীবতকে হাসিমুখে বরণ করেন আখেরাতে চিরস্থায়ী শান্তি লাভের জন্য। এ কারণেই বলা হয়েছে, দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ও কাফেরের জন্য জান্নাত'।[১৯] আর তাই মুমিন দ্রুত দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতে যেতে চায় তার প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভের জন্য। ঠিক যেমন কারাবন্দী বা প্রবাসী ব্যক্তি পাগলপারা হয়ে ছুটে আসে তার প্রিয়তম সাথী ও পরিবারের কাছে। এখানে মৃত্যু কামনা নয়। বরং প্রিয়তমের দীদার কামনাই মুখ্য। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাতকে অপসন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন'।[২০] ফলে আল্লাহ যে কাজ পসন্দ করেন, মুমিন সর্বদা সে কাজেই লিপ্ত থাকে। যে কাজ তিনি পসন্দ করেন না, মুমিন তা কখনই করে না। যদিও শয়তান তাকে সে কাজ করার জন্য বারবার প্রলুব্ধ করে। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ... كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا '...অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে। সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*। অর্থাৎ লোক দেখানো বা শুনানোর জন্য নয়, বরং খালেছ অন্তরে স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য ইবাদত করে। নইলে সেটা শিরক হবে। যার পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। আল্লাহ শিরককারীর জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। মোটকথা নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সৎকর্মই পরকালে আল্লাহ্র দীদার লাভের একমাত্র উপায়।

---

১৩. বুখারী হা/৪৭৭৯; মুসলিম হা/২৮২৫; মিশকাত হা/৫৬১২।
১৪. বুখারী হা/৩২৫০; মিশকাত হা/৫৬১৩।
১৫. নবীদের কাহিনী ২/৪৩-৪৪।
১৬. মুসলিম হা/১৮১; মিশকাত হা/৫৬৫৬ 'আল্লাহকে দর্শন' অনুচ্ছেদ।
১৭. বুখারী হা/৭৪৩৪; মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫।
১৮. বুখারী হা/৬৩৪৮; মুসলিম হা/২৪৪৪; মিশকাত হা/৫৯৬৪; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৪৩ পৃ.।
১৯. মুসলিম হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/৫১৫৮।
২০. বুখারী হা/৬৫০৮; মুসলিম হা/২৬৮৩; মিশকাত হা/১৬০১।

Contents

মুমিন যতদিন দুনিয়ায় থাকে, ততদিন সে তার জান-মাল-সময়-শ্রম সবকিছু ব্যয় করে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য। যেন খুশীমনে তার প্রতিপালকের সামনে নেকীর ডালি নিয়ে হাযির হ'তে পারে। অন্যদিকে তার প্রতিপালক তাকে খুশী হয়ে পুরস্কারের ডালি ভরে দেন। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। বস্তুতঃ এটিই ছিল বান্দার প্রতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ বাণী। ক্বিয়ামতের দিন দয়াময় প্রতিপালক 'সালাম' দিয়ে মুমিনদের সম্ভাষণ জানাবেন' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*।

পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা এ পৃথিবীকে মুমিন তার জন্য পরীক্ষাস্থল মনে করে। আল্লাহ তাকে পরীক্ষার জন্য যতদিন চাইবেন, ততদিন সে এখানে থাকবে সর্বোচ্চ ধৈর্য্যের সাথে, সর্বোচ্চ নেকী সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। মাঝে-মধ্যে আল্লাহ তার বান্দাকে কঠিন বিপদে ফেলে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন, তাকে সাবধান করার জন্য। যাতে সে আবার পূর্ণোদ্যমে নেকী অর্জনে লিপ্ত হয়। জান্নাতের সর্বোচ্চ 'তাসনীম' ঝর্ণা লাভের জন্য সে প্রতিযোগিতা করে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তাদের চেহারাসমূহে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা দেখতে পাবে'। 'তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে'। 'তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত'। 'আর তাতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের'। 'এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে পান করবে নৈকট্যশীলগণ' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৪-২৮)*।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দীদার কেবল জান্নাতীরাই লাভ করবে, জাহান্নামীরা নয়। আল্লাহ বলেন, كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ- ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ 'কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে'। 'অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫-১৬)*।

মৃত্যু কামনা নয় :

অনেক মানুষ মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু তাতে আল্লাহ্র দীদার লাভের প্রেরণা থাকে না। ঐ মৃত্যু তার জন্য ক্ষতির লক্ষণ। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ. مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না কোন ব্যক্তি কারু কবরের পাশ দিয়ে যাবে এবং বলবে, হায় যদি আমি তোমার স্থানে হ'তাম! অথচ তার মধ্যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের আকাংখা থাকবে না'।[২১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلاَّ الْبَلاَءُ 'তার মধ্যে দ্বীন থাকবে না বিপদের ভয় ব্যতীত'।[২২] অর্থাৎ আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য সে মৃত্যু কামনা করবে না। বরং দুনিয়ার কষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্য সে মৃত্যু কামনা করবে। এরূপ মৃত্যু আদৌ কাম্য নয়।

পরকালের পাথেয় সঞ্চয় :

প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই যে দুনিয়াকে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ের স্থান হিসাবে গ্রহণ করে। যেদিন তার সাথে কেউ থাকবে না তার আমল ব্যতীত। যা যথাযথভাবে না থাকলে লজ্জিত হ'তে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, কোন মুমিন উত্তম? তিনি বললেন, যে সর্বোত্তম চরিত্রবান। লোকটি বলল, কে সর্বাধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ 'মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীন সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী। তারাই হ'ল প্রকৃত জ্ঞানী'।[২৩] এর কারণ এই যে, মৃত্যু পরবর্তী অদৃশ্য জীবন সম্পর্কে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী এবং মানব জগতের মধ্যে তিনিই হ'লেন একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। যা মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ তাকে দেখিয়েছেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। অতএব রুকূ, সিজদা, ক্বিয়াম ও সালাম ফিরানোর ব্যাপারে তোমরা আমার আগে বেড়ো না। কারণ আমি আমার সম্মুখে ও পিছনে দেখতে পাই। যার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, যদি তোমরা দেখতে যা আমি দেখেছি, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা হাসতে কম ও কাঁদতে বেশী। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি দেখেছেন? তিনি বললেন, জান্নাত ও জাহান্নাম'।[২৪]

অতএব জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের প্রবল আকাংখা নিয়েই সৎকর্ম করতে হবে।

কবি বলেন,

تَزَوَّدْ مِنْ مَعَاشِكْ لِلْمَعَادِ + وَقُمْ لِلَّهِ وَاعْمَلْ خَيْرَ زَادِ

وَلاَ تَجْمَعْ مِنَ الدُّنْيَا كَثِيْرًا + فَإِنَّ الْمَالَ يُجْمَعُ لِلنَّفَادِ

أَتَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ رَفِيْقَ قَوْمٍ + لَهُمْ زَادُ وَأَنْتَ بِغَيْرِ زَادِ

(১) পরকালের জন্য তুমি পাথেয় সঞ্চয় কর + এবং ইবাদতে দাঁড়াও আল্লাহ্র জন্য। আর উত্তম পুঁজির জন্য কাজ কর। (২) দুনিয়ার জন্য বেশী সঞ্চয় করো না + কারণ মাল জমা

২১. আহমাদ হা/১০৮৭৮; ছহীহাহ হা/৫৭৮।
২২. মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪৪৫।
২৩. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪।
২৪. মুসলিম হা/৪২৬।

করা হয় নিঃশেষ হওয়ার জন্য। (৩) তুমি কি চাও নেককার কওমের বন্ধু হ'তে? + যাদের পুঁজি রয়েছে। অথচ তুমি পুঁজিহীন'।[২৫]

সৎকর্মের উপর মৃত্যুবরণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ 'শেষ আমলের উপরেই পরিণাম নির্ধারিত হয়'।[২৬] অতএব শেষ আমল যদি সুন্দর হয়, তবে সেটি হবে দুনিয়া থেকে সুন্দর বিদায়ের (حُسْنُ الْخَاتِمَةِ) লক্ষণ। আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা যা সর্বোচ্চ আমল, আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া, দ্বীন শেখা ও শেখানো এগুলি নবীদের কাজ। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর, তবে (মনে রেখ) তারা যা কিছু (দুনিয়ায়) সঞ্চয় করেছে, সবকিছুর চাইতে আল্লাহ্র ক্ষমা ও করুণা অবশ্যই উত্তম' *(আলে ইমরান ৩/১৫৭)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে যদি কেউ নিহত হয় বা মৃত্যুবরণ করে, সেটি হবে তার সুন্দর বিদায়ের নিদর্শন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র পথে হিজরত করা, দাওয়াতে বের হওয়া, হজ্জ বা ওমরায় গমন করা, আল্লাহ্র পথে কষ্ট ভোগ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হ'ল সর্বোত্তম মৃত্যু সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে আল্লাহ্র নিকট মহা পুরস্কার নিহিত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলে ও তার উপরেই জীবন শেষ হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ছিয়াম রাখে ও তার উপরেই জীবন শেষ হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ছাদাক্বা করে ও তার উপরেই জীবন শেষ হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২৭] আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا 'আর যে ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে, তার প্রতিদানের ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত হয়েছে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নিসা ৪/১০০)*।

এতে প্রমাণিত হয় যে, নেক আমলের উপর মৃত্যুবরণ করা আখেরাতে মুক্তির শুভ লক্ষণ। অতএব সর্বদা নেক আমলের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করা উচিত। কেননা মৃত্যু যেকোন সময় এসে যেতে পারে। আর সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করা আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে বড় উপায়।

মৃত্যুর চিন্তা আল্লাহভীরুতা আনয়ন করে ও ঈমান বৃদ্ধি করে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুমিনদের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে বলেছেন এবং তাতে এক ক্বীরাত্ব তথা ওহোদ পাহাড়ের সম পরিমাণ নেকী ও দাফন শেষ করে ফিরে এলে তাতে দুই ক্বীরাত্ব সম পরিমাণ নেকীর কথা বলেছেন।[২৮] যাতে অন্যের জানাযা দেখে নিজের জানাযার কথা স্মরণ হয়। অন্যের কবরে শোয়ানো দেখে নিজের কবরের কথা মনে হয়। অন্যের অসহায় চেহারা দেখে নিজের মৃত্যুকালীন অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ হয়। যাতে মানুষের অহংকার চূর্ণ হয় ও সে বিনয়ী হয়। অতঃপর পরপারে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর হয়। তিনি কবরপূজার শিরকের কথা চিন্তা করে প্রথমে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরে অনুমতি দিয়ে বলেন, نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা যিয়ারত কর'।[২৯] فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ 'কেননা এটি তোমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে'।[৩০] আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতগুলি দাগ কাটলেন। অতঃপর বললেন, هَذَا الأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ 'এটি মানুষের আকাংখা ও এটি তার মৃত্যু। এর মধ্যেই মানুষ চলতে থাকে। এক সময় সে তার মৃত্যুর দাগের নিকটে এসে যায়'।[৩১] ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার কাঁধ ধরে বললেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ 'তুমি দুনিয়াতে বসবাস কর যেন তুমি একজন আগন্তুক বা একজন মুসাফির'। ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, সন্ধ্যা এলে তুমি সকালের অপেক্ষা করো না। সকাল এলে তুমি সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তুমি তোমার অসুখের পূর্বে সুস্থতাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাও'।[৩২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর খুৎবাতে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ থেকে পাঠ করে শুনাতেন। কেননা সেখানে রয়েছে মৃত্যু ও আখেরাতের বাস্তব বাণীচিত্র সমূহ। বিশেষ করে ২-৩, ১৬-৩০ পর্যন্ত আয়াতগুলি। তন্মধ্যে ২২-২৫ চারটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার সম্মুখ হ'তে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। অতএব আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর'। 'তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, এই তো আমার নিকট তার আমলনামা প্রস্তুত'। '(তখন আদেশ করা হবে) তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত অবিশ্বাসীকে'। 'কল্যাণ কর্মে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে' *(ক্বাফ ৫০/২২-২৫)*।

নেককার ও বদকার প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেকেই কাফন পরে কবরে যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কেউ আগুনের খোরাক হবে এবং কেউ জান্নাতের সুবাতাস

২৫. কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ বি আহওয়ালিল মাওতা ৩০৬ পৃ.।
২৬. বুখারী হা/৬৬০৭; মিশকাত হা/৮৩।
২৭. আহমাদ হা/২৩৩৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৫।
২৮. বুখারী হা/৪৭; মুসলিম হা/৯৪৫; মিশকাত হা/১৬৫১।
২৯. মুসলিম হা/৯৭৭; মিশকাত হা/১৭৬২।
৩০. মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩।
৩১. বুখারী হা/৬৪১৮; মিশকাত হা/৫২৬৯।
৩২. বুখারী হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪।

পেয়ে ধন্য হবে। কেউ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ভয়ংকর ফেরেশতার প্রচণ্ড হাতুড়ি পেটা খাবে, কেউ জান্নাতের সুগন্ধিতে নববিবাহিতের ন্যায় সুখনিদ্রায় ঘুমিয়ে যাবে। কারু কবর সংকীর্ণ হবে ও দুই পার্শ্ব চেপে ধরে তাকে পিষ্ট করবে। কারু কবর প্রশস্ত ও আলোকিত হবে। নিদ্রার মধ্যে দুঃস্বপ্নে মানুষ ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে বা আনন্দে হেসে ওঠে। এটা যেমন সবাই বাস্তব বলে মেনে নিচ্ছে। তাহ'লে চিরনিদ্রার জগতে এটা অসম্ভব হবে কেন? অতএব বুদ্ধিমান মানুষের সাবধান হওয়া উচিত।

জ্ঞানী মানুষদের কিছু উক্তি :

(১) জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কিভাবে সকাল করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, এমন অবস্থায় যে, আমি ফিৎনাকে ভালবাসি ও হক-কে অপসন্দ করি। বলা হ'ল, সেটা কেমন? তিনি বললেন, আমি আমার সন্তানকে ভালবাসি ও মৃত্যুকে অপসন্দ করি'।[৩৩] (২) ক্বায়েস বিন আবু হাযেম (মৃ. ৯৩ হি.) বনু উমাইয়াদের একজন খলীফার দরবারে গেলে তিনি বলেন, হে আবু হাযেম! আমাদের কি হ'ল যে আমরা মৃত্যুকে অপসন্দ করছি? জওয়াবে তিনি বলেন, এটা এজন্য যে, আপনারা আপনাদের আখেরাতকে নষ্ট করেছেন ও দুনিয়াকে আবাদ করেছেন। সেকারণ আপনারা আবাদী স্থান থেকে অনাবাদী স্থানে যেতে চান না'।[৩৪] (৩) হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.) বলেন, হে আদম সন্তান! মুমিন ব্যক্তি সর্বদা ভীত অবস্থায় সকাল করে, যদিও সে সৎকর্মশীল হয়। কেননা সে সর্বদা দু'টি ভয়ের মধ্যে থাকে। (ক) বিগত পাপ সমূহের ব্যাপারে। সে জানেনা আল্লাহ সেগুলির বিষয়ে কি করবেন। (খ) মৃত্যুর ভয়, যা এখনো সামনে আছে। সে জানেনা আল্লাহ তাকে তখন কোন পরীক্ষায় ফেলবেন। অতএব আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপরে, যে এগুলি বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে ও জ্ঞান হাছিল করে। দূরদর্শিতা লাভ করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তি পরায়ণতা থেকে বিরত রাখে'।[৩৫] তিনি বলতেন, দুনিয়া তিনদিনের জন্য। গতকাল, যে তার আমল নিয়ে চলে গেছে। আগামীকাল, সেটা তুমি নাও পেতে পার। আজকের দিন, এটি তোমার জন্য। অতএব তুমি এর মধ্যে আমল কর' *(পৃ. ৩৩)*।[৩৬] জনৈক ব্যক্তি তাকে কুশল জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন থাকবে, যে সকাল-সন্ধ্যা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে? সে জানেনা আল্লাহ তার সাথে কি ব্যবহার করবেন' *(উক্তি ৪৯)*।[৩৭] তিনি যখন কোন জানাযা পড়াতেন, তখন কবরের মধ্যে উঁকি মেরে জোরে জোরে বলতেন, কত বড়ই না উপদেশদাতা সে। যদি জীবিত অন্তরগুলি তার অনুগামী হ'ত! *(পৃ. ৫১-৫২)*।[৩৮] তাঁকে একদিন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনি কেমন আছেন? জবাবে তিনি বলেন, তুমি আমাকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? আচ্ছা ঐ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যারা একটি নৌকায় চড়ে সাগরে গেছে। অতঃপর মাঝ দরিয়ায় গিয়ে তাদের নৌকা ভেঙ্গে গেছে। তখন তারা যে যা পেয়েছে কাঠের টুকরা নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। লোকটি বলল, সেটা তো বড় ভয়ংকর অবস্থা। হাসান বাছরী বললেন, আমার অবস্থা তার চাইতে কঠিন' *(উক্তি ১৭, পৃ. ২০)*।[৩৯] এতবড় একজন বিখ্যাত তাবেঈ, আবেদ, যাহেদ, দুনিয়াত্যাগী ব্যক্তির যদি এই অবস্থা হয়, তাহ'লে আমাদের অবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ ভেবে দেখা কর্তব্য।

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) একদিন বাগদাদের বাজারে এলেন। অতঃপর এক বোঝা কাঠ খরিদ করে কাঁধে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। অতঃপর যখন লোকেরা তাকে চিনে ফেলল, তখন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছেড়ে, দোকানদাররা দোকান ছেড়ে, পথিকরা পথ চলা বন্ধ করে তাঁর কাছে ছুটে এল ও সালাম দিয়ে বলতে লাগল, আমরা আপনার বোঝা বহন করব। তখন তাঁর হাত কেঁপে উঠল, চেহারা লাল হয়ে গেল, দু'চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অতঃপর তিনি বারবার বলতে থাকলেন, আমরা মিসকীন। যদি আল্লাহ আমাদের পাপ ঢেকে না দেন, আমরা অবশ্যই সেদিন লাঞ্ছিত হব' *(পৃ. ২১-২২)*। (৫) মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' বাছারী (মৃ. ১২৩ হি.)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কিভাবে আপনি সকাল করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যে ব্যক্তি প্রতিদিন পরকালের পথ পাড়ি দিচ্ছে? *(উক্তি ২০)*।[৪০] (৬) ছাহাবী আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, তিনজন লোককে দেখলে আমার হাসি পায়। (ক) দুনিয়ার আকাংখী। অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজছে (খ) উদাসীন ব্যক্তি। অথচ আল্লাহ তার থেকে উদাসীন নন (গ) গাল ভরে হাস্যকারী ব্যক্তি। অথচ সে জানেনা আল্লাহ তার উপর খুশী না নাখোশ' *(পৃ. ২২)*।[৪১] (৭) আসওয়াদ বিন সালেম (মৃ. ২১৪হি.)-কে বলা হ'ল আপনি আজ কিভাবে সকাল করেছেন? জবাবে তিনি বলেন, মন্দভাবে। কেননা আজ একজন বিদ'আতীর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছে' *(উক্তি ২২, পৃ. ২৩)*। (৮) বিখ্যাত তাবেঈ ও কূফার বিচারপতি ক্বাযী শুরাইহ-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল আপনি আজ কিভাবে সকাল করলেন। তিনি বললেন, এমন অবস্থায় যে, অর্ধেক মানুষ আমার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ' (أَصْبَحْتُ وَنِصْفُ النَّاسِ عَلَيَّ غِضَابٌ) *(উক্তি ২৩, পৃ. ২৩-২৪)*।[৪২]

৩৩. আয়মান আশ-শা'বান, কায়ফা আছবাহতা (রিয়ায : মাকতাবা কাওছার ১৪৩৫/২০১৪), উক্তি সংখ্যা ৯, ১২ পৃ.। বইটিতে মোট ৮১টি উক্তি ও অন্যান্য উপদেশ রয়েছে।
৩৪. ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব ২২/৩০।
৩৫. ইবনুল জাওযী, আদাবুল হাসান বাছরী, ১২৩ পৃ.।
৩৬. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আয-যুহদ, ১৯৭ পৃ.।
৩৭. ইবনু হিব্বান, রওযাতুল উকালা, ৩২ পৃ.।
৩৮. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, ক্বাছরুল আমাল, ১৪৫ পৃ.।
৩৯. আবুবকর আল-মারূযী, আখবারুশ শুয়ূখ ওয়া আখলাক্বিহিম ১৮৩ পৃ.।
৪০. ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব ৫৬/১৬৯।
৪১. ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ (বেরূত) ৮৪ পৃ.।
৪২. আল-খাত্ত্বাবী, গারীবুল হাদীছ ১/৫০৩।

(৯) ফুযায়েল বিন মাসঊদ (মৃ. ১৮৭ হি.)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনি কেমন আছেন? জওয়াবে তিনি বললেন, যদি তুমি আমার দুনিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তবে আমি বলব যে, দুনিয়া আমাদেরকে যেখানে খুশী নিয়ে চলেছে। আর যদি আখেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাক, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি জানবে যার পাপ বৃদ্ধি পেয়েছে ও নেক আমল কম হয়েছে। যার বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে, অথচ তার পরকালের জন্য পাথেয় সঞ্চিত হয়নি। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়নি, তার জন্য বিনত হয়নি, তার জন্য পা বাড়ায়নি, তার জন্য আমলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেনি। অথচ দুনিয়ার জন্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে'? *(উক্তি ২৯, পৃ. ২৭)*।[৪৩]

(১০) আবু সুলায়মান দারানী (মৃ. ২১৫ হি.) স্বীয় উস্তায উম্মে হারূণকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি কেমন থাকবে যার রূহ অন্যের হাতে'? *(উক্তি ৪৫, পৃ. ৩৭)*।[৪৪] তিনি আরেকবার তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি মৃত্যুকে ভালবাসেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি কোন ব্যক্তির অবাধ্যতা করলে, তার সাক্ষাৎ পসন্দ করি না। তাহ'লে আমি কিভাবে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পসন্দ করব, অথচ আমি তার অবাধ্যতা করছি?[৪৫] (১১) জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হ'ল আপনি কিভাবে সকাল করলেন? তিনি বললেন, সকালে আমি আমার রবের দেওয়া রূযী খাই। আর আমি তার শত্রু ইবলীসের আনুগত্য করি' *(উক্তি ৫৭, পৃ. ৪২)*।[৪৬] (১২) আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র ভয়ে এক ফোঁটা অশ্রুপাত আমার নিকট এক হাযার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছাদাক্বা করার চাইতে অধিক প্রিয়' *(পৃ. ২৮)*।[৪৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যে সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র ছায়াতলে আশ্রয় পাবে, তাদের এক শ্রেণী হ'ল তারাই, যারা আল্লাহকে নির্জনে-নিরালায় স্মরণ করে। অতঃপর তাদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়'।[৪৮] (১৩) রবী' বিন খায়ছাম (মৃ. ৬৫ হি.) বাড়ীতে কবর খুঁড়ে রাখেন। যেখানে তিনি দিনে একাধিকবার ঘুমাতেন। যাতে সর্বদা মৃত্যুর কথা মনে পড়ে'।[৪৯] তিনি বলতেন, لَوْ فَارَقَ ذِكْرُ الْمَوْتِ قَلْبِي سَاعَةً فَسَدَ عَلَيَّ 'যদি আমার অন্তর এক মুহূর্ত মৃত্যুর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহ'লে তা আমাকে বিনষ্ট করে দেয়'।[৫০] (১৪) মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ (মৃ. ৯৫ হি.) বলেন, মৃত্যু সচ্ছল ব্যক্তির সুখ-সম্ভারকে কালিমালিপ্ত করে দেয়। অতএব তুমি এমন সুখের সন্ধান কর, যেখানে কোন মৃত্যু নেই'।[৫১] (১৫) ইব্রাহীম তায়মী (মৃ. ১২০ হি.) বলেন, দু'টি বস্তু আমার দুনিয়ার স্বাদ বিনষ্ট করেছে। মৃত্যুর স্মরণ ও আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়'।[৫২] (১৬) কা'ব বলতেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে উপলব্ধি করে, দুনিয়ার বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা সমূহ তার নিকট হীন বস্তু হয়ে যায়'।[৫৩] (১৭) ওমর বিন আব্দুল আযীয জনৈক আলেমকে বলেন, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আপনিই প্রথম খলীফা নন, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন। খলীফা বললেন, আরও উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আদম পর্যন্ত আপনার বাপ-দাদাদের এমন কেউ ছিলেন না যিনি মৃত্যুবরণ করেননি। এবার আপনার পালা। একথা শুনে খলীফা কেঁদে ফেলেন'। তিনি প্রতি রাতে আলেম-ওলামাদের নিয়ে বৈঠক করতেন। যেখানে মৃত্যু, ক্বিয়ামত ও আখেরাত নিয়ে আলোচনা হ'ত। তখন তারা এমনভাবে ক্রন্দন করতেন, যেন তাদের সামনেই জানাযা উপস্থিত হয়েছে'।[৫৪] (১৮) জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তার এক বন্ধুর নিকটে লেখেন, হে বন্ধু! ইহকালে মৃত্যুকে ভয় কর, পরকালে যাওয়ার আগে। যেখানে তুমি মৃত্যু কামনা করবে, অথচ মৃত্যু হবে না'।[৫৫]

দ্রুত সৎকর্ম সম্পাদন :

অতএব হে মানুষ! মৃত্যু আসার আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করো। দুনিয়ার চাকচিক্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলো না। অবিশ্বাসীদের ধোঁকায় পড়ো না। আল্লাহ বলেন, فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا 'তুমি তাদের বিষয়ে ব্যস্ত হয়ো না। আমরা তো তাদের জন্য নির্ধারিত (মৃত্যুর) সময়কাল গণনা করছি' *(মারিয়াম ১৯/৮৪)*। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাস গণনা করেন। বান্দা কোন কাজে সেটি ব্যয় করছে, তার হিসাব রাখেন। সে তার মৃত্যুর দিকে আলোর গতিতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি.মি. বেগে এগিয়ে চলেছে। অতএব হে

কূফার খ্যাতনামা ক্বাযী শুরাইহ ছিলেন ন্যায়বিচারক হিসাবে অদ্বিতীয়। যামিন হওয়ার পর আসামী পালালে যামিনদার নিজের ছেলেকে তিনি জেলে পাঠান ও তার জন্য নিজে জেলখানায় খাবার নিয়ে যান। ক্ষুধার্ত ও রাগান্বিত হ'লে তিনি এজলাস থেকে উঠে যেতেন। একবার একজনকে চাবুক মারলে পরে ভুল বুঝতে পেরে তিনি নিজের পিঠ পেতে দিয়ে তার কাছ থেকে কিছাছ নিয়ে নেন' *(আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৬/১৩১-১৪৪)*। সৈয়ূতী বর্ণনা করেন, ক্বাযী শুরাইহ বিন হারিছ বিন ক্বায়েস আল-কিন্দী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। তিনি হযরত ওমর, ওছমান, আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) সহ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর যুগ (৭৬-৯৬ হি.) পর্যন্ত একটানা ৬০ বছর বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১২০ বছর বেঁচেছিলেন। মৃত্যুর একবছর পূর্বে দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি নেন। তাঁর মৃত্যুর সন বিষয়ে ৭৮ হি., ৮০, ৮২, ৮৭, ৯৩, ৯৬, ৯৭ ও ৯৯ বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে *(সৈয়ূতী, ত্বাবাক্বাতুল হুফ্ফায (কায়রো ১৩৯২/১৯৭৩) ক্রমিক সংখ্যা ৪২, পৃঃ ২০)*।

৪৩. আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৮/৮৫-৮৬।
৪৪. ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব ৭০/২৬৬।
৪৫. আবু হামেদ আল-গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৭/১৩৯।
৪৬. ঐ, ৩/১৬৮।
৪৭. বায়হাক্বী শো'আবুল ঈমান হা/৮৪২।
৪৮. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
৪৯. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৭/১৩৯।
৫০. আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/১১৬।
৫১. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৭/১৩৯।
৫২. ঐ, ৭/১৩৮।
৫৩. ঐ, ৭/১৩৮।
৫৪. ঐ, ৭/১৩৯।
৫৫. ঐ, ৭/১৩৮।

মানুষ! তুমি দ্রুত সৎকর্ম সম্পাদন কর। বলো না যে, কাজটি আমি আগামীকাল করব। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেছেন, وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا– إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ... 'আর তুমি কোন বিষয়ে বলো না যে, ওটা আমি আগামীকাল করব'। 'যদি আল্লাহ চান' বলা ব্যতিরেকে...' *(কাহফ ১৮/২৩-২৪)*। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকে ভেবে দেখুক আগামীকালের (ক্বিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(হাশর ৫৯/১৮)*। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ'। '(আনুগত্যের কারণে) ডান সারির লোকেরা ব্যতীত'। 'তারা জান্নাতে থাকবে। তারা পরস্পরে জিজ্ঞেস করবে'- 'পাপীদের বিষয়ে'। 'কোন বস্তু তোমাদেরকে সাক্বারে (জাহান্নামে) প্রবেশ করিয়েছে'? 'তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না'। 'আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না'। 'আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম'। 'আমরা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলতাম'। 'অবশেষে আমাদের কাছে এসে গেল মৃত্যু'। 'ফলে সুফারিশকারীদের সুফারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না'। 'অতঃপর তাদের কি হ'ল যে, তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়'? 'তারা যেন পলায়নপর বন্য গাভী'। 'যে শিকারী সিংহ দেখে পালায়' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩৮-৫১)*।

ক্বিয়ামত দিবসে মানুষের অবস্থা :

আল্লাহ বলেন, 'সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। কোনকিছুই তোমাদের গোপন থাকবে না'। 'অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, এসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ'! 'আমি নিশ্চিত জানতাম যে, আমাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হ'তে হবে'। 'অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে'। 'সুউচ্চ জান্নাতে'। 'যার ফলসমূহ নীচু হয়ে নিকটে আসবে'। '(বলা হবে) তোমরা খুশীমনে খাও ও পান কর বিগত দিনে (দুনিয়াতে) যেসব সৎকর্ম করেছিলে তার প্রতিদানে'। 'অতঃপর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! যদি আমাকে এ আমলনামা না দেওয়া হ'ত'! 'এবং আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম'! 'হায়, মৃত্যুই যদি আমার চূড়ান্ত পরিণতি হ'ত'! 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না'। 'আমার রাজনৈতিক ক্ষমতা বরবাদ হয়ে গেল'। '(তখন ফেরেশতাদের বলা হবে) ধরো একে। অতঃপর বেড়ী পরাও একে'। 'অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর একে'। 'অতঃপর সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে শক্তভাবে বাঁধো একে'। 'সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না'। 'সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করত না'। 'অতএব আজকে এখানে তার কোন বন্ধু নেই'। 'আর তার জন্য কোন খাদ্য নেই দেহ নিঃসৃত পূঁজ-রক্ত ব্যতীত'। 'যা কেউ খাবে না পাপীরা ব্যতীত' *(হা-ক্বাহ ৬৯/১৮-৩৭)*। অতএব আসুন! আমরা মৃত্যুর আগেই সাবধান হই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর জান্নাতী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

মসজিদে নববীর জ্যেষ্ঠ ইমাম শায়খ আইয়ূবের মৃত্যু

মদীনা শরীফের মসজিদে নববীর সম্মানিত ইমাম ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ ক্বারী মুহাম্মাদ আইয়ূব (৬৪) গত ১৬ই এপ্রিল শনিবার বাদ ফজর মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন*। একইদিন বাদ যোহর মসজিদে নববীতে জানাযা শেষে তাকে বাক্বী' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। শায়খ আইয়ূব ১৯৫২ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিপীড়িত মুসলিম জাতি মিয়ানমারের রোহিঙ্গা বংশোদ্ভূত ও বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সঊদী আরবের নাগরিকত্ব পান। মক্কায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেন তার অতুলনীয় কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য। ১৯৯০ থেকে ৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি মসজিদে নববীতে ইমামতি করেন। পরবর্তীতে তিনি সঊদী আরব, কুয়েত ও আরব আমিরাতের গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ সমূহে ইমামতি করেন। মসজিদে নববীতে ইমামতি ছাড়াও তিনি বেশ কিছু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কিং ফাহাদ কুরআন কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০১৫ সালের রামাযান মাসে তিনি পুনরায় মসজিদে নববীর ইমাম পদে বরিত হন। অতঃপর তারাবীহর ছালাত পড়ানোর সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। পরে তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অতিসম্প্রতি তিনি মৃত্যুর পূর্বে একবারের জন্য মসজিদে নববীতে ইমামতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার দিবাগত রাতে মসজিদে নববীতে এশার ছালাত আদায় করান। পরদিন শনিবার বাদ ফজর তিনি ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে তিনি ২ স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে যান। তাঁর সকল সন্তানই কুরআনের হাফেয। জ্যেষ্ঠ পুত্র খালিদ একটি হিফযুল কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং দ্বিতীয় পুত্র যুবায়ের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এছাড়া পুত্র সা'দ প্রকৌশল বিভাগে, মুছ'আব মদীনার ত্বাইয়েবা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং ইউসুফ ছানাবিয়াতে অধ্যয়নরত।

[মিয়ানমার ও বাংলাদেশের তথা উপমহাদেশের এই মহারত্নকে হারিয়ে আমরা যারপর নেই ব্যথিত, মর্মাহত ও শোকাহত। আমরা তাঁর জন্য আল্লাহ্র নিকটে জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা করছি এবং তাঁর রেখে যাওয়া স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- (স.স.)]

উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ইসলামের কর্মসূচী

মূল (উর্দূ) : মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

[মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী ভারতীয় উপমহাদেশের একজন উঁচুদরের আলেম, মুফাসসির ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি ১৩২৩ হিঃ/১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর ছদর বাযারে অবস্থিত দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসায় স্বীয় পিতা মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, উছূলে ফিকহ, নাহু, ছরফ, মানতিক, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করে ১৯২৭ সালে ফারেগ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। অতঃপর উক্ত মাদরাসায় শায়খুল হাদীছ পদে বরিত হন এবং ২০ বছর যাবৎ সেখানে ইলমে হাদীছের দরস প্রদান করেন। ১৯৩২ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ'-এর আমীর নিযুক্ত হন এবং ৩৪ বছর যাবৎ এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন এ জামা'আতের দ্বিতীয় আমীর। ১৯৪৭ সালে তিনি দিল্লী থেকে করাচীতে হিজরত করেন। তাফসীরে সাত্তারী (৬ খণ্ড), ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নুছরাতুল বারী এবং ফাতাওয়া সাত্তারিয়াহ (৪ খণ্ড) তাঁর অন্যতম রচনা। তিনি ১৯৬৬ সালের ৯ই আগস্ট করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।][১]

খাতামুন নাবিইয়ীন (সর্বশেষ নবী), সাইয়িদুল মুরসালীন (রাসূলগণের নেতা) হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ কর্মসূচী বর্ণনা করেছেন। যার উপর চলে আমরা শুধু পাক-ভারতকে নয়; বরং সারা বিশ্বকে অনন্ত জীবনের পয়গাম দিতে পারি। ইসলামী জামা'আতের ক খ হ'ল ছালাত ও যাকাত। যদি মানুষ একটু চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতই তাকে জামা'আতী যিন্দেগীর জোরালো সবক দিচ্ছে। জামা'আতী যিন্দেগীকে আঁকড়ে ধরা এবং বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য নবী করীম (ছাঃ) উম্মতকে নিম্নোক্ত শব্দে অছিয়ত করেছেন-

آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ-

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি- (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানাল, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম'।[২]

ইসলাম ও জামা'আতী যিন্দেগী :

এই হাদীছ থেকে কিছু বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানা গেল।-

১. মুসলমানের জন্য সবচেয়ে অগ্রগণ্য জিনিস হল জামা'আতী যিন্দেগী। ইসলাম ও জামা'আত একই বস্তু।

২. জামা'আতী যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করা ইসলামী যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করার নামান্তর। অহীর ভাষ্যকার, রিসালাতের প্রত্যাবর্তনস্থল মুহাম্মাদ (ছাঃ) যার ব্যাখ্যা এটা দিয়েছেন যে, মুসলমান যদি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বেরিয়ে যায়, তাহ'লে সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল।

৩. যেসব মোল্লা-মৌলভী জামা'আতী যিন্দেগী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দাওয়াত দেন এবং শরী'আত বিরোধী সন্দেহ-সংশয় পেশ করে জামা'আতে ফাটল ও বিভেদ সৃষ্টি করেন, জামা'আত থেকে লোকদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন, আনুগত্যের পরিবর্তে অবাধ্যতার সবক দেন, তিনি আসলে জাহেলিয়াতের জীবনের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন। যার পরিণাম জাহান্নাম।

৪. জামা'আতী যিন্দেগী থেকে পৃথক হয়ে জীবন যাপনকারীদের জন্য এতে কঠিন ধমকি রয়েছে যে, এমন অবস্থায় না শুধু ছালাত ও ছিয়াম মুক্তির কারণ হতে পারে, না তার নিজেকে মুসলমান বলা এবং মনে করা জাহান্নামের আযাব হ'তে তাকে মুক্তি দিতে পারে। এমন ব্যক্তি যত বড় দ্বীনদারই হোক, ছওম ও ছালাতের পাবন্দ হোক, তাহাজ্জুদগুযার হোক, চেহারা-ছূরতে শরী'আত পালনকারী হোক, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জামা'আতে ফাটল সৃষ্টি করা থেকে বিরত না হবে, ততক্ষণ মুক্তি নেই। বরং সে জাহান্নামের খড়-কুটো।

৫. জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার পর অর্থাৎ জামা'আতী যিন্দেগীতে প্রবেশ করা মাত্রই তার মর্যাদাগত, ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব হল জামা'আতী নির্দেশ সমূহ শ্রবণ করা এবং তা মেনে নেয়া।

৬. জামা'আতী যিন্দেগীর এটা আবশ্যকীয় ও অপরিহার্য দাবী হ'ল, স্বীয় আমীর ও ইমামের নির্দেশের পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য করবে এবং তা বাস্তবায়ন করা ও মেনে নেয়ার মধ্যে ব্যস্ত থাকাকে নিজের দায়িত্ব মনে করবে।

---

* *পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী আওর উনকা খান্দান (করাচী : মারকাযী দারুল ইমারত, জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, জানুয়ারী ২০১০), পৃঃ ১২৭-২৭৯; আব্দুর রশীদ ইরাকী, তাযকিরাতুন নুবালা ফী তারাজুমিল ওলামা (লাহোর : বায়তুল হিকমাহ, ২০০৪), পৃঃ ২৮৫-২৮৭।*

২. *তিরমিযী হা/২৮৬৩; আহমাদ হা/১৭৮১৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৯৫; হাকেম হা/১৫৩৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/৩৬৯৪।*

৭. জামা'আতী উদ্দেশ্য হাছিল করার জন্য সব রকমের আত্মত্যাগ করতে হবে। এ পথে অবস্থাভেদে হিজরত ও জিহাদের পরীক্ষা সামনে এলেও।

একটি লক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

উক্ত হাদীছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সর্বপ্রথম এই হুকুম দেয়ার পরে যে, মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ এটা রয়েছে যে, তারা জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করবে। সাথে সাথে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের উপর নেতার আদেশ শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। এটা এ বিষয়ের দলীল যে, জামা'আতের জন্য আমীর থাকা শরী'আতের দৃষ্টিতে একটি প্রমাণিত সত্য। এজন্য আমীর ও ইমামের উল্লেখ না করে জামা'আতের পরে একসাথে শোনা ও আনুগত্য করার কথা বর্ণনা করেছেন। কেননা জামা'আত প্রতিষ্ঠা তথা ইমারত ও ইমামতের উপকারিতা, শ্রবণ করা ও মান্য করা কেবল আমীরের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে। আর উক্ত হাদীছে এই নির্দেশকে মুতলাক বা সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ নির্দেশ হ'ল এই যে, মুসলমান দারুল ইসলামে বসবাস করুক বা দারুল কুফরে, সর্বাবস্থায় সে জামা'আত প্রতিষ্ঠা করার জন্য শরী'আত কর্তৃক আদিষ্ট। আর এটাই হ'ল সেই বাস্তবতা যার ঘোষণা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট শব্দে দিয়েছিলেন যে, لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ– 'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া'।[৩] অর্থাৎ আমীর ও ইমামের আনুগত্য ওয়াজিব।

অতঃপর জামা'আতী যিন্দেগী যেটা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ভাষ্য মতে ইমারতের শারঈ ব্যাখ্যা, তার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা স্পষ্ট করার জন্য যে এটাই ইসলামী জীবন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাথে সাথে এটাও ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জামা'আতী যিন্দেগী থেকে নিজেকে বের করে নিল এবং বিচ্ছিন্নতাকে বেছে নিল, সে ইসলামের গণ্ডীকে নিজের গর্দান থেকে ছিন্ন করল। আর যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকল এবং বিচ্ছিন্ন থাকার দাওয়াত দিতে থাকল, তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। যদিও সে ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। অতএব আমীর বিহীন জীবন যে ধরনেরই জীবন হোক সেটা ইসলামী এবং জামা'আতী যিন্দেগী হবে না। নিম্নোক্ত হাদীছে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মওজুদ রয়েছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য হতে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে'।[৪]

অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা, বিক্ষিপ্ততা, বিশৃঙ্খলা, লাগামহীনতা, নেতা বিহীন এবং জামা'আত থেকে আলাদা থাকা ইসলামী যিন্দেগী নয়। বরং এটা জাহেলিয়াতের যিন্দেগী। সুতরাং যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লাগামহীন জীবন যাপন করল এবং সেই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। অন্য একটি হাদীছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে,

لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً– 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৫]

বুখারী ও মুসলিমের এই বর্ণনাগুলি বিশুদ্ধতার মোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত। কার ক্ষমতা রয়েছে যে, এগুলির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কথা বলে। সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই এগুলির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে। উপরন্তু তালখীছুল হাবীর গ্রন্থে ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে, যেটি ব্যাখ্যামূলক। যার শব্দগুলি এরূপ-

مَنْ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ–

'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার কোন আমীরে জামা'আত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হল'।[৬] এ সকল বর্ণনা সন্দেহাতীতভাবে আমীরের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশ্বস্ত সাক্ষী। এগুলির মাধ্যমে আমীর থাকার তাকীদ পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। সুতরাং বুঝুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

৩. *দারেমী হা/২৫১, সনদ যঈফ।*

৪. *মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯।*
৫. *বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।*
৬. *হাকেম হা/২৫৯, হাদীছ ছহীহ।*

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

*মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

(৪র্থ কিস্তি)

৫. উপদেশ ও পুনঃপুনঃ ভয় দেখানোর মাধ্যমে ভুলের প্রতিকার :

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের একটি গোত্রের নিকট (দ্বীন প্রচারার্থে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে) একটি দল প্রেরণ করেন। তারা দু'দল মুখোমুখি হয়। এ সময় মুশরিকদের একটা লোক সুযোগ বুঝে মুসলমানদের কোন একজনকে টার্গেট করে হত্যা করেছিল। এটা দেখে মুসলমানদেরও একজন তার অন্যমনষ্কতার সুযোগ খুঁজছিল। তিনি (মুসলিম ভাইটা) ছিলেন, আমাদের আলোচনা অনুসারে উসামা বিন যায়েদ। তিনি তাকে বাগে পেয়ে যখন তরবারি উঠান তখন লোকটি বলে ওঠে, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। তারপরও তিনি তাকে হত্যা করেন। বিজয়ের সুসংবাদদাতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এলে তিনি তাকে ঘটনা জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি অভিযানের পুরো ঘটনা বলেন, এমনকি ঐ লোকের ঘটনাও বলেন এবং সে কিভাবে কি করেছে এবং তার সাথে কি করা হয়েছে তাও বলেন। তিনি উসামা (রাঃ)-কে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ? উত্তরে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে মুসলমানদের খুন করছিল। অমুক অমুক তার হাতে নিহত হয়েছে- তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেন। এমন সময় আমি তার উপর হামলা করি। সে যখন তরবারি দেখতে পেল তখন বলে উঠল, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারপরও তুমি তাকে খুন করলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন এই কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' (আল্লাহ্র দরবারে) হাযির হবে তখন তুমি কিভাবে কি করবে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কিন্তু তিনি বারবারই বলতে লাগলেন, ক্বিয়ামতের দিন এই কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হাযির হবে তখন তুমি কিভাবে কি করবে? মোটের উপর কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' ক্বিয়ামতের দিন যখন হাযির হবে তখন তুমি কিভাবে কি করবে'- এর উপর তিনি আর তাকে বেশী কিছু বলেননি।[১]

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِىْ سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِى نَفْسِىْ مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَقَتَلْتَهُ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ. قَالَ : أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ. فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা যখন জুহায়না গোত্রের উষ্ণ আবহাওয়ায় পৌঁছলাম তখন আমি এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করলাম। পাকড়াওয়ের সাথে সাথে সে বলল, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। কিন্তু আমি তাকে বল্লমের আঘাতে হত্যা করলাম। পরে এজন্য আমার মনে অনুশোচনা জাগল। বিষয়টি আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উত্থাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনে বললেন, সে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম, সেতো কেবল অস্ত্রের ভয়ে কালেমা বলেছিল। তিনি বললেন, তুমি তার অন্তর ফেড়ে দেখলে না কেন- সে অন্তর থেকে বলেছিল কি-না? তিনি বারবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করায় আমার মনে হচ্ছিল, হায় আমি যদি ঐ দিন মুসলমান হ'তাম'![২]

আল্লাহ্র ক্ষমতার কথা বলাও উপদেশের মাধ্যমে ভুল সংশোধনের ভেতর পড়ে। একটি উদাহরণ দেখুন। ইমাম মুসলিম আবু মাসঊদ বদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার এক ক্রীতদাসকে চাবুক পেটা করছিলাম। এ সময় আমি আমার পেছন দিক থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম- 'হে আবু মাসঊদ জেনে রাখ'। কিন্তু রাগের চোটে আমি আওয়াজটা বুঝে উঠতে পারিনি। তারপর তিনি যখন আমার কাছে এসে পড়লেন তখন দেখলাম যে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি বলেই চলছিলেন, 'হে আবু মাসঊদ জেনে রাখ! হে আবু মাসঊদ জেনে রাখ!!' তখন আমি আমার হাত থকে চাবুক ফেলে দিলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুক পড়ে গেল। তিনি বললেন, হে আবু মাসঊদ, জেনে রাখ, তুমি এই গোলামের উপর যতটা না শক্তি খাটাতে পারছ আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তার চেয়েও অনেকগুণ বেশী শক্তি খাটাতে পারেন। আমি বললাম, এরপর থেকে আমি আর কোন দাসকে মারধর করব না। বর্ণনান্তরে এসেছে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের খাতিরে তাকে মুক্ত করে দিলাম। তিনি বললেন, শোন, তুমি যদি তাকে মুক্ত করে না দিতে তাহ'লে জাহান্নামের আগুন তোমাকে ঘিরে ধরত। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! তার উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে তার তুলনায় আল্লাহ অবশ্যই তোমার উপর বেশী ক্ষমতাবান। অতঃপর তিনি তাকে মুক্ত করে দেন।[৩]

---

* *সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*

** *সিনিয়র শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *মুসলিম হা/৯৭।*

২. *মুসলিম হা/৯৬।*

৩. *ছহীহ মুসলিম হা/১৬৫৯।*

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوْكًا لِيْ فَسَمِعْتُ قَائِلاً مِنْ خَلْفِيْ يَقُوْلُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لَلّٰهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوْكًا لِى بَعْدَ ذَلِكَ-

'আমি আমার এক গোলামকে মারছিলাম। তখন আমার পেছন থেকে একজনকে বলতে শুনলাম- হে আবু মাসঊদ! জেনে রাখ, হে আবু মাসঊদ! জেনে রাখ, আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি বললেন, তার উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে তার তুলনায় অবশ্যই আল্লাহ তোমার উপর বেশী ক্ষমতাবান। আবু মাসঊদ বলেন, এ ঘটনার পর থেকে আমি কখনো আর কোন গোলামকে মারিনি'।[৪]

৬. ভুল-ভ্রান্তিকারীর উপর দয়া-মমতা প্রকাশ করা :

ভুল করার ফলে যে খুব অনুশোচনায় পোড়ে, আফসোসে কাতর হয়ে পড়ে এবং তার তওবা স্পষ্ট ধরা পড়ে তার ক্ষেত্রে এমনটা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে কোন কোন জিজ্ঞাসারীকে তিনি এরূপ অনুকম্পা করেছিলেন। যেমন :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّى قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِى فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. فَقَالَ : وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ. قَالَ رَأَيْتُ خُلْخَالَهَا فِى ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ : فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ-

'এক ব্যক্তি নিজের যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিলাম। তারপর যিহারের কাফফারা না দিয়েই তার সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন। তুমি এমন কাজ কেমন করে করলে? সে বলল, আমি চাঁদের আলোয় তার পা দেখেছিলাম (ফলে আত্মসংবরণ করতে পারিনি)। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার সম্পর্কে কোন হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত তুমি তার কাছে যেয়ো না'।[৫]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ : مَا لَكَ. قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا. قَالَ لاَ. قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ لاَ. فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ لاَ. قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ. فَقَالَ أَنَا. قَالَ : خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُوْلَ اللهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا- يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ-

'একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমার হয়েছে কি? সে বলল, ছিয়াম অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার কি কোন দাস আছে যাকে তুমি মুক্ত করে দিতে পার? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে কি তুমি দু'মাস লাগাতার ছিয়াম রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে কি ষাটজন নিঃস্ব-মিসকীনকে খেতে দিতে পারবে? সে বলল, না। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) থেমে গেলেন। আমরা ঐ অবস্থায়ই ছিলাম, এমন সময় তাঁর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর এল। তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, এই যে আমি। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে দান করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার থেকেও কি দরিদ্র লোকেদের মধ্যে? আল্লাহ্র কসম, মদীনার দুই উচ্চপ্রান্তের মাঝে এমন কোন ঘরবাড়ি নেই যে আমার পরিবার থেকেও বেশী দরিদ্র। তার কথায় নবী করীম (ছাঃ) হেসে উঠলেন যে তাঁর চোখা দাঁতগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠল। পরে তিনি তাকে বললেন, ঠিক আছে, তোমার পরিবারের লোকদেরই খেতে দাও'।[৬]

এই প্রশ্নকারী ভুলের শিকার লোকটি না তামাশা করে এসব বলেছিল, না বিষয়টা হাল্কাভাবে নিয়েছিল। বরং তার নিজেকে তিরস্কার করা এবং নিজের ভুল বুঝতে পারা তার কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সে বলছিল, 'আমি ধ্বংস হয়ে গেছি'। এজন্যই সে করুণা লাভের যোগ্য।

আহমাদের বর্ণনায় লোকটার জিজ্ঞাসার জন্য আসার মুহূর্তের অবস্থার আরো বেশী বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ وَيَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَقُوْلُ مَا أُرَانِى إِلاَّ قَدْ هَلَكْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا

৪. *তিরমিযী হা/১৯৪৮, সনদ ছহীহ।*
৫. *তিরমিযী হা/১১৯৯, সনদ হাসান।*
৬. *বুখারী ফাৎহুল বারী হা/১৯৩৬; মিশকাত হা/২০০৪।*

كَذَبْتَ فَوَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَهُوَ أَقْرَأَنِى هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِى سَمِعْتُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقُودُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِى سُورَةَ الْفُرْقَانِ. فَقَالَ : يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا. فَقَرَأَهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ يَا عُمَرُ. فَقَرَأْتُهَا الَّتِى أَقْرَأَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ-

'আমি হিশাম বিন হাকিম বিন হিযামকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরক্বান পড়তে শুনলাম। আমি মনোযোগ দিয়ে তার ক্বিরাআত (পড়া) শুনছিলাম। দেখলাম সে অনেক পদ্ধতিতে তা পড়ছে। যেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে শিখাননি। আমার দৃষ্টিতে ভুল পড়ার জন্য আমি তাকে ছালাতের মধ্যেই জাপটে ধরার উপক্রম করছিলাম। কিন্তু আমি তার সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধৈর্য ধরলাম। সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই আমি তার চাদর দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরে তাকে বললাম, তোমাকে যে সূরাটা পড়তে শুনলাম কে তোমাকে তা শিখিয়েছে? সে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই আমাকে তা শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো আমাকে তোমার পদ্ধতিতে শেখাননি। তারপর আমি তাকে টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আমি একে সূরা আল-ফুরক্বান এমন সব পদ্ধতিতে পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে পড়াননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তারপর বললেন, হিশাম, পড়তো দেখি। সে তাঁকে ঠিক সেভাবেই পড়ে শুনাল যেভাবে আমি তাকে পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা শুনে বললেন, এভাবেই এ সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর বললেন, ওমর, তুমি পড়। তিনি আমাকে যে রীতিতে পড়িয়েছিলেন আমি সেভাবেই পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এভাবেই এ সূরা নাযিল হয়েছে। আসলে এই কুরআন সাত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। অতএব তোমাদের জন্য তন্মধ্যে যা সহজ মনে হয় তাই পড়'।[৮]

এই ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

(ক) তিনি দু'জনের প্রত্যেককেই অপরের সামনে পড়তে হুকুম করার পর প্রত্যেকের পড়াই সঠিক বলে প্রত্যয়ন করায় তারা প্রত্যেকেই যে সঠিক ছিল এবং কেউ যে ভুল করেনি তা জোরালোভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

৮. *বুখারী হা/৫০৪১।*

أَهْلَكَكَ. قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً. قَالَ لاَ. قَالَ : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ لاَ. قَالَ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً. قَالَ لاَ. وَذَكَرَ الْحَاجَةَ قَالَ فَأُتِىَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِزِنْبِيلٍ وَهُوَ الْمِكْتَلُ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً أَحْسِبُهُ تَمْراً قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ الرَّجُلُ. قَالَ : أَطْعِمْ هَذَا. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ. قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ : أَطْعِمْ أَهْلَكَ-

'এক বেদুঈন তার মুখে চড়-থাপ্পড় মারতে মারতে এবং মাথার চুল উপড়াতে উপড়াতে আসছিল, আর মুখে বলছিল, আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, কিসে তোমার সর্বনাশ করল। সে বলল, আমি রামাযানে দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেছি। তিনি বললেন, তুমি কি একজন দাস মুক্ত করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি এক নাগাড়ে দু'মাস ছিয়াম রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে ষাটজন নিঃস্ব-দরিদ্রকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। সে তার অভাবের কথা উল্লেখ করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এক বস্তা মাল এল। তাতে পনের ছা' খেজুর ছিল (এক ছা' বর্তমান ওযনে আড়াই কেজি)। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে হাযির হ'লে তিনি বললেন, এগুলো খেতে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনার দুই পাথুরে উপত্যকার মাঝে আমার পরিবার থেকে অভাবী আর কেউ নেই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে দিলেন, যাতে তাঁর চোখা দাঁতগুলো পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠল। তিনি তাকে বললেন, ঠিক আছে, তোমার পরিবারের লোকদেরই খেতে দাও'।[৭]

(৭) ভুল ধরায় তাড়াহুড়ো না করা :

হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিজের বেলায় এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা তিনি তা নিজে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِى الصَّلاَةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِى سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ لَهُ

৭. *আহমাদ হা/১০৬৯৯, সনদ হাসান।*

(খ) নবী করীম (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে হিশাম (রাঃ)-এর ছেড়ে দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ 'ওমর, ওকে ছেড়ে দাও'।[৯] এ কথায় উভয় পক্ষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য সমান পরিবেশ তৈরীর নির্দেশনা মেলে। উভয়েই যাতে শান্ত মনে কথা বলতে পারে। ওমর (রাঃ) যে এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে ফেলেছেন তার ইঙ্গিতও এখানে মেলে।

(গ) শিক্ষার্থীর জানাশোনার বিপরীতে কেউ কিছু বললে তার কথা সঠিক না বেঠিক তা নিশ্চিত না হয়ে তাড়াহুড়া করা মোটেও সমীচীন নয়। অনেক সময় দেখা যায় তা কোন না কোন বিদগ্ধ বিদ্বানেরই গ্রহণযোগ্য কথা।

এই একই বিষয়ের সঙ্গে যোগ হ'তে পারে শাস্তি দানে দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়ার মত বিষয়। নিম্নের ঘটনা তার সাক্ষী।

ইমাম নাসাঈ আরবাদ বিন শুরাহবীল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِى الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِه فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِى وَضَرَبَنِى فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتَعْدِى عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاءُوا بِه فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِى فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِه فَفَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ، وَأَمَرَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَسْقٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ-

'আমি আমার চাচাদের সঙ্গে মদীনায় আসি। তারপর সেখানকার প্রাচীর ঘেরা একটা খেজুর বাগানে প্রবেশ করি। আমি খেজুরের কাঁদি থেকে কিছু খেজুর ছড়িয়ে নেই। এমন সময় বাগানের মালিক এসে আমাকে পাকড়াও করে মারধর করে এবং আমার কাপড়-চোপড় নিয়ে নেয়। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তার বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করি। তিনি লোকটিকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠান। তারা তাকে তাঁর নিকট হাযির করে। তিনি তাকে বলেন, তোমাকে এমন আচরণ করতে কিসে প্ররোচিত করল? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আমার বাগানে ঢুকে খেজুর কাঁদি থেকে খেজুর ছাড়িয়ে নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যেহেতু সে অজ্ঞ ছিল তাই তোমার উচিত ছিল তাকে শিক্ষা দেওয়া; কিন্তু তুমি তাকে শিখাওনি। সে ক্ষুধার্ত ছিল কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাওনি। তার কাপড়গুলো তাকে ফেরত দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে এক ওয়াসাক অথবা অর্ধ ওয়াসাক (খেজুর অথবা অন্য কিছু) দিতে আদেশ দিলেন'।[১০]

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ভুলে পতিত ব্যক্তি কিংবা বাড়াবাড়িকারীর কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ভুল করেছে বা বাড়াবাড়ি করেছে তা জানতে পারলে তার সঙ্গে সঠিক আচরণ করা সম্ভব হয়।

একইভাবে লক্ষণীয় যে, নবী করীম (ছাঃ) বাগান মালিককে কোন শাস্তি দেননি। কেননা সে ছিল হকদার, তবে সে ভুল করেছিল তার আচরণে ও সতর্কীকরণে। সে বিধি-বিধান যে জানে না তার সঙ্গে বিধি-বিধান জানা মানুষের ন্যায় আচরণ করেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সঠিক আচরণ শিখিয়ে দেন এবং ক্ষুধার্তের কাপড় ফিরিয়ে দিতে আদেশ দেন।

(৮) ভুলকারীর সঙ্গে শান্তশিষ্ট আচরণ :

ভুল করে কেউ কিছু করে ফেললে তার উপর কঠোর ও মারমুখী না হয়ে বরং ধীরস্থিরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে যখন তার উপর খবরদারী ও কড়াকড়ি করায় ক্ষয়ক্ষতি আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিষয়টা আমরা মসজিদের মধ্যে পেশাব করে দেওয়া এক বেদুঈনের ঘটনায় নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَهْ مَهْ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ. فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ-

'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন বদ্দু এসে মসজিদে পেশাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলতে লাগলেন, আরে থাম! থাম! করছ কি? কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন, তোমরা তাকে বাধা দিয়ো না বরং পেশাব করতে দাও। ফলে তারা তাকে ছেড়ে দিল। তার পেশাব করা শেষ হ'লে কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'এসব মসজিদ পেশাব (পায়খানা) ও ময়লা ফেলার স্থান নয়; এগুলো কেবলই আল্লাহ্র যিকির,

৯. *ছহীহ তিরমিযী ৩/১৬ দ্রষ্টব্য।*

১০. *নাসাঈ হা/৫৪০৯, সনদ ছহীহ।*

মাসিক আত-তাহরীক মে ২০১৬ ১৯তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

ছালাত আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াতের জন্য অথবা এমন কিছু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন। তারপর তিনি উপস্থিত একজনকে এক বালতি পানি আনতে বলেন এবং তা ঐ পেশাবের স্থানে ঢেলে দেন'।[১১] এখানে ভুলের প্রতিবিধানে নবী করীম (ছাঃ) অনুসৃত নীতি ছিল নম্রতা অবলম্বন ও কঠোরতা পরিহার।

ছহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِد، فَثَارَ إِلَيْه النَّاسُ لِيَقَعُوْا به فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَـــى بَوْله ذَنُوبًا مِنْ مَاء أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَـــسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ–

'জনৈক বদ্দু মসজিদে পেশাব করে দেয়, তখন লোকেরা তার উপর হামলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন, ওকে তোমরা ছেড়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমরা প্রেরিত হয়েছ নম্র আচরণ করতে, কঠোর আচরণের জন্য তোমাদের প্রেরণ করা হয়নি'।[১২]

ছাহাবীগণ তাদের মসজিদ পবিত্র রাখার ইচ্ছায় অন্যায় কাজের বাধা দানে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এতদসংক্রান্ত হাদীছের ভাষার শব্দগুলো তার সাক্ষী। যেমন فَثَارَ ‘লোকেরা তার প্রতি চিৎকার করে উঠল’ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَزَجَرَهُ النَّاسُ ‘লোকেরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল’ إِلَيْهِ النَّاسُ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّـــاسُ ‘লোকেরা তাকে গালমন্দ করতে লাগল’ ‘লোকেরা তার দিকে ধেয়ে গেল’। এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বললেন, مَهْ مَهْ ‘থাম! থাম!!’[১৩]

কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-এর নযরে ছিল কাজের শেষ পরিণতি। এখানে দু'টো সম্ভাবনার মধ্যে বিষয়টা ঘুরপাক খাচ্ছিল। (ক) হয় লোকটাকে বাধা দেওয়া হবে (খ) নয় ছাড় দেওয়া হবে। যদি বাধা দেওয়া হয় তাহ'লে হয় তাৎক্ষণিক তার পেশাব বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে লোকটি কষ্ট পাবে। নয় তার পেশাব বন্ধ হবে না, কিন্তু উপস্থিত জনতার ভয়ে সে ছুটোছুটি করবে; ফলে মসজিদের নানাস্থানে নাপাকী ছড়িয়ে পড়বে। অথবা লোকটার শরীর ও কাপড় পেশাবে একাকার হয়ে যাবে। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন লোকটাকে পেশাব করতে দেওয়ার মধ্যে তুলনামূলক কম ক্ষতি এবং কম অনিষ্ট। লোকটা যে খারাপ কাজ শুরু করেছে এবং মসজিদ অপবিত্র করে ফেলছে পবিত্র করার মাধ্যমে তার প্রতিবিধান করা সম্ভব। এজন্যই তিনি তাঁর ছাহাবীদের বলছিলেন, তাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তাকে বাধা দিও না। তিনি আসলে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত যুক্তির ভিত্তিতে তাদেরকে থামতে হুকুম দিয়েছিলেন। তা হ'ল দু'টি অনিষ্টের গুরুটাকে পরিহার করে লঘুটা গ্রহণ এবং দু'টি সুবিধার বড়টাকে গ্রহণ করে ছোটটা পরিহার।

এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) লোকটাকে এমন কাজ করার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে তা জিজ্ঞেস করেছিলেন। ত্বাবারাণী আল-কাবীর গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَبَايَعَهُ فِي الْمَسْجِد، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَامَ فَفَحَّجَ، ثُمَّ بَالَ فَهَمَّ النَّاسُ بِه فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لاَ تَقْطَعُوا عَلَى الرَّجُلِ بَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ : أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟ قَالَ : بَلَى، قَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ بُلْتَ فِي مَسْجِدنَا؟ قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا ظَنَنْتُهُ إِلاَّ صَعِيدًا مِنَ الصُّعُدَاتِ، فَبُلْتُ فِيه، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِه–

'জনৈক বদ্দু নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এল। তিনি মসজিদের মধ্যে তাকে বায়'আত করলেন। তারপর লোকটা একটু দূরে সরে গেল এবং দু' ঠ্যাং ছড়িয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পেশাব করে দিল। লোকেরা তার উপর তেড়ে এল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা লোকটার পেশাব করায় বাধা দিয়ো না। পেশাব ফেরা হয়ে গেলে লোকটাকে তিনি বললেন, তুমি কি মুসলিম নও? সে বলল, কেন নয়? (অবশ্যই)। তিনি বললেন, তাহ'লে কেন আমাদের মসজিদে পেশাব করে দিলে? সে বলল, যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি একে আর পাঁচটা ভূমির মত সাধারণ ভূমি মনে করে পেশাব করেছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) এক বালতি পানি আনতে হুকুম দিলেন এবং তার পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন'।[১৪]

সংশোধনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ ঐ বদ্দুর মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ইবনু মাজাহ্‌র একটি বর্ণনা থেকে তা বুঝা যায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ أَعْرَابِىٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلِمُحَمَّدٍ وَلاَ تَغْفِرْ لأَحَد مَعَنَا. فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَقَد احْتَظَرْتَ وَاسِعًا. ثُمَّ وَلَّى حَتَّى إِذَا كَانَ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ.

১১. *মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২।*
১২. *বুখারী হা/২২০, ৬১২৮; ফাৎহুল বারী হা/৬১২৮।*
১৩. *জামেউল উছূল ৭/৮৩-৮৭।*
১৪. *ত্বাবারানী আল-কাবীর হা/১১৫৫২, ১১/২২০। হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বলেছেন, এটির বর্ণনাকারীগণ ছহীহের বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত ২/১০; (মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/২৫৫৭, সনদ জাইয়িদ।*

فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فَقَامَ إِلَىَّ بِأَبِى وَأُمِّى. فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ. فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لاَ يُبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بُنِىَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلاَةِ. ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنَ مَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ–

'এক বদ্দু মসজিদে এসে ঢুকল। নবী করীম (ছাঃ) তখন মসজিদে বসা ছিলেন। সে বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও মুহাম্মাদকে ক্ষমা কর। আমাদের সাথে আর কাউকে ক্ষমা কর না। তার কথায় নবী করীম (ছাঃ) হেসে ফেললেন এবং বললেন, তুমি একটি ব্যাপক বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে। কিছুক্ষণ পর লোকটা ফিরে চলল, যখন সে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে পৌঁছল তখন দু'পা ফাঁক করে পেশাব করতে বসল। বিষয়টি যে ভুল হয়েছে তা জানার পর বদ্দু তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলল, আমার পিতা-মাতা রাসূলের জন্য উৎসর্গ হোক, তিনি এজন্য না আমাকে তিরস্কার করলেন, না গালাগালি করলেন। শুধু এতটুকু বললেন যে, মসজিদ তো কেবল বানানো হয়েছে আল্লাহ্র যিকির এবং ছালাত আদায়ের জন্য। এখানে পেশাব করার কোন সুযোগ নেই। তারপর তিনি এক বালতি পানি আনতে হুকুম দিলেন এবং তার পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন'।[১৫]

বদ্দুর এই হাদীছটির ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার বেশ কয়টি উপকারী দিক তুলে ধরেছেন। যথা-

(ক) অজ্ঞ লোকের সঙ্গে নম্র-ভদ্র আচরণ করতে হবে, কোন রাগ না করে তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। কেননা সে তো গোঁয়ার্তুমি করে এসব করেনি। বিশেষ করে যদি সে এমন শ্রেণীর হয় যার মনস্তুষ্টি বিধান করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) এ হাদীছে নবী করীম (ছাঃ)-এর স্নেহশীলতা এবং সদাচারের পরিচয় মেলে।

(গ) নাপাক জিনিস থেকে পবিত্র থাকার মানসিকতা ছাহাবীদের অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল। ফলে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি না নিয়েই তারা নিষেধ করতে দ্রুত এগিয়ে এসেছিলেন। একই সাথে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধও তাদের মনে ভালমত জায়গা করে নিয়েছিল।

(ঘ) পেশাবের বাধা দূর হওয়ার পর ছাহাবীগণ পেশাবের মত অপবিত্রতা দূর করতে দ্রুত এগিয়ে এসেছিলেন। তারা আদেশ পাওয়া মাত্রই পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।[১৬]

[চলবে]

১৫. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪২৮।*

১৬. *ফাৎহুল বারী ১/২২৪-২২৫।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত ডিভিডি
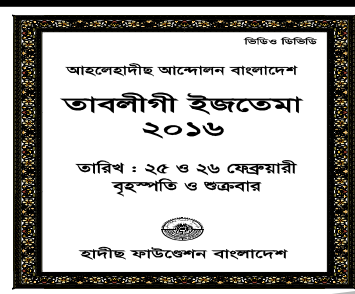

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫
ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

Contents

ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত

*আহমাদুল্লাহ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(খ) মাওকূফ বর্ণনাসমূহ :

দলীল-১ : ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) লিখেছেন,

رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد فِيْ كِتَاب الطُّهُور عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيٍّ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِم بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ قَالَ: مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِه وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة

'আবু ওবায়দাহ এটি 'কিতাবুত তুহূরে' বর্ণনা করেন আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী হ'তে, তিনি মাসঊদী হ'তে, তিনি কাসেম বিন আব্দুর রহমান হ'তে, তিনি মূসা বিন ত্বালহা হ'তে। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি মাথার সাথে গর্দান মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে বেড়ী পরানো হ'তে মুক্ত রাখা হবে'।[১]

তাহক্বীক্ব : এটি মুরসাল রেওয়ায়াত, যা যঈফ এবং দলীলের অনুপযুক্ত নিম্নোক্ত কারণে।

(১) ইবনে হাজার (রহঃ) নিজেই একে মুরসাল বলেছেন।[২]

(২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেছেন, وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا، وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ 'আমাদের মৌলিক কথা এবং হাদীছ বিশারদগণের উক্তি হ'ল, মুরসাল বর্ণনা দলীল নয়'।[৩]

(৩) ইমাম তিরমিযী বলেছেন, والْحَدِيث إِذا كَانَ مُرْسلا فَإِنَّهُ لَا يَصح عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث قد ضعفه غير وَاحد مِنْهُم 'আর হাদীছ যখন মুরসাল হবে তখন অধিকাংশ মুহাদ্দিছের মতে তা (তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা) শুদ্ধ হবে না। নিশ্চয়ই মুরসাল বর্ণনাকে একাধিক মুহাদ্দিছ যঈফ বলেছেন'।[৪]

(৪) হাফেয ইরাক্বী লিখেছেন,

وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّاد... لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الإِسْنَاد

'জমহূর মুহাদ্দিছগণ একে (মুরসাল বর্ণনাকে) বাতিল বলেছেন।... সনদের মধ্যে রাবীর পতিত হওয়ার বিষয়টি অজ্ঞাত থাকার কারণে।[৫] অর্থাৎ মুরসাল বর্ণনাতে কোন্ রাবী বাদ পড়ে গিয়েছেন তা অজানা থাকার কারণে একে যঈফ হিসাবে গণ্য করা হয়।

(৫) যয়নুদ্দীন আল-ইরাক্বী বলেন, وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر 'মুরসাল বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করার বিষয়টি বর্জিত হওয়া এবং তার যঈফ হওয়ার হুকুম সম্পর্কে আমরা যা উল্লেখ করেছি, এ ব্যাপারে জমহূর হাদীছের হাফেয এবং নাক্কাদুল আছারগণ (হাদীছের সমালোচক মুহাদ্দিছগণ) স্বীকৃতি দিয়েছেন'।[৬]

(৬) ইমাম নববী (রহঃ) লিখেছেন, ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالشَّافِعِيِّ وَكَثِيْرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ 'অতঃপর মুরসাল হাদীছ অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, শাফেঈ, অধিকাংশ ফক্বীহ ও আছহাবুল উছূলদের নিকটে যঈফ'।[৭]

(৭) ইমাম আবূদাঊদ লিখেছেন, فَإِذا لم يكن مُسْنَد غير الْمَرَاسِيل وَلم يُوجد الْمسند فالمرسل يحْتَج بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مثل الْمُتَّصِل فِي الْقُوَّة 'আর যখন মুরসাল ব্যতীত কোন মুসনাদ বর্ণনা থাকবে না এবং কোন মুসনাদ পাওয়া না যায় তখন মুরসাল দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে। আর এটি মুত্তাছিল-এর ন্যায় শক্তিশালী নয়।[৮]

'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, وَأما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالك بن أنس وَالْأَوْزَاعِيّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فَتكلم فِيهَا অর্থাৎ মুরসাল হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন পূর্বেকার আলেমগণ। যেমন, সুফিয়ান ছাওরী, মালেক ও আওযাঈ। অবশেষে শাফেঈ এসে এতে আপত্তি করেছেন *(পৃঃ ৪১৬)*। এখানে ইমাম আবূদাঊদের উক্তির বাকী অংশ উল্লেখ করা হয়নি। তিনি বলেছেন, وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره رضوَان الله عَلَيْهِم 'আর তাকে আহমাদ বিন হাম্বল এবং অন্যরা অনুসরণ করেছেন'।[৯] সবশেষে ইমাম আবূদাঊদ বলেছেন, فَإِذا لم يكن مُسْنَد غير الْمَرَاسِيل وَلم يُوجد الْمسند فالمرسل يحْتَج بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مثل الْمُتَّصِل فِي الْقُوَّة 'আর যখন মুরসাল ব্যতীত কোন মুসনাদ বর্ণনা না থাকে এবং কোন মুসনাদ পাওয়া না যায় তখন মুরসাল দ্বারা দলীল

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. ক্বাসেম বিন সাল্লাম, আত-তুহূর হা/৩৬৮; আত-তালখীছুল হাবীর হা/৯৭; নবীজির নামায, সম্পাদনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব, (ঢাকা : মুমতায লাইব্রেরী), পৃঃ ১১৪-১১৫।
২. তালখীছ হা/৯৭।
৩. মুক্বাদ্দামা মুসলিম ১/২৯।
৪. আল-ইলালুছ ছগীর, পৃঃ ৭৫৩।
৫. ফাৎহুল মুগীছ, ক্রমিক নং ১২৩।
৬. আত-তাক্বঈদু ওয়াল ঈযাহ, পৃঃ ৭৩।
৭. তাদরীবুর রাবী শরহে তাক্বরীবুন নববী ১/২২২।
৮. রিসালাতু আবী দাঊদ ইলা আহলি মাক্কাহ, পৃঃ ৩৫।
৯. রিসালাতু আবী দাঊদ ইলা মাক্কাহ, পৃঃ ৩৪।

পেশ করা যাবে। আর এটি মুত্তাছিল-এর ন্যায় শক্তিশালী নয়।[১০] অর্থাৎ ইমাম আবূদাঊদ শর্ত সাপেক্ষে মুরসাল বর্ণনা গ্রহণ করার কথা বলেছেন। নিঃশর্তভাবে মুরসাল রেওয়ায়াত গ্রহণ করার কোন ভিত্তি নেই। আর ছাহাবীগণও নিরীক্ষা করে হাদীছ গ্রহণ করতেন। এমনকি এক ছাহাবী আরেক ছাহাবীর কথাকেও যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতেন।

তাক্বলীদপন্থীদের দাবী অনুসারে চার মাযহাবই সঠিক। সুতরাং যদি ইমাম শাফেঈ বা ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য হ'তে কোন একজন ইমাম মুরসাল রেওয়ায়াতকে গ্রহণ করা বেঠিক মনে করেন তবে তা তাক্বলীদপন্থীদের নিকটে সঠিক অভিমত হিসাবে গণ্য হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

মুরসাল রেওয়ায়াত সম্পর্কে বাংলাভাষী হকপিয়াসু ভাই-বোনদের অত্যন্ত প্রিয় মাসিক পত্রিকা 'আত-তাহরীক' প্রদত্ত ফৎওয়া নিম্নরূপ-

যে হাদীছ কোন তাবেঈ মধ্যবর্তী রাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তাকে 'মুরসাল' হাদীছ বলে। 'মুরসাল' হাদীছ যঈফ হাদীছের শ্রেণীভূক্ত। এ জন্য জমহূর মুহাদ্দিছীনের নিকটে মুরসাল হাদীছ সাধারণভাবে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।[১১]

তবে শর্তসাপেক্ষে 'মুরসাল' হাদীছ গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে। যেমন ইমাম শাফেঈ সহ অপরাপর ইমামগণ উল্লেখ করেছেন– ১. রাবী উঁচু স্তরের তাবেঈ হওয়া। ২. রাবী যে রাবীর কাছ থেকে 'ইরসাল'টি করেছেন তাঁকে 'ছিক্বাহ' বা বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করা। ৩. বিশ্বস্ত অন্য কোন রাবী'র বিরোধিতা না থাকা এবং ৪. নিম্নোক্ত চারটি শর্তের যে কোন একটি থাকা– যেমন (ক) অন্য কোন মুসনাদ সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (খ) অপর কোন মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (গ) ছাহাবীর কওল দ্বারা সমর্থিত হওয়া। অথবা (ঘ) অধিকাংশ বিদ্বানের মতামতের অনুকূলে হওয়া। এ সকল শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে।[১২]

মোটকথা, মুরসাল রেওয়ায়াত শর্তহীনভাবে দলীলযোগ্য নয়। কেননা এতে রাবী মাজহূল থেকে যান এবং এর সনদে রাবীর বিচ্ছিন্নতা রয়ে যায়। যদি মুরসাল বর্ণনার পক্ষে গ্রহণযোগ্য শাহেদ বা মুতাবা'আত বিদ্যমান থাকে তাহ'লে তা দলীলের যোগ্য হ'তে পারে।

উক্ত বর্ণনার রাবী 'মাসঊদী' সম্পর্কে বিদ্বানগণের বক্তব্য নিম্নরূপ-

(১) ইবনে সা'দ বলেছেন,

المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، مات ببغداد، وكان ثقة كثير الحديث إلا أنه اختلط في آخر عمره–

'মাস'ঊদীর নাম হ'ল আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ। তিনি বাগদাদে মারা যান। তিনি ছিক্বাহ ও অত্যধিক হাদীছ বর্ণনাকরী ছিলেন। তবে শেষ বয়সে ইখতিলাত্বের শিকার হয়েছিলেন'।[১৩] ইমাম ইজলী বলেছেন, إلا أنه تغير بآخرة 'তবে শেষ জীবনে তার স্মৃতিশক্তি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল'।[১৪]

(২) ইবনুল জাওযী মাসঊদী সম্পর্কে লিখেছেন, قَالَ الْعقيلِيّ تغير في آخر عمره في حَدِيثه اضْطِرَاب 'উক্বায়লী বলেছেন, তার শেষ জীবনে স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তার হাদীছে অসংগতি রয়েছে'।[১৫]

(৩) হাফেয যাহাবী উল্লেখ করেছেন, قَالَ ابْن نمير ثِقَة اخْتَلَط بِآخرِهِ وَقَالَ ابْن حبَان كَانَ صَدُوقًا إِلَّا أَنه اخْتَلَط فِي آخر عمره– 'ইবনে নুমায়ের বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ। তার শেষ জীবনে ইখতিলাত্ব হয়েছিল এবং ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন। তবে তার শেষ বয়সে তিনি ইখতিলাত্বে পতিত হয়েছিলেন'।[১৬]

(৪) হাফেয আলাঈ[১৭] ও হাফেয বুরহানুদ্দীন তাকে 'মুখতালিত্বীনদের' মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[১৮]

(৫) আছ-ছিফাদী উল্লেখ করেছেন, قَالَ أَبُو حَاتِم تغير قبل مَوته بِيَسِيْر سنة أَو سنتَيْن وَكَانَ أعلم أهل زَمَانه بِحَدِيث ابْن مَسْعُود 'আবূ হাতিম বলেছেন, তার মরণের এক বা দু'বছর আগে স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার যামানায় ইবনে মাসঊদ হ'তে হাদীছ বর্ণনায় সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন'।[১৯]

মোদ্দাকথা, তিনি আস্থাভাজন রাবী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে গিয়েছিল। ফলে তিনি যঈফ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

দলীল-২:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ. هَذَا مَوْقُوْفٌ وَالْمُسْنَدُ فِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ–

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি যখন তার মাথা মাসাহ করতেন তখন তার 'ক্বাফা'-কেও মাথা সহ মাসাহ করতেন। এটি মাওকূফ। আর মুসনাদ বর্ণনাটির সনদে দুর্বলতা আছে।

১০. *রিসালাতু আবী দাঊদ ইলা আহলি মাক্কাহ, পৃঃ ৩৫।*
১১. *তাদরীবুর রাবী ১/১৯৮।*
১২. *আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৬/২০৬, তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ পৃঃ ৬০; মাসিক আত-তাহরীক, পৃঃ ৮০, এপ্রিল ২০১৫ইং।*
১৩. *আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, রাবী নং ২৬২০; খত্বীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ ১০/২২০।*
১৪. *আছ-ছিক্বাত, রাবী নং ৯৬২।*
১৫. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, রাবী নং ১৮৮১।*
১৬. *আল-মুগনী ফিয যু'আফা, রাবী নং ৩৫৯০, সনদবিহীন।*
১৭. *আল-মুখতালিত্বীন, রাবী নং ২৮।*
১৮. *আল-ইগতিবাত্ব, রাবী নং ৬২।*
১৯. *আল-ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত ৪/৭৬।*

আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।[২০]

পর্যালোচনা : এটি অত্যন্ত যঈফ। কারণ এতে আবূ ইসরাঈল নামক রাবী রয়েছেন, যিনি অত্যন্ত দুর্বল। তার সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তিসমূহ নিম্নরূপ-

(১) শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, إسماعيل بن خليفة هو أبو إسرائيل الملائي واه– 'ইসমাঈল বিন খলীফা হ'লেন আবূ ইসরাঈল আল-মুলাঈ যিনি অত্যন্ত দুর্বল।[২১] তিনি আরো বলেন, أبو إسرائيل الملائي، أحد الضعفاء، ضعفوه، وقد كان شيعيا بغيضا من الغلاة الذين يكفرون عثمان رضي الله عنه– 'মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন। নিশ্চয়ই তিনি চরমপন্থী শী'আদের অন্যতম ছিলেন। যারা ওছমান (রাঃ)-কে কাফের বলতেন'।[২২] অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেন, 'ইসরাঈল অন্যতম যঈফ রাবী'।[২৩]

(২) ইবনুত তুরকুমানী হানাফী[২৪], ইমাম দারাকুৎনী[২৫], ইবনুল জাওযী[২৬], ইবনে শাহীন[২৭], জালালুদ্দীন সয়ূতী[২৮] প্রমুখ বলেন, আবূ ইসরাঈল যঈফ রাবী।

(৩) ইমাম উক্বায়লী বলেছেন, إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ فِي حَدِيثِه وَهْمٌ وَاضْطِرَابٌ، 'ইসমাঈল বিন আবী ইসহাক্ব আবূ ইসরাঈল আল-মুলাঈ- তার হাদীছে ভুল এবং অসংগতি আছে'।[২৯]

(৪) মুহাম্মাদ ইবনু তাহের মাকদেসী বলেন, والملائي مَتْرُوك الحَدِيث 'আর মুলাঈ হ'লেন মাতরূকুল হাদীছ'।[৩০] অর্থাৎ তার হাদীছ প্রত্যাখ্যাত। অন্যত্র আছে, وَأَبُو إِسْرَائِيل هَذَا كَذَّاب مَتْرُوك الحَدِيث، 'এই আবূ ইসরাঈল একজন মিথ্যুক, মাতরূকুল হাদীছ'।[৩১]

(৫) আবুল হাসান আলী আল-কেনানী বলেন, كَانَ رَافضيًّا تَركه ابْن مهْدي، وَقَالَ ابْن حبَان مُنكر الحَدِيث واتهمه الْعقيليّ بِحَدِيث ছিলেন। ইবনে মাহদী তাকে বর্জন করেছেন এবং ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি মুনকারুল হাদীছ। উক্বায়লী একটি হাদীছের ব্যাপারে তার উপর হাদীছ জালকরণের অভিযোগ আরোপ করেছেন'।[৩২]

(৬) ইমাম বুখারী (রহঃ) লিখেছেন, تَركه بن مهْدي وَقَالَ كَانَ يشْتم عُثْمَان وَضَعفه أَبُو الْوَلِيد 'ইবনে মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। তিনি ওছমান (রাঃ)-কে গালি দিতেন'।[৩৩] ইমাম ইবনে হিব্বানও অনুরূপ বলেছেন।[৩৪]

(৭) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) লিখেছেন, إِسْمَاعِيل بن أبي إِسْحَاق الْمَلَائِي أَبُو إِسْرَائِيل لَيْسَ بثقَة আল-মুলাঈ আবূ ইসরাঈল ছিক্বাহ ছিলেন না'।[৩৫]

(৮) ইমাম দারা-কুৎনী তাকে যঈফ এবং প্রত্যাখ্যাত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

(৯) নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন, وأبو إسرائيل واسمه إسماعيل بن خليفة ضعيف لسوء حفظه 'আবূ ইসরাঈল... যঈফ। তার মন্দ স্মৃতিশক্তির জন্য'।[৩৭]

(১০) যুবায়ের আলী যাঈ বলেছেন, ابو اسرائيل الملائي اسمعيل بن خليفة ضعيف، ضعفه الجمهور من جهة حفظه– 'আবূ ইসরাঈল ... যঈফ তার হিফযের কারণে জমহূর মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন'।[৩৮]

ঘাড় মাসাহ সম্পর্কে ইমামদের ফৎওয়াসমূহ :

(১) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কারো থেকে ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার ব্যাপারে কোন ছহীহ বর্ণনা আছে কি? উত্তরে তিনি বলেন,

لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى عُنُقِه فِي الْوُضُوءِ بَلْ وَلَا رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ بَلْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي فِيهَا صِفَةُ وَضُوْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ عَلَى عُنُقِه؛ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِبَّ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَالِك وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمْ وَمَنْ اسْتَحَبَّهُ فَاعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى أَثَرٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْ حَدِيثٍ يَضْعُفُ نَقْلُهُ: {أَنَّهُ مَسَحَ

---

২০. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৭৯।*
২১. *মীযানুল ই'তিদাল, রাবী নং ৮৬৮।*
২২. *মীযানুল ই'তিদাল রাবী নং ৮৪৯।*
২৩. *ঐ, রাবী নং ৯৯৫৭; আল-মুগনী ফিয-যু'আফাহ, রাবী নং ৭২৯৯।*
২৪. *আল-জাওহারুন নাক্বী ৪/৩৪০।*
২৫. ইলালুদ দারাকুৎনী, *ক্রমিক নং ১০৪৩।*
২৬. *আল-মাওযূ'আত ৩/১২৯।*
২৭. *তারীখুয যু'আফাহ ওয়াল কাযযাবীন, রাবী নং ৪১।*
২৮. *আল-লাআলী আল-মাছনূ'আহ ২/১৬৩।*
২৯. *আয-যু'আফাহ, ক্রমিক নং ৮০।*
৩০. *যাখীরাতুল হুফ্ফায, ক্রমিক নং ৩৫৮।*
৩১. *ক্রমিক নং ৫৯২৬।*
৩২. *তানযীহুশ শরী'আহ, ক্রমিক নং ২৮২।*
৩৩. *আত-তারীখুল আওসাত্ব, রাবী নং ২১২৬।*
৩৪. *আল-মাজরূহীন, রাবী নং ৪১।*
৩৫. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, রাবী নং ৪৩।*
৩৬. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, রাবী নং ৭৩।*
৩৭. *যঈফা হা/৪৭৩৫।*
৩৮. *আনওয়ারুছ ছহীফাহ, যঈফ তিরমিযী হা/১৯৮।*

رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ} وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ عُمْدَةً وَلَا يُعَارِضُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ وَمَنْ تَرَكَ مَسْحَ الْعُنُقِ فَوُضُوءُهُ صَحِيحٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَاللهُ أَعْلَمُ-

'নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি ওযূতে ঘাড় মাসাহ করেছেন। বরং তাঁর থেকে এ বিষয়ে একটি ছহীহ হাদীছও বর্ণিত হয়নি। এমনকি যে সকল ছহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওযূর পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, সেখানেও তাঁর ঘাড় মাসাহ উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণেই জমহূর বিদ্বানগণ একে মুস্তাহাব মনে করেননি। যেমন মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ তাঁদের প্রকাশ্য অভিমতে। আর যারা একে মুস্তাহাব করেছেন, তারা একটি আছারের উপরে নির্ভর করেছেন। যা আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। কিংবা কোন হাদীছের উপরে, যেটির বর্ণনাকে দুর্বল বলা হয়- 'নিশ্চয়ই তিনি তার মাথাকে মাসাহ করতেন ক্বাযাল পর্যন্ত'। এর অনুরূপ যার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত নয় এবং এর বিরুদ্ধে যেগুলি হাদীছ নির্দেশনা করে সেগুলির সাথে সাংঘর্ষিকও নয়। যে ঘাড় মাসাহকে বর্জন করবে, আলেমদের ঐক্যমতে তার ওযূ বিশুদ্ধ হবে। আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।[৩৯]

(২) শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 'ঘাড় মাসাহ করা শরী'আত সম্মত নয়। আর মাসাহ স্রেফ মাথা এবং দু'কানের জন্যই হবে। যেমনভাবে এ ব্যাপারে কিতাব এবং সুন্নাতে প্রমাণিত'।[৪০]

(৩) 'ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ'-তে বলা হয়েছে, لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء. فلا يشرع مسحها 'ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাত হিসাবে না কুরআনে প্রমাণিত হয়েছে আর না হাদীছে নববীতে। অতএব ঘাড় মাসাহ করা শরী'আত সম্মত নয়'।[৪১]

(৪) শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, ছহীহ এবং হাসান হাদীছ সমূহে মাথা এবং কান মাসাহের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ঘাড় মাসাহর কথা উল্লেখ নেই।[৪২]

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা বিদ'আত, যা বহুল প্রচলিত। যারা এই বিদ'আতে লিপ্ত, তাদেরকে ফিরে আসতে হবে সুন্নাতের দিকে। আল্লাহ আমাদেরকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপরে অটল থাকার তওফীক্ব দিন-আমীন!

৩৯. *মাজমূ' ফাতাওয়া* ২১/১২৭, ১২৮।
৪০. *ঐ*, ১০/১০২।
৪১. *ঐ*, ৫/২৫৪, *ফৎওয়া নং* ৯২৩৩।
৪২. *হাদিয়াতুল মুসলিমীন, পৃঃ* ১৫।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

MEATLOAF
Fast Food, Kabab & Ice-Cream Parler
এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কেক, বিরিয়ানী, কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহেরী, হালিম অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।
সকলের শুভ কামনায় MEATLOAF
প্রধান শাখাঃ সাহেব বাজার (জিরো পয়েন্ট), রাজশাহী-৬১০০। ফোনঃ ৭৭৩২৮৭।

আমানত

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

(শেষ কিস্তি)

আমানত আদায়ের আরো কিছু নমুনা :

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ওহোদের দিন তার পিতা ছয় মেয়ে ও কিছু ঋণ তার উপর রেখে শাহাদত বরণ করেন। (তিনি বলেন,) এরপর যখন খেজুর কাটার সময় এল তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি জানেন যে, আমার পিতা ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিশাল ঋণভার রেখে গেছেন। এখন আমি চাই ঋণদাতাগণ আপনাকে দেখুক। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং বাগানের এক কোণে সব খেজুর কেটে জমা কর। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি তাই করলাম। এরপর নবী করীম (ছাঃ)-কে ডেকে আনলাম। যখন তারা নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখলেন, তখন তারা আমার উপর আরো রাগান্বিত হ'লেন। নবী করীম (ছাঃ) তাদের আচরণ দেখে বাগানের বড় স্তূপটির চারপাশে তিনবার ঘুরে এসে এর উপর বসে বললেন, তোমার ঋণদাতাদেরকে ডাক। তিনি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার আমানত (ঋণ) আদায় করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর নিয়ে আমি আমার বোনদের নিকট যেতে না পারলেও আল্লাহ তা'আলা যেন আমার পিতার আমানত আদায় করে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা খেজুরের সবক'টি স্তূপই অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, নবী করীম (ছাঃ) যে গাদায় উপবিষ্ট ছিলেন তার থেকে যেন একটি খেজুরও কমেনি।[১]

যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদদের কারণে আবুবকর (রাঃ) আমার নিকটে লোক পাঠালেন তখন তাঁর কাছে ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) বললেন, ওমর (রাঃ) আমার কাছে এসে বলেছেন যে, কুরআনের বহু হাফেয ইমামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এজন্য আমার ভয় হচ্ছে যে, আরো অনেক জায়গায় যদি কুরআনের হাফেযগণ এমন ব্যাপক হারে শহীদ হন, তাহ'লে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের আদেশ দিন। আমি বললাম, কী করে আমি এমন কাজ করব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেননি? ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটা উত্তম কাজ। ওমর (রাঃ) আমাকে এ বিষয়ে বারবার বলছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর খুলে দিলেন। যে বিষয়ে তিনি ওমর (রাঃ)-এর অন্তর খুলে দিয়েছিলেন এবং আমিও এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করলাম, যা ওমর (রাঃ) পোষণ করেছিলেন। যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, এরপর আবুবকর (রাঃ) বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অহী লিখতে। কাজেই তুমি কুরআন খোঁজ কর এবং তা একত্রিত কর। যায়েদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! কুরআন খোঁজ করে একত্রিত করার নির্দেশ না দিয়ে যদি আমাকে পাহাড়গুলোর একটিকে স্থানান্তর করার দায়িত্ব অর্পণ করা হ'ত, তাও আমার জন্য ভারী মনে হ'ত না। আমি বললাম, কী করে আপনারা দু'জন এমন একটি কাজ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেননি। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এটি একটি উত্তম কাজ। আমি আমার কথা বার বার বলতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর খুলে দিলেন, যে বিষয়ে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর অন্তর খুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা দু'জন যা ভাল মনে করলেন আমিও তা ভাল মনে করলাম। কাজেই আমি কুরআন খোঁজ করতে শুরু করলাম খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়ার টুকরা, সাদা পাথর ও মানুষের অন্তর থেকে আমি কুরআন জমা করলাম।

সূরা তওবার শেষ অংশ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ 'তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন'... *(তওবাহ ৯/১২৮)* থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এ অংশটুকু খুযাইমাহ কিংবা আবু খুযাইমাহ্র কাছে পেলাম। আমি তা সূরার সঙ্গে জুড়ে দিলাম। কুরআনের এ সংকলিত ছহীফাগুলো আবুবকরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ওফাত দিলেন। পরে ওমরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ওফাত দিলেন, তারপর হাফছাহ বিনতে ওমর (রাঃ)-এর কাছে ছিল।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমানতের দৃষ্টান্ত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মানব জাতির মাঝে সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল এবং নীতিবান। ন্যায়-ইনছাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মাঝে পক্ষপাতের লেশমাত্র বিদ্যমান ছিল না। তেমনিভাবে ঋণ পরিশোধ ও আমানতদারীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বদা সচেতন এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব। নিম্নে তাঁর আমানতদারীতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ'ল।-

১। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলেতে করে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত মাটি পরিস্কার করা হয়নি। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চার জনের মাঝে স্বর্ণখণ্ডটি বণ্টন করে দিলেন। তারা হ'লেন, 'উয়াইনাহ ইবনু বাদর, আকরা ইবনু হাবিস, যায়েদ আল-খায়ল এবং চতুর্থ জন আলকামাহ কিংবা

* রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. *বুখারী হা/৪০৫৩, ফাৎহুল বারী হা/৫/২৭৮১।*

২. *বুখারী হা/৭১৯১, যারা নিখে দেয় তারা হবে বিশ্বস্ত বা আমানতদার ও বুদ্ধিমান অধ্যায়। আহকাম পর্ব।*

'আমির ইবনু তুফায়ল (রাঃ)। তখন ছাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এটা পাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের থেকে আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। রাবী বলেন, কথাটি নবী করীম (ছাঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তিনি বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না? অথচ আমি আসমানের অধিবাসীদের আস্থাভাজন (আমানতদার), সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে। রাবী বলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপাল বিশিষ্ট, দাড়ি অতি ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরণের লুঙ্গী উপরে উত্থিত। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি অধিক হকদার নই? রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, লোকটি চলে গেলে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, হ'তে পারে সে ছালাত আদায় করে।

খালিদ (রাঃ) বললেন, অনেক ছালাত আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমাকে মানুষের অন্তর ছিদ্র করে, পেট ফেড়ে দেখার জন্য বলা হয়নি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহ্র বাণী তাদের গলদেশের নীচে নামবে না। তারা দ্বীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে লক্ষ্যবস্তুর দেহ ভেদ করে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে পাই তাহ'লে অবশ্যই আমি তাদেরকে ছামূদ জাতির মতো হত্যা করব'।[৩]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيْظَانِ فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلاَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلاَنِ الْيَهُودِىِّ. فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِى أَوْ بِدَرَاهِمِى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّى مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ–

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরণের দু'টি মোটা কিতরী কাপড় ছিল। যখন তিনি বসতেন তখন তাঁর দেহের ঘামে কাপড় দু'টি ভিজে ভারী হয়ে যেত। একবার কোন ইহূদীর সিরিয়া হ'তে কাপড়ের চালান এলে আমি বললাম, আপনি যদি তার নিকট হ'তে সুবিধামত সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে লোক পাঠিয়ে এক জোড়া কাপড় কিনে নিতেন! তিনি তার নিকট লোক পাঠালেন। ইহূদী বলল, আমি জানি সে (মুহাম্মাদ) কি করতে চায়। সে আমার মাল অথবা নগদ অর্থ হস্তগত করার পরিকল্পনা করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার ভাল করেই জানা আছে যে, আমি তাদের মধ্যে বেশী আল্লাহভীরু এবং সবচেয়ে বেশী আমানতদার'।[৪]

আমানতের গুরুত্ব :

রাসূল (ছাঃ) নবুঅত লাভের পূর্ব থেকেই 'আল-আমীন' অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও আমানতদার হিসাবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সে সময় তার সমাজ ব্যবস্থায় অন্যান্য মানুষের মাঝে এই উত্তম গুণটি বিদ্যমান ছিল না। যার ফলে তাদের সমাজ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে নিরাপত্তাহীন হয়ে ওঠে।

মানুষ যত দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে এবং আমানতের খেয়ানত করবে বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় তত বেশী অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসবে। আর এজন্যই ইসলাম আমানতের প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছে। কেবল দুনিয়ায় বিপর্যয় নয়, এর জন্য রয়েছে আখেরাতে মর্মান্তিক শাস্তি। আর আমানত রক্ষার বিনিময়ে রয়েছে সম্মান ও চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল এবং নিজেদের ছালাতে যত্নবান তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে' *(মা'আরিজ ৭০/১৯-৩৫)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا–

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাকে কোন দায়িত্বে নিয়োগ করবেন না? তখন তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, হে আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ। আর এটা হচ্ছে এক (বিরাট) আমানত। আর এ নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ক্বিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণ হবে। অবশ্য যে হক সহকারে এটাকে গ্রহণ করে এবং এ দায়িত্ব গ্রহণের ফলে তার উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তার কথা আলাদা'।[৫]

হুযায়ফা ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা (হাশরের দিন) সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন

৩. *বুখারী হা/৪৩৫১; মুসলিম হা/১০৬৪।*

৪. *ছহীহ আত-তিরমিযী, হা/১২১৩।*
৫. *মুসলিম হা/১৮২৫; মিশকাত হা/৩৬৮২।*

ঈমানদার লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। এমন সময় জান্নাত তাদের নিকট আনা হবে। তারা আদম (আঃ)-এর নিকট এসে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাত খুলে দিন। তিনি বলবেন, তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছে। আমি এর যোগ্য নই, তোমরা আমার ছেলে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র নিকটে যাও। তিনি বলেন, তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট যাবে। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। আমি তো শুধু বিনয়ী দূরবর্তী খলীল ছিলাম। তোমরা বরং মূসা (আঃ)-এর নিকট যাও। আল্লাহ তা'আলা যার সাথে কথোপকথন করেছেন। তারা মূসা (আঃ)-এর নিকটে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা আল্লাহ্র কালিমা ও রূহ ঈসা (আঃ)-এর নিকটে যাও। ঈসা (আঃ) বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। অতঃপর তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে চলে আসবে। তিনি উঠে দাঁড়াবেন। তাঁকে (শাফা'আতের) অনুমতি দেয়া হবে। আমানত ও দয়াকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এ দু'টি পুলছিরাতের ডানে-বামে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎ বেগে পার হয়ে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। বিদ্যুৎ বেগে পার হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, তোমরা কি দেখ না? তা চোখের পলকে কিভাবে যাওয়া-আসা করে। অতঃপর বাতাসের গতিতে, তারপর পাখীর গতিতে এবং দ্রুত দৌড়ের গতিতে (পর্যায়ক্রমে) পুলছিরাত পার হবে। আর এ পার্থক্য কেবল তাদের কৃতকর্মের দরুনই হবে। তখন তোমাদের নবী পুলছিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থেকে বলবেন, হে রব! শান্তি বর্ষণ করুন, শান্তি বর্ষণ করুন। এক পর্যায়ে বান্দাদের সৎকাজের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য তারা অক্ষম হয়ে পড়বে। এমনকি পাছা ঘষতে ঘষতে সামনে অগ্রসর হবে। আর পুলছিরাতের উভয় পার্শ্বে লোহার আঁকড়া ঝুলানো থাকবে। যাকে গ্রেফতার করার আদেশ দেয়া হবে, এগুলো তাঁকে গ্রেফতার করবে। যার গায়ে শুধু আঁচড় লাগবে সে মুক্তি পাবে। আর অন্য সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যে সত্তার হাতে আবু হুরায়রার জান, তার কসম! জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের দূরত্বের সমান'।[৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ-

আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম হ'ল (ছালাতের) যামিন এবং মুওয়াযযিন হ'ল তাদের (ছালাতের ও ছিয়ামের) আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামকে সৎপথ দেখাও এবং মুওয়াযযিনকে মাফ কর'।[৭]

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ. 'অতঃপর আমানত আদায় করা নফল অছিয়ত থেকেও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত'।[৮]

হুযায়ফাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِى جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَءُوْا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ– 'আমানত আসমান হ'তে মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে অবতীর্ণ হয়েছে, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষ কুরআন পাঠ করেছে এবং সুন্নাত শিক্ষা করেছে'।[৯]

আমানতের খেয়ানতকারীর পরিণতি :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ 'যে ব্যক্তি যা খেয়ানত করে, তা নিয়ে সে ক্বিয়ামতের দিন হাযির হবে' *(আলে ইমরান ৩/১৬১)*।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) আমাদের মাঝে দাঁড়ান এবং গনীমতের মাল আত্মসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি তা মারাত্মক অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় ক্বিয়ামতের দিন না পাই যে, তার কাঁধে বকরি বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার করছে। অথবা তার কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হিহি করে আওয়াজ করছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না, আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি'।[১০]

উপরে বর্ণিত হাদীছটি দ্বারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও দেশের জনগণের সম্পদ রক্ষার আমানতে খেয়ানত করার পরিণতি বুঝা যায়। এভাবে অন্যান্য আমানতের খেয়ানতকারী তার

৬. মুসলিম হা/১৯৫; মিশকাত হা/৫৬০৮-৫৬০৯।
৭. তিরমিযী হা/২০৭, আবুদাঊদ হা/৫১৭, মিশকাত হা/৬৬৩; ইরওয়া হা/২১৭।
৮. বুখারী, তরজমাতুল বাব-৯; ফাতহুল বারী হা/৪৪৩।
৯. বুখারী হা/৭২৭৬; মুসলিম হা/১৪৩; মিশকাত হা/৫৩৮১।
১০. বুখারী হা/৩০৭৩; মুসলিম হা/১৮৩১।

খেয়ানত অনুযায়ী শাস্তির সম্মুখীন হবে। আর তা হবে অত্যন্ত লাঞ্ছনা এবং অবমাননাকর।

উল্লেখ্য, আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গোনাহ, যা তওবা ব্যতীত মাফ হবে না। আর সে খেয়ানত যদি আল্লাহ তা'আলার হক সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন ছালাত আদায় না করা, কাফফারা না দেয়া, রামাযানের ছিয়াম পালন না করা, অনুরূপ আরো আল্লাহ্র হক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আদায় করা না হ'লে তাঁর কাছে তওবা করতে হবে অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আর আমানতের খেয়ানত যদি বান্দার কোন হক সংশ্লিষ্ট হয় তাহ'লে তা তৎক্ষণাৎ আদায় করা। যেমন গচ্ছিত রাখা কারো সম্পদ খেয়ানত করলে তা ফেরত দেয়া অথবা তার থেকে মাফ করে নেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَد مِنْ عِرْضِه أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِه، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ-

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হ'তে মাফ করিয়ে নেয়, সেদিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ নেকী তার নিকট হ'তে নেয়া হবে আর তার কোন সৎকর্ম না থাকলে প্রতিপক্ষের পাপ হ'তে নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[১১]

আমানতের উপকারিতা :

আমানত হ'ল বৃহত্তম চারিত্রিক গুণ যা আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার বৈশিষ্ট্যের সাথে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। যারা তাদের ছালাতে বিনয়ী-নম্র। যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে নির্লিপ্ত। যারা যাকাত প্রদানে সচেষ্ট। যারা তাদের যৌনাঙ্গ ব্যবহারে সংযত। তবে তাদের স্ত্রীগণ ও মালিকানাধীন দাসীরা ব্যতীত। কেননা এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতএব যারা এদের ব্যতীত অন্যদের কামনা করবে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার সমূহ রক্ষাকারী এবং যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযতকারী, তারাই হবে উত্তরাধিকারী। যারা উত্তরাধিকার লাভ করবে জান্নাতুল ফেরদৌসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(মুমিনূন ২৩/১-১১)*।

২. আমানত হ'ল ঈমানের পূর্ণতা ও ইসলামের সৌন্দর্য।

৩. আমানতের মাধ্যমে দ্বীন হেফাযত হয় এবং এর মাধ্যমে মানুষের জাগতিক সম্পদ, জান-মাল, ইয্যত ও সম্মান রক্ষা পায়। ইনছাফ তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রকৃত হকদার তার হক ফেরত পায় এবং ন্যায্য পদ থেকে যোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তি বঞ্চিত হয় না। ফলে এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং সর্বস্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. আমানতদার বা বিশ্বস্ত লোককে আল্লাহ তা'আলা ও সাধারণ মানুষ ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

الْخَازِنُ الأَمِيْنُ الَّذِىْ يُنْفِقُ وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِى يُعْطِى مَا أُمِرَ بِه كَامِلاً مُوَفَّرًا، طَيِّبٌ نَفْسُهُ، إِلَى الَّذِى أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ-

'বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ যে ঠিকমত ব্যয় করে, কখনও বলেছেন, যাকে দান করতে বলা হয় তাকে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দেয়, সেও (কোষাধ্যক্ষ) দানকারীদের একজন।[১২] অর্থাৎ দানকারীর মত সেও নেকী পায়।

৫. আমানত হ'ল দ্বীন ইসলামের মেরুদণ্ড এবং বান্দার জন্য আল্লাহ্র পরীক্ষা।

৬. যে সমাজের সবার মাঝে আমানত পরিলক্ষিত হয় সে সমাজে কল্যাণ ও বরকত বিদ্যমান থাকে।

পরিশেষে বলব, আমানত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা রক্ষা করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। পক্ষান্তরে আমানতের খেয়ানত ঈমানহীনতার পরিচায়ক। যার জন্য পরকালে কঠিন ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তাই সকলকে আমানত রক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া যরূরী। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমানতের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করার তাওফীক দিন, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তা কায়েম করার শক্তি সামর্থ্য দান করুন-আমীন!

১১. *বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬।*

১২. *বুখারী হা/২৩১৯ ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব) পর্ব (৪০), 'কোষাগার ইত্যাদিতে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি নিয়োগ' অধ্যায়।*

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

Contents

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। আত্মীয়-স্বজন সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়। যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করা হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি : মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১. ঐ রাতে বান্দাদের গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভাল-মন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২. ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকালে।[১] আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...!

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপ: ১. সূরা দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ، فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ- অর্থ : 'আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী'। 'এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(দুখান ৪৪/৩-৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরা ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ 'এই সেই রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। তিনি বলেন, এ রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ- 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ. 'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন'।[২] আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)।[৩]

এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরা ইখলাছ (কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ) পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৪৮ পৃঃ।*

২. *মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।*
৩. *বুখারী হা/৫০৭৬; মিশকাত হা/৮৮।*

এ সম্পর্কে প্রধান যে দলীলগুলি পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ :

১. আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا الخ– 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ ঐদিন সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব'?[৪]

আলবানী বলেন, হাদীছটি মওযূ' অথবা অত্যন্ত যঈফ। হাদীছটির সনদ 'অত্যন্ত বাজে' (واه جدا)। তিনি বলেন, এর সনদে আবুবকর ইবনু আবী সাব্‌রাহ নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী।[৫]

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্‌র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২. মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্‌ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'।[৬]

হাদীছটি যঈফ। কারণ এর সনদ মুনকাত্বি' বা ছিন্নসূত্র এবং সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত নামক একজন দুর্বল রাবী আছেন।[৭]

৩. ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বলল, 'না'। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাকে রামাযানের পর ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।[৮]

ইমাম বুখারী সহ জমহূর বিদ্বানগণের নিকট 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ।[৯] উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

৪. আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। রজব মাসের প্রথম রাতে, মধ্য শা'বানে, জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর রাতের দো'আ। হাদীছটি জাল।[১০]

৫. আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের পনের তারিখ রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে এবং সকলকে ক্ষমা করে দেন, কেবল মুশরিক ও পরস্পরে শত্রু ব্যতীত'।[১১] আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, পরস্পরে শত্রু ও আত্মঘাতি ব্যতীত'।[১২]

৮টি যঈফ সূত্র উল্লেখ করে সেগুলি হাদীছটিকে শক্তিশালী করেছে মন্তব্য করে শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'নিঃসন্দেহে ছহীহ' (صحيح بلا ريب) বলেছেন।[১৩] ভাষ্যকার শু'আয়েব আরনাঊত্ব হাদীছটির সনদ যঈফ বলেছেন। অতঃপর বিভিন্ন শাওয়াহেদ-এর কারণে 'ছহীহ লেগায়রিহি' বলেছেন *(আহমাদ হা/৬৬৪২)*। ভাষ্যকার আহমাদ শাকের একইরূপ বলেছেন *(১০/১২৭)*। কিন্তু 'ছহীহ' বলা সত্ত্বেও এ রাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন আমল করাকে শায়খ আলবানী কঠোরভাবে বিদ'আত বলেছেন।[১৪]

এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য : (১) হাদীছটি বুখারী-মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। (২) সকল ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আছ কি কোন আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব...।[১৫] অথচ অত্র হাদীছে এটি ১৫ই শা'বানের রাতের জন্য খাছ করা হয়েছে। যদিও এরূপ ক্ষমা প্রদানের কথা অন্য ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করেনি এমন সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়। কেবল ঐ দুই ব্যক্তি ছাড়া যাদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা রয়েছে। বলা হয় যে, এই দু'জনকে ছাড় যতক্ষণ না ওরা পরস্পরে সন্ধি করে'।[১৬] অথচ ঐ দু'রাতে কেউ বিশেষভাবে কোন ইবাদত বা অনুষ্ঠানাদি করেনা এবং

---

৪. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; আলবানী, মিশকাত হা/১৩০৮।
৫. বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৩২)।
৬. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯, মিশকাত হা/১২৯৯।
৭. আলবানী, যঈফুল জামে' হা/১৭৬১; শু'আইব আরনাঊত্ব, তাহকীক মুসনাদে আহমাদ হা/২৬০৬০।
৮. বুখারী হা/১৯৮৩; মুসলিম হা/১১৬১; মিশকাত হা/২০৩৮।
৯. মুবারকপুরী, মির'আত হা/১৩১৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১০. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২।
১১. ইবনু মাজাহ হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৩০৬ 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।
১২. আহমাদ হা/৬৬৪২; মিশকাত হা/১৩০৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৬২১।
১৩. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪৪, ৩/১৩৮, ১৫৬৩, ৪/১৩৭।
১৪. ফাতাওয়া আলবানী (অডিও) ক্লিপ নং ১৮৬/৬।
১৫. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।
১৬. মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯-৩০।

করার বিধানও নেই। (৩) এই রাতে বা দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কোনরূপ বাড়তি আমল বা ইবাদত করেননি। (৪) মতভেদের সময় রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তাঁর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৭] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৮] অতএব ১৫ই শা'বান উপলক্ষ্যে প্রচলিত সকল প্রকার ইবাদত ও অনুষ্ঠানাদি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

শবেবরাতের ছালাত : এই রাত্রির ১০০ রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল।[১৯] এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) 'আল-লা'আলী' কেতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই জাল অথবা যঈফ। এব্যাপারে (ইমাম গাযালীর) 'এহ্ইয়াউল উলূম' ও (ইবনুল আরাবীর) 'কূতুল ক্বুলূব' দেখে যেন কেউ ধোঁকা না খায়।... এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং নেতৃত্ব করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।[২০]

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যপ্তি লাভ করে।[২১]

রূহের আগমন : এই রাত্রিতে মদীনার 'বাক্বী'উল গারক্বাদ' কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যিয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি[২২] যে যঈফ ও মুনক্বাত্বি' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ'ল, এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মহিলাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরা ক্বদর-এর ৪ ও ৫ আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে, تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ– 'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে'।

শা'বান মাসের করণীয় : রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েক দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'।[২৩]

যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন শা'বানের অর্ধেক হবে, তখন তোমরা ছিয়াম রেখো না'।[২৪] অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত।[২৫] আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন! *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাফাবা প্রকাশিত 'শবেবরাত' বই)*।

---

১৭. *আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫।*
১৮. *মুসলিম হা/১৭১৮।*
১৯. *ইবনুল জাওযী, আল-মওযূ'আত ২/১২৭-২৯; সৈয়ূতী, আল-লাআলী আল-মাছনূ' ফীল আহাদীছিল মাওযূ'আহ ২/৪৯-৫০।*
২০. *মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/১৩০৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ৪/৪৪৬-৪৭ পৃ.।*
২১. *আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, 'আত-তাহযীরু মিনাল বিদ'আ' পৃঃ ১২-১৩।*
২২. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯; মিশকাত হা/১২৯৯; যঈফুল জামে' হা/১৭৬১।*
২৩. *বুখারী হা/১৯৬৯, মুসলিম হা/১১৫৬, মিশকাত হা/২০৩৬।*
২৪. *আবুদাঊদ হা/২৩৩৭; তিরমিযী হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১৯৭৪।*
২৫. *নাসাঈ হা/১৫৭৮, মিশকাত হা/১৬৫।*

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েল :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'*। অর্থ: 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল'।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৫]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে'।[৬] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৭]

৫. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৯]

৬. ছালাতুত তারাবীহ : ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উলেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[১০]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১২]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৩] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৪]

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
৫. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৬. আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৭. নায়লুল আওত্বার (কায়রো : ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
৮. বুখারী হা/১৯১৯, মুসলিম হা/১০৯২, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।
৯. নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।
১০. বুখারী হা/২০১৩; মুসলিম হা/৭৩৮; আবূদাঊদ হা/১৩৪১; নাসাঈ হা/১৬৯৭; তিরমিযী হা/৪৩৯; আহমাদ হা/২৪১১৯; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৯৪।
১১. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
১২. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।
১৩. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ 'সনদ হাসান' ২/১৩৮ পৃঃ; মির'আত ৪/৩২০।
১৪. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরূত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।

জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৫] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৬]

৮. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৭] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৮] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৯]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[২০] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২১] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২২] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২৩] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৪]

---

১৫. মিশকাত হা/১৩০২।
১৬. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১৮. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৯. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
২০. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
২১. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
২২. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
২৩. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
২৪. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা

এখানে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যায়।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যায়।

যোগাযোগ

২২০, বংশাল (২য় তলা)
১৩৮, মাজেদ সরদার লেন, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৯৫৬৮২৮৯; মোবা : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

মক্কা হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস

আমাদের ব্যবস্থাপনায় সঊদী আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আকর্ষণীয় প্যাকেজে হজ্জ ও ওমরাহ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া আমরা বিভিন্ন কোম্পানীতে যে কোন অনুষ্ঠানে বাস/কোস্টার ভাড়া দিয়ে থাকি।

যোগাযোগ

মীযানুর রহমান
আমীর বদর, ১৬ নং রোড, আল-খোবার, সঊদী আরব।
মোবাইল : +966 543966886

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

Contents

শিক্ষা আইন ২০১৬-এর খসড়ার উপর আমাদের মতামত

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

[সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইন সেল-এর যুগ্ম সচিব কর্তৃক ০৩.০৪.২০১৬ইং তারিখ স্বাক্ষরিত ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সরকার প্রণীত শিক্ষা আইন ২০১৬-এর খসড়া শিক্ষাবিদ ও সমাজের সকল স্তরের জনগণের এবং দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক আগামী ১০.০৪.২০১৬ইং তারিখের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত ই-মেইল নম্বরসমূহের যেকোন একটিতে মতামত দেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে। 'ছক'-২ মতামত প্রদানকারী দপ্তর/সংস্থা/ব্যক্তি... ।'

অত্যন্ত দ্রুত সময়ে ৬৭টি ধারা ও অসংখ্য উপধারা সম্বলিত বিশাল খসড়া আইনের উপর মন্তব্য করা নিঃসন্দেহে দুরূহ ব্যাপার। এরপরেও ১০ তারিখ সকালে বিজ্ঞপ্তিটি হাতে পেয়ে বিকালে অফিস টাইমের মধ্যেই মন্তব্য লিখে ই-মেইল যোগে প্রেরণ করা হয়। কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সংস্থা হিসাবে আমরা নিম্নোক্ত মতামত সরকার বরাবর পেশ করি।]

প্রথম অধ্যায়

ধারা ৪(১) : ৪ হইতে ৬ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বছর'।

ধারা ৫(১) : সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও ইবতেদায়ী মাদরাসায় প্রাক-প্রাথমিক স্তর থাকিতে হইবে এবং সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে এবং এই শিক্ষা শিশুর অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে'।

মতামত : ৪ হ'তে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। তাতে শিশুর স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হ'লেও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদরাসা সমূহে এটি আদৌ সম্ভব নয়। কারণ এর সাথে শিক্ষক বেতন ও প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামোর বিষয়টি জড়িত।

ধারা ৫(৪) : সকল শিশুর জন্য বৈষম্যহীন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করিবে। যাহাতে লিঙ্গ, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধিতা অথবা অন্য কোন কারণে শিশুর প্রতি কোনরূপ বৈষম্য সৃষ্টি না হয়'।

মতামত : এটি অবাস্তব। কেননা লিঙ্গ, ভাষা, বর্ণ ও ধর্মীয় বৈষম্য থাকবেই। এই সকল বৈষম্য অক্ষুণ্ণ রেখেই শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে।

ধারা ৭(১) : প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষার জন্য ধারাভিত্তিক আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয় ব্যতীত নির্ধারিত কোর বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী হইবে অভিন্ন'।

মতামত : প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পৃথক। অতএব উভয়টির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে।

ধারা ৭(২) : প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষার স্তরসমূহে বাঙালী সংস্কৃতি, ইতিহাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর স্ব স্ব বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক হইবে'।

ধারা ৭(৪) : প্রাথমিক স্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত, বাংলা, ইংরেজী, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, বিশ্ব পরিচয়, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, তথ্য প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ বাধ্যতামূলক হইবে'।

মতামত : বাংলা, আরবী, ইংরেজী, গণিত এবং ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ের বাইরে বাকীগুলি পরিহার করতে হবে। কেননা এতে শিশুদের উপর সিলেবাসের বোঝা ভারি করা হবে।

ধারা ৭(৩) : কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপধারা (১) ও (২)-এ উল্লেখিত পাঠ্যসূচী লংঘন করিয়া কোন বিষয় পাঠদান করিলে অথবা উক্ত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠদান না করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন'।

মতামত : অবশ্যই বাতিল করতে হবে।

ধারা ৭(১১) : সরকার নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিবে এবং উহা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ নিশ্চিত করিবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণয়নকৃত পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না'।

মতামত : এটাও বাতিলযোগ্য। কেননা বোর্ডের সকল বই প্রশ্নাতীত নয়। ইতিমধ্যেই বোর্ডের বিভিন্ন বই সম্পর্কে প্রচুর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এরপরেও রাখতে হ'লে সেখানে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার জন্য হানাফী ও আহলেহাদীছ এবং অন্যান্যদের জন্য তাদের দক্ষ ব্যক্তিদের কমিটিতে নিতে হবে।

ধারা ৭(১২) : কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপধারা (১১)-এ উল্লেখিত বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি (প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান প্রধান) অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন'।

মতামত : বাতিলযোগ্য।

ধারা ৮(১) : প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদরাসায় ভর্তি উপযোগী শিশুকে তাহার জন্ম নিবন্ধন সনদ বা সরকারী

বা সরকার অনুমোদিত কোন প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষা সমাপ্তির সনদ দাখিল সাপেক্ষে উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি করা যাইবে'।

মতামত : এটি অপ্রয়োজনীয়।

ধারা ৮(২) : সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমতার নীতি অবলম্বন করিয়া প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে'।

মতামত : সমতার নীতি বলতে যদি লিঙ্গ সমতা বুঝায়, তবে সেটি বাতিলযোগ্য। কারণ কন্যাশিশুরা বালিকা বিদ্যালয় বা বালিকা মাদরাসায় পড়বে।

ধারা ১০(১) : প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে কিণ্ডারগার্টেন, ইংরেজী মাধ্যম, ইংলিশ ভার্সন (version) ও ইবতেদায়ী মাদরাসাসহ সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিবন্ধন এবং পাঠদানে উপর্যুক্ত সকল বিধি-বিধান অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে'।

মতামত : এর ফলে সরকারী দুর্নীতি বাড়বে এবং বেসরকারী উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যাবে। যাতে শিক্ষা সংকুচিত হবে।

ধারা ১০(২) : কোন ব্যক্তি উপধারা (২)-এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন'।

মতামত : অবশ্যই বাতিলযোগ্য।

ধারা ১১(১-৩) : (১) সরকার ক্ষেত্রমতে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগলিক অবস্থান, ভৌগলিক গুরুত্ব, অনগ্রসরতা, দূরত্ব প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে'। (২) নিবন্ধন ব্যতীত কোন অবস্থাতেই কোন বেসরকারী বিদ্যালয় বা মাদরাসা স্থাপন ও পরিচালনা করা যাইবে না'। (৩) কোন এলাকা বা অঞ্চলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে সরকার নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক উহা একীভূত/একত্রীকরণ/স্থানান্তর/বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিবে'।

মতামত : বাতিলযোগ্য। কেননা এতে সরকারী দুর্নীতি বাড়বে এবং বেসরকারী উদ্যোগ বিলুপ্ত হবে।

ধারা ১২(১) : প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন হইবে'।

মতামত : এটি অপ্রয়োজনীয়। এতে শিশু ও অভিভাবকের উপর মানসিক ও আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এতে দুর্নীতি হয়ে থাকে। কেননা শিশুরা অন্যের মাধ্যমে ব্যবহারিক কাজ করে আনে। এতে শিশু অবস্থাতেই তারা দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়।

ধারা ১২(৩) : প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষার পদ্ধতি, সংখ্যা ও স্তর সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে। তবে অষ্টম শ্রেণী শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা হইবে'।

মতামত : পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পাবলিক পরীক্ষা অবশ্যই বাতিলযোগ্য। অষ্টম শ্রেণীতেও পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করা উচিত। কেননা পাবলিক পরীক্ষাগুলি শিশু মনে দুর্নীতির বীজ বপন করছে।

ধারা ১৩(২) : ইবতেদায়ী মাদরাসাসহ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ধারা ১০-এর বিধান অনুসারে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকার একটি স্থায়ী 'বেসরকারী শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন করিবে'।

মতামত : এটি অপ্রয়োজনীয়। এতে প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা দেখা দিবে। উদ্যোক্তা ব্যক্তি ও সংস্থাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। সরকার কেবল সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য আর্থিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা দিবে।

ধারা ১৫(১-৬) : (১) সকল ধারার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করিতে হইবে'। (২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ধারার বিধান সাপেক্ষে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, মেয়াদ ও কার্যপরিধি নির্ধারিত হইবে'। (৩) একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের বেশী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মনোনীত বা নির্বাচিত হইতে পারিবেন না'। (৪) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের মনোনয়ন, নির্বাচন, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধি/নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে'। (৫) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যাইবে'। (৬) ব্যবস্থাপনা কমিটি যরূরী পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের সহিত সমন্বয় করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ এবং পরিচালনা করিবে'।

মতামত : পুরাটাই বাতিলযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

ধারা ২০(১) : মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইবে নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বৎসর মেয়াদী'।

মতামত : পূর্বের ন্যায় দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে উচ্চ মাধ্যমিক রাখা হউক।

ধারা ২০ খ-(২) : দাখিল ও আলিম পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ পরিচিতি এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক হইবে'।

মতামত : মাদরাসা শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষা হবে মুখ্য। বাকী বিষয়গুলি থাকবে ঐচ্ছিক।

ধারা খ-(৩) : সরকার কওমী মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কওমী মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে'।

মতামত : কওমী মাদরাসা শিক্ষা যুগোপযোগী করার ভাষাটিই আপত্তিকর। এসব মাদরাসা যারা চালান ও এখানে যাদের সন্তানরা লেখাপড়া করে, তারা প্রয়োজন মোতাবেক সিলেবাস পরিমার্জন করে থাকেন। যেভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সিলেবাসগুলি সেখানকার শিক্ষকরা করে থাকেন। এখানে সরকারী হস্তক্ষেপ অহেতুক সমস্যা ডেকে আনবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ধারা ৪২ : স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে হইবে এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে হইবে'।

মতামত : গ্রেডিং পদ্ধতি বাতিলযোগ্য। এতে মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হয়না। ছাত্রদের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বিনষ্ট হয়। কেননা এতে ৮০ থেকে ১০০ নম্বর প্রাপ্তদের গ্রেড সমান।

পঞ্চম অধ্যায়

ধারা ৫০(৪) : মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জেণ্ডার স্টাডিজ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করিবে'।

মতামত : এটি বাতিলযোগ্য। কেননা এতে উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরীদের যৌনতায় প্রলুব্ধ করবে। যা তাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

ধারা ৫৩(২) : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত ও বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি 'জাতীয় পরামর্শ কমিটি' গঠন করিবে'।

মতামত : এটির প্রয়োজন নেই। কারণ এতে রাজনৈতিক দলীয়তা প্রাধান্য পাবে। যদি করা হয়, তাহ'লে সেখানে হানাফী ও আহলেহাদীছ এবং অন্যান্যদের জন্য তাদের দক্ষ ব্যক্তিদের কমিটিতে নিতে হবে।

আমাদের প্রস্তাবসমূহ :

পরিশেষে এ ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাবসমূহ হ'ল : (১) তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ভিত্তিতে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমন্বিত সিলেবাস রেখে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা নামে বিভিন্ন মৌলিক বিভাগ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গিয়ে বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যবহারিক সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা স্তরে কমপক্ষে ২০০ নম্বরের ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। (২) বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশোধন করতে হবে। সরকার প্রশাসনিক ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। তবে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হ'লে এবং অন্যান্য কোন বড় ক্ষতির কারণ দেখা দিলে চূড়ান্ত পর্যায়ে সরকার অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য আর্থিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা দিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে সকলপ্রকার রাজনৈতিক দলাদলি নিষিদ্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের সময় মেধা ও যোগ্যতা নিরূপনের জন্য সর্বস্তরে উচ্চতর শ্রেণী দেখার সাথে সাথে তাদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিতে হবে এবং তাদের আক্বীদা, আখলাক ও দেশপ্রেম যাচাই করতে হবে। (৩) বর্তমানের সহশিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য পৃথক ক্যাম্পাস ও ভৌত কাঠামো সম্ভব না হ'লে একই ক্যাম্পাসে পৃথক সময় ভাগ করে শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৪) ইসলাম বিরোধী ও আক্বীদা বিনষ্টকারী সকল প্রকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে মুক্ত রাখতে হবে। (৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও পাঠমুখী পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক। তাতে গাইড বুক, সাজেশন ও নকল প্রবণতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে *ইনশাআল্লাহ*।

তাওহীদ ম্যারেজ মিডিয়া

দ্বীনদার-পরহেযগার ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন পাত্র-পাত্রীর সন্ধান এবং বিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনার বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণ করুন অথবা নির্ধারিত ফরম পূরণ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ফরম আমাদের অফিস অথবা ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করুন।

রেজিস্ট্রেশন ফী : ৫০০ টাকা

যোগাযোগের সময়

প্রতিদিন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত

ঠিকানা

তাওহীদ ম্যারেজ মিডিয়া

নওদাপাড়া মাদরাসা (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭০৭-৬৬৬৬১৪ (বিকাশ)।

ইমেইল : tawheedmarriagemedia@gmail.com

ওয়েব লিংক : www.at-tahreek.com/tmmedia

Contents

পাঠ্যপুস্তকে মুসলমানিত্ব আংশিক ছাঁটাই : হিন্দুত্বের আংশিক প্রবেশ

মোবায়েদুর রহমান

যারা রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের ঘোরতর প্রতিপক্ষ, সেই বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলও আওয়ামী লীগকে সরাসরি ইসলামবিরোধী দল হিসাবে আখ্যায়িত বা চিহ্নিত করেনি। যারা বামপন্থি বলে দাবি করে এবং সরাসরি কমিউনিজমের কথা বলে সেই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি দল ইসলাম বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত। কারণ কমিউনিজমে ধর্মকে আফিম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তারা যখন ঠারে-ঠোরে বা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করে তখন মানুষ অবাক হয় না। কারণ ধর্মের বিনাশের জন্যই তাদের জন্ম। আওয়ামী লীগ এতদিন সেই পথে হাঁটেনি। বরং মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ আমলে অসংখ্যবার বলেছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোন আইন পাস করবে না। শেখ মুজিব যতদিন পাকিস্তানের কাঠামোতে রাজনীতি করেছেন ততদিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্তও ইসলাম বিরোধী বাক্য উচ্চারণ করেননি। ইসলাম বিরোধিতা তো দূরের কথা, ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও তিনি উচ্চারণ করেননি। বর্তমান বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলে মাত্র দুটি নির্বাচন হয়েছে। একটি ১৯৫৪ সালে। আরেকটি ১৯৭০ সালে। দুটি নির্বাচনের কোন নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেনি। এমনকি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান এবং বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রসহ কোন ডকুমেন্টেই আওয়ামী লীগ ইসলাম বিরোধিতা তো দূরের কথা, ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও বলেনি। সেই আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচনা করে সেখানে অকস্মাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে ঘোষণা করে।

এখানে আরো স্মরণ করা যেতে পারে যে, আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানভিত্তিক যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেটি কিন্তু কোন পার্লামেন্ট বা সরকার গঠনের নির্বাচন ছিল না। সেটি ছিল পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার নির্বাচন। ঐ নির্বাচনের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হবেন, তাদের নিয়ে গঠিত হবে গণপরিষদ (Constituent Assembly)। এই গণপরিষদ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। সেটি আর সম্ভব হয়নি। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ এবং ৯ মাস পর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল স্বাধীন হয়ে নাম ধারণ করে বাংলাদেশ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও শেখ মুজিবুর রহমানের স্পষ্ট ওয়াদা ছিল যে, নির্বাচিত হলে বা ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাস করবে না। এখানে উলেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ঐ নির্বাচনে যারা পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন তাদের নিয়ে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলার গণপরিষদ। সেই গণপরিষদ ১৯৭২ সালের সংবিধান রচনা করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর যেসব সদস্য অঙ্গীকার করেছিলেন, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণীত হবে না, সেই তারাই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্ত করেন। শুধু ঐটুকুতেই তারা ক্ষান্ত হননি। ঐ সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ হয় এবং মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি ইসলামী মূল্যবোধের অনুসারী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হ'ল এই যে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হ'লেও ধর্মবিরোধী বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী রাজনীতি বহাল থাকে। তাই কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতন্ত্রের অনুসারী মনি-মোজাফফরের রাজনৈতিক দলসমূহ বহাল তবিয়তে রাজনীতির মাঠে থাকার লাইসেন্স পায়।

এত কিছু পরেও কিন্তু আওয়ামী লীগকে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দলসমূহ ইসলাম বিরোধী দল হিসাবে চিহ্নিত করেনি বা আওয়ামী লীগ ইসলাম বিরোধী, এই মর্মে কোন প্রচারণা চালায়নি। কিন্তু যতই দিন গেছে ততই আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ধীরে ধীরে আমূল পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের রাজনীতি এক বিরাট রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে।

এই পর্যায়ে এসে দেখা যাচ্ছে যে, পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যেসব বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে তার ফলে এখন অনেকে বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী মূল্যবোধের অনুসারী দলগুলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধিতার অভিযোগ আনার সুযোগ পাচ্ছে। এটি একটি মারাত্মক বিষয়। বিষয়টি আরো প্রকট হয়ে উঠবে নিচের ঘটনাবলী পড়লে।

গত সপ্তাহে দু-তিনটি দৈনিক পত্রিকায় একটি উদ্বেগজনক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। খবরটি শুধু উদ্বেগজনকই নয়, এই জাতির ভবিষ্যৎ এবং বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো শঙ্কিত হওয়ার মতো খবর। এই খবরটির ওপর হেফাজতে ইসলাম একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছে। এবারই প্রথম দেখলাম যে, হেফাজতের বিবৃতিটি অনেক খেটেখুটে অনেক গবেষণা করে প্রণয়ন করা হয়েছে। ঐ বিবৃতিতে দেখানো হয়েছে যে, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে অনেকগুলো ইসলামী বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে এবং তার স্থানে হিন্দু দেব-দেবীদের কথা, পাঁঠাবলি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিবৃতিতে একটি তালিকা দেয়া হয়েছে, যেখানে কোন কোন জায়গায় ইসলাম ও মুসলমানদের বাদ দেয়া হয়েছে এবং কোন কোন জায়গায় হিন্দুত্ব ঢোকানো হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বই থেকে বাদ দেওয়া বিষয়গুলো হচ্ছে– (১) দ্বিতীয় শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে 'সবাই মিলে করি কাজ' শিরোনামে মুসলমানদের শেষনবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত। (২) তৃতীয় শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে 'খলিফা হযরত আবুবকর' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত। (৩) চতুর্থ শ্রেণী– খলিফা হযরত ওমরের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত বাদ দেয়া হয়েছে। (৪) পঞ্চম শ্রেণী– 'বিদায় হজ' নামক শেষনবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত বাদ দেয়া হয়েছে।

(৫) পঞ্চম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে কাজী কাদের নেওয়াজের লিখিত 'শিক্ষা গুরুর মর্যাদা' নামক একটি কবিতা। যাতে বাদশাহ আলমগীরের মহত্ত্ব বর্ণনা উঠে এসেছে এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আদব কেমন হওয়া উচিত, তা বর্ণনা করা হয়েছে। (৬) পঞ্চম শ্রেণী– শহীদ তিতুমীর নামক একটি জীবন চরিত বাদ দেয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধটিতে মুসলিম নেতা শহীদ তিতুমীরের ব্রিটিশদের

বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের বিবরণ উলেখ রয়েছে। (৭) ষষ্ঠ শ্রেণী– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত 'সততার পুরস্কার' নামক একটি ধর্মীয় শিক্ষণীয় ঘটনা বাদ দেয়া হয়েছে। (৮) ষষ্ঠ শ্রেণী– মুসলিম দেশ ভ্রমণ কাহিনী 'নীলনদ আর পিরামিডের দেশ' নামক মিসর ভ্রমণের ওপর লেখাটি বাদ দেয়া হয়েছে। (৯) ষষ্ঠ শ্রেণী– মুসলিম সাহিত্যিক কায়কোবাদের লেখা 'প্রার্থনা' নামক কবিতাটি বাদ দেয়া হয়েছে। (১০) সপ্তম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে 'মরু ভাস্কর' নামক শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত। (১১) অষ্টম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে 'বাবরের মহত্ত্ব' নামক কবিতাটি। (১২) অষ্টম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে বেগম সুফিয়া কামালের লেখা 'প্রার্থনা' কবিতা। (১৩) নবম-দশম শ্রেণী– সর্বপ্রথম বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের লেখা 'বন্দনা' নামক ইসলাম ধর্মভিত্তিক কবিতাটি। (১৪) নবম-দশম শ্রেণী– এরপর বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি 'আলাওল'-এর ধর্মভিত্তিক 'হামদ' নামক কবিতাটি। (১৫) নবম-দশম শ্রেণী– আরো বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি আব্দুল হাকিমের লেখা 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি। (১৬) নবম-দশম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে শিক্ষণীয় লেখা 'জীবন বিনিময়' কবিতাটি। কবিতাটি মুঘল বাদশাহ বাবর ও তার পুত্র হুমায়ুনকে নিয়ে লেখা। (১৭) নবম-দশম শ্রেণী– বাদ দেয়া হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা বিখ্যাত 'ওমর ফারূক' কবিতাটি।

ওপরের বিষয়গুলো বাদ দিয়ে স্কুলের নতুন পাঠ্যবইয়ে নিচের বিষয়গুলো যুক্ত করা হয়েছে– (১) পঞ্চম শ্রেণী– স্বঘোষিত নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ লিখিত 'বই' নামক একটি কবিতা, যা মূলত: মুসলমানদের ধর্মীয়গ্রন্থ পবিত্র কুরআন বিরোধী কবিতা। (২) ষষ্ঠ শ্রেণী– প্রবেশ করানো হয়েছে 'বাংলাদেশের হৃদয়' নামক একটি কবিতা। যেখানে রয়েছে হিন্দুদের দেবী দুর্গার প্রশংসা। (৩) ষষ্ঠ শ্রেণী– সংযুক্ত হয়েছে 'লাল গরুটা' নামক একটি ছোট গল্প যা দিয়ে কোটি কোটি মুসলিম শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে গরু হচ্ছে মায়ের মতো, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদ। (৪) ষষ্ঠ শ্রেণী– অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতের হিন্দুদের তীর্থস্থান রাঁচির ভ্রমণ কাহিনী। (৫) সপ্তম শ্রেণী– 'লালু' নামক গল্পে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে পাঁঠাবলির নিয়ম-কানুন। (৬) অষ্টম শ্রেণী– পড়ানো হচ্ছে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'রামায়ণ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। (৭) নবম-দশম শ্রেণী– প্রবেশ করেছে 'আমার সন্তান' নামক একটি কবিতা। কবিতাটি হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কিত 'মঙ্গল কাব্য'-এর অন্তর্ভুক্ত, যা দেবী অন্নপূর্ণার প্রশংসা ও তার কাছে প্রার্থনাসূচক কবিতা। (৮) নবম-দশম শ্রেণী– অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতের পর্যটন স্পট 'পালমৌ'-এর ভ্রমণ কাহিনী। (৯) নবম-দশম শ্রেণী– পড়ানো হচ্ছে 'সময় গেলে সাধন হবে না' শিরোনামে বাউলদের বিকৃত যৌনাচারের কাহিনী। (১০) নবম-দশম শ্রেণী– 'সাকোটা দুলছে' শিরোনামের কবিতা দিয়ে '৪৭-এর দেশভাগকে হেয় করা হয়েছে, যা দিয়ে কৌশলে 'দুই বাংলা এক করে দেয়া' অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। (১১) নবম-দশম শ্রেণী– প্রবেশ করেছে 'সুখের লাগিয়া' নামক একটি কবিতা, যা হিন্দুদের রাধা-কৃষ্ণের লীলাকীর্তন। (১২) প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেয়া হয়েছে 'নিজেকে জানুন' নামক যৌন শিক্ষার বই।

উপরের এই তালিকাটি এতই পরিষ্কার যে, এটি আর ব্যাখ্যা করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, আওয়ামী সরকারের আমলে মুসলমানিত্ব ছাঁটাই করে হিন্দুত্ব ঢোকানো হচ্ছে কেন? এটা তো আওয়ামী লীগের এজেন্ডা নয়। এটা হ'ল সিপিবি বা কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, গণজাগরণ মঞ্চ, বগার, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট, এদের এজেন্ডা। তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের দায় আওয়ামী লীগ কেন নিজের ঘাড়ে নিল?

আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীই নামাজ-রোজা করেন, হজব্রত পালন করেন। সিপিবি বা ঐ লাইনের পলিটিশিয়ান, আতেল, গায়ক-গায়িকা, ড্যান্সার, ঐ লাইনের কবি, হুমায়ুন আজাদ লাইনের কথাশিল্পী প্রমুখের এজেন্ডা। ৯২ শতাংশ জনগণ তাদের ইসলামবিরোধী বলে জানে। তাই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমল মিলে তাদের রাজনীতি আছে ঐ তাল গাছের মতো, এক পায়ে দাঁড়িয়ে। এক ইঞ্চিও নট নড়ন চড়ন। তাদের ভোটের বাক্স সবসময় শূন্য থাকে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, পাঠ্যবইয়ের সিলেবাস সংশোধন করুন। সিপিবি লাইনের সিলেবাস বানাবেন না। এমন সিলেবাস বানান যেখানে ৯২ শতাংশ মানুষের হৃদয়ের অনুক্ত কথা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে *(সংকলিত)*।

হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির বাকী অংশ :

তারা বলেন, দেশের স্কুল-কলেজ ও ইউনির্ভার্সিটিগুলোতে কোটি কোটি মুসলমানের সন্তান কী পড়ছে, অভিভাবকরা তা জানেন না। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কটাক্ষ করে যারা নিয়মিত লেখালেখি করে, তাদের লেখা প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত গল্প ও কবিতার সংখ্যা ১৯৩টি। এর মধ্যে হিন্দু ও নাস্তিক্যবাদীদের লেখার সংখ্যা হ'ল ১৩৭টি। অবশিষ্ট লেখার মধ্যেও ইসলামী ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন লেখা নেই। জাতীয় শিক্ষাবোর্ডসহ অন্যান্য সকল বোর্ডের নিয়ন্ত্রণমূলক গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষপদগুলোতে মুসলমানদের বাদ দিয়ে সংখ্যালঘুদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে হেফাজতের বিবৃতিতে একটি পরিসংখ্যান দিয়ে উলেখ করা হয় যে, (১) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন নারায়ণ চন্দ্র পাল, (২) পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সচিব হচ্ছেন বজ্রগোপাল ভৌমিক, (৩) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হলেন ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ্র, (৪) একই বোর্ডের উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হচ্ছে তপন কুমার সরকার, (৫) কুমিলা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন প্রফেসর ইন্দোভূষণ ভৌমিক, (৬) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন ডা. দিলীপ কুমার রায়, (৭) প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণীর 'আমার বাংলা' বইয়ের সমন্বয়ক হলেন উত্তম কুমার ধর, (৮) ৪র্থ শ্রেণী, ৫ম শ্রেণীর 'আমার বাংলা' বইয়ের সমন্বয়ক হলেন শুভাশিষ চক্রবর্তী, (৯) বাংলা ব্যকরণ ও নির্মিতি ৬ষ্ঠ শ্রেণীর প্রধান সমন্বয়ক হলেন গৌরাঙ্গ লাল সরকার এবং (১০) পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধিকাংশ বইয়ের ছবি অংকনকারী হচ্ছেন সুদর্শন বাছার। (১১) এছাড়াও গত বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের দীর্ঘ দিনের একান্ত সচিব ছিলেন মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ। ৯২ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এটা ষড়যন্ত্রের আলামত।

বিবৃতিতে হেফাজত নেতৃবৃন্দ বলেন, স্কুল-কলেজে বিদ্যমান পাঠ্যবই বহাল থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেবল ঈমানহারা হয়েই গড়ে ওঠবে না, বরং ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী ও হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠবে। ৯২ ভাগ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে এটা কোনভাবেই চলতে দেয়া যায় না, চলতে দেয়া হবে না *(দৈনিক সংগ্রাম, ৯.৪.২০১৬ইং)*।

আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন *(স.স.)*।

ছহীহ হাদীছের পরিচয়

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

(৩য় কিস্তি)

প্রশ্ন : ছহীহ হাদীছের মাপকাঠি বা বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর : ছহীহ হাদীছের সংজ্ঞা থেকেই ছহীহ হাদীছের মাপকাঠি ও বৈশিষ্ট্য জানা যায়।

ছহীহ হাদীছের সংজ্ঞা :

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقلِ العَدلِ الضَّابِطِ عَن مثله إِلَى مُنتَهَاهُ مِن غَيرِ شُذُوذٍ وَلاَ عِلَّةٍ-

'যে হাদীছ অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সনদে ন্যায়পরায়ন প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে আর তা (شاذ) ও নয় এবং معلل তথা ত্রুটিযুক্তও নয়'।[১]

উলেখিত সংজ্ঞা থেকে জানা গেল, ছহীহ হাদীছের মাপকাঠি হচ্ছে তার সনদে পাঁচটি বিষয় বিদ্যমান থাকা : (১) মুত্তাছিল সনদ হওয়া (২) রাবী ন্যায়পরায়ণ হওয়া (৩) রাবী পূর্ণ সংরক্ষণকারী হওয়া (৪) شاذ না হওয়া (৫) ত্রুটিমুক্ত হওয়া।

(১) মুত্তাছিল সনদ হওয়া :

معناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه-

'এর অর্থ হ'ল- হাদীছের প্রত্যেক রাবী তার ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে সরাসরি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর এটা সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে'।

(২) রাবীর ন্যায়পরায়ণতা :

أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة-

অর্থাৎ 'হাদীছের সনদের প্রত্যেক রাবী মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানী, ফাসিক্ব নয় এবং মানবিকতা বিবর্জিত নয়, এসবগুণে গুণান্বিত হওয়া'।

(৩) রাবী পূর্ণ সংরক্ষণকারী হওয়া :

أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب-

অর্থাৎ 'হাদীছের প্রত্যেক রাবীকে পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষণশীল হ'তে হবে। বক্ষে সংরক্ষণ হোক অথবা গ্রন্থে সংরক্ষণ হোক'।

(৪) شاذ না হওয়া :

أي أن لا يكون الحديث شاذاً، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه-

অর্থাৎ হাদীছটি شاذ হ'তে পারবে না। আর شاذ হ'ল ثقة বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীছ তার চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীছের বিপরীত হওয়া।

(৫) ত্রুটিমুক্ত হওয়া :

أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه-

অর্থাৎ 'হাদীছটি ত্রুটিযুক্ত না হওয়া। আর ত্রুটি হ'ল এমন সূক্ষ্ম দোষ, যা হাদীছের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঠিক থাকার পরেও'।[২]

প্রশ্ন : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ হাদীছটি কি ছহীহ?

উত্তর : প্রশ্নে উলিখিত হাদীছটি ছহীহ। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীছটি বর্ণনা শেষে মন্তব্য করেছেন, هذا حديث حسن صحيح 'এই হাদীছটি হাসান ছহীহ'।[৩]

শু'আইব আরনাউত্ব বলেন, حديث صحيح ورجاله ثقات 'এ হাদীছ ছহীহ এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য'।[৪]

আল-হারুবী বলেন, وهذا من أجود حديث في أهل الشام 'এটা সিরিয়াবাসীর উত্তম হাদীছের অন্যতম'। আল-বাযযার বলেন, حديث ثابت صحيح 'এটা প্রমাণিত ছহীহ হাদীছ'। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, ثابت حديث 'এটা প্রমাণিত হাদীছ'।[৫] হাকিম নিসাপুরী (রহঃ) বলেন, صحيح ليس له علة 'হাদীছ ছহীহ, এর কোন ত্রুটি নেই'।[৬] যিয়া আল-মাকদেসী একে ছহীহ বলেছেন।[৭] আলামা নাছিরুদ্দীন আলবানীও একে ছহীহ বলেছেন।[৮]

(চলবে)

---

* *মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১. অধ্যাপক ড. মাহমুদ আত-ত্বাহান, তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), পৃঃ ২১।

২. ঐ, পৃঃ ২১।

৩. তিরমিযী হা/২৬৭৬ 'ইলম' অধ্যায়, 'সুন্নাতকে গ্রহণ ও বিদ'আতকে পরিহার করা' অনুচ্ছেদ ২/৯৬ পৃঃ।

৪. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭১৮৪-এর আলোচনা দ্রঃ, ৪/১২৬।

৫. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৮/১০৭।

৬. ঐ; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭১৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ, ২৮/৩৭৩, টীকা-২।

৭. ইত্তেবাউস সুন্নান ওয়া ইজতিনাবুল বিদ' ১/৭৯।

৮. আবু দাউদ হা/৪৬০৭; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/৯৩৭, ৩০০৭।

চিকিৎসা জগৎ

যেসব খাবার খুব সহজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে

ডায়াবেটিস বর্তমানে জাতীয় রোগে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এতে খুব বেশী ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে এটি মারাত্মক কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। তবে নিয়ন্ত্রণে অলসতা করলে এটি মারাত্মক শারীরিক সমস্যা ডেকে আনতে পারে। যেমন এর ফলে কিডনী রোগ হ'তে পারে, চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে, স্নায়বিক দুর্বলতা বেড়ে যেতে পারে, শরীরে ঘা হ'লে সেটা দ্রুত সারবে না, যৌন ক্ষমতা কমে যাবে, এমনকি শরীরে রক্ত কমে যাবে। অতএব উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগে একে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। এজন্য নিম্নোক্ত খাবারগুলি খাদ্য তালিকায় রাখুন। তাতে খুব সহজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে ইনশাআল্লাহ। হয়তো ঔষধ বা ইনসুলিন কিছুই প্রয়োজন নাও হ'তে পারে। যেমন,

১. করলা : করলাকে ডায়াবেটিস রোগীর নিয়মিত পথ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। করলার রস, করলা ভর্তা বা করলার ঝোল যেকোন ভাবেই হোক করলা খেতে হবে। করলা রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে খুবই কার্যকরী। এসিডিটির ভয় থাকলে, এমনকি সুস্থ ব্যক্তিগণও যেকোন খাবারের আগে পূর্ণ এক গ্লাস পানি আগেই খেয়ে নিবেন। ইনশাআল্লাহ এসিডিটি থেকে মুক্ত থাকবেন।

২. চিরতা : এর স্বাদ খুবই তিক্ত। যা পিত্ত ও কফ নাশ করে। ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে সুগার কমিয়ে রাখে। এছাড়া চিরতা সন্নিপাত জ্বর ও ক্রিমির সমস্যা দূর করে। শুকনো চিরতা পানিতে ভিজিয়ে খালি পেটে খাওয়া উত্তম।

৩. নিমপাতা : সকালে বা বিকালে দু'টো করে নিমপাতা খেলে তা ডায়াবেটিসের জন্য খুবই ফলদায়ক। এছাড়া চর্ম রোগ সহ নিমপাতা বিভিন্ন রোগের মহৌষধ। নিমপাতা রোদে শুকিয়ে গুড়া করে ভাতের সঙ্গে নিয়মিত খাওয়া যায়।

৪. হেলেঞ্চা শাক : তিতা হেলেঞ্চা ডায়াবেটিস, কুষ্ঠ, জ্বর, কাশি ও পিত্ত রোগ কমিয়ে দেয়।

৫. শিউলী ফুলের পাতার তিক্ত রস ১ চা চামচ খালি পেটে বা তরকারীতে রান্না করেও খাওয়া যায়।

৬. আমলকী : আমলকীর রয়েছে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার অসাধারণ গুণ। নিয়মিত আমলকী খাওয়ার ফলে দেহে ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। যার ফলে ডায়াবেটিসের সমস্যাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুবিধা হয়।

মোটকথা নিয়মিত কোন না কোন তিতা খেতে পারলে কেবল ডায়াবেটিস নয়, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অন্যান্য বহু অজানা রোগ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

৭. আদা : আদার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে বিশেষভাবে সহায়ক। প্রতিদিন অল্প পরিমাণে কাঁচা আদা চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করলে ডায়াবেটিস সহজেই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৮. ঘৃতকুমারী সকলেরই পরিচিত। গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত ঘৃতকুমারীর রস পান করার ফলে রক্তের সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়াও প্রতিদিন ১ গ্লাস ঘৃতকুমারীর শরবত রক্তের লিপিড বা ফ্যাট মলিকউল্‌স কমায়। যা ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষত দ্রুত শুকাতে সহায়তা করে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সকালে দু'বড়ি কেলি মিউর ৬X ও বিকালে দু'বড়ি নেট্রোম সাল্‌ফ ৬X (বায়োকেমিক) খুবই উপকারী। এগুলি মাঝে-মধ্যে খাবেন। অথবা একটানা চারদিন নিয়মমত খেয়ে পরে চারদিন বিরতি দিবেন। তাছাড়া পেটের যেকোন সমস্যায় কেলি মিউর ৬X খুবই ফলপ্রদ। মিষ্টি ভক্তগণ দৈনিক চা চামচের দু'তিন চামচ খাঁটি মধু খেতে পারেন। একবার একটা মিষ্টি খেলে সারা দিন আর কোন মিষ্টি খাবেন না। ঐদিন যেকোন তিতা খাবেন *(স.স.)*।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত প্রচারপত্র

ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

Contents

কবিতা

জান্নাতের আলো

আব্দুর রাযযাক
সাঁজুড়িয়া, তাহেরপুর, রাজশাহী।

অশ্রুতে মোর বুক ভিজে যায়
ভাবছি বসে নদীর কুলে,
জান্নাতে ঘর চাইগো আল্লাহ
যেও না মোরে ভুলে।
দিবাযামী হৃদয় কাঁদে
আল্লাহ তোমার আশায়
মোর সুখের আশা
বিলীন যেন না হয় নিরাশায়।
পার্থিব সুখ চাই না আমি
চাই জান্নাতের আলো,
মনের হিংসা দূর করে দাও
হৃদয় কর ভালো।
আপন প্রেমে নইকো পাগল
পাগল তোমার প্রেমে
ভালোবেসে চলা পথে
দাও গো রহম ঢেলে।
সেই রহমে মিলবে নাজাত
পাইবো ফিরদাউস,
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে
চাই তোমারই সন্তোষ।

***

ছহীহ পথে চলো

মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম
বিল্লী বাজার, তানোর, রাজশাহী।

আসমান হ'তে এক ইঞ্জীল
নাযিল হয়েছিল।
যমীনে এসে সেই ইঞ্জীল
চার কেন হ'ল?
অহি-র বিধান কুরআন-হাদীছ
কোথায় রয়ে গেল
চার মাযহাব-চার তরীকা
দ্বীনে ঢুকে গেল।
আল্লাহ্র কথা মেনে যেজন
করে জীবন-যাপন
কুরআন-হাদীছ মানে যে
সেই আসল মুমিন।
এসো সকল মুমিন ভাই
সময় চলে গেলো
হকের দাওয়াত কবুল করে
ছহীহ পথে চলো।

আজব কল

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

দেখে এলাম একটি জাগায় এমন আজব কল,
স্রষ্টা তাহার নাইকো কেহ নাইকো শক্তি বল।
এমনি একা ঘোরে সে কল অনন্তকাল ধরি,
তার পিছনে নাই তো কারো কোন কারিগরী।
সেই কলেরই এমনি যে গুণ দ্রব্যগুলি সব,
মিস্ত্রি ছাড়া তৈরী হয় সে সত্য ও বাস্তব।
এমন কথা বললে কারোর বিশ্বাস হ'তে পারে?
ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া তৈরী কল মিস্ত্রি ছাড়া ঘোরে?
এবার আমি জিজ্ঞেস করি এই দুনিয়া তবে,
স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি কি সে এমনি এমনি হবে?
চিন্তা করে বিশ্লেষণে এটাই যদি হয়,
স্রষ্টা যে এক সৃষ্টির পিছে আছেন নিশ্চয়।
এবার তবে সবার কাছে আমার আবেদন,
স্রষ্টার কাছে নত করি সবার দেহ মন।
আদেশ তাঁহার মানি সবই দেই না কিছু বাদ,
মানবো কিছু আর কিছুতে করবো প্রতিবাদ?
এমন তর করে পরে গেলে কবরে,
পাবে না কেউ রেহাই মোটে আযাব হবে পরপারে।

***

শামিল হও

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

নও মুজাহিদ মুসলিম সব এক জামাতে শামিল হও
সঠিক রাহের দিক দিশারী
অহী-র বিধান ছড়িয়ে দাও।
আল-কুরআন হোক পথের দ্যুতি
নবীর হাদীছ নিত্য সাথী
শিরক-বিদ'আতের বক্ষে লাথি হানবে যদি মুক্তি চাও;
নও মুজাহিদ মুসলিম সব এক জামাতে শামিল হও
এক আল্লাহ্র সৈনিক মোরা নইকো দ্বৈত পূজক দল
শাহাদাতের জাযবা বুকে চল সমুখে এগিয়ে চল।
পাশ্চাত্যের ঐ বিজাতীয়
কৃষ্টি-কালচার গুড়িয়ে দাও
দ্বীন ইসলামী বিজয় নিশান
শক্ত হাতে উড়িয়ে নাও।
কাজ নেই আর ঘরের কোণে
চল সঠিকের অন্বেষণে
আল্লাহ্র রাহে বেঠিক মনে
নিজের জীবন বিলীয়ে দাও
নওমুজাহিদ মুসলিম সব এক জামা'আতে শামিল হও।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. মুরারা বিন রাবী'আ, কা'ব বিন মালেক, হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাঃ)।
২. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)।
৩. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)।
৪. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)।
৫. হাস্সান বিন ছাবেত (রাঃ)।
৬. মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)।
৭. উক্কাশা বিন মিহসান (রাঃ)।
৮. আলী বিন আবু তালেব (রাঃ)।
৯. ছুমামা বিন আছাল (আঃ)।
১০. আবু যর গিফারী (রাঃ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. নোয়াখালীতে। ২. কুতুবদিয়ায়।
৩. নারায়ণগঞ্জ। ৪. শীতলক্ষ্যা।
৫. চাঁদপুর।
৬. নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ।
৭. বেনাপোল স্থল বন্দর। ৮. যশোর।
৯. হিলি স্থল বন্দর। ১০. দিনাজপুর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন্ ছাহাবী সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক নবীর একজন বিশেষ সাহায্যকারী থাকে, আমার সাহায্যকারী হচ্ছে'?
২. কোন্ ছাহাবীকে খোঁড়া শহীদ বলা হয়?
৩. কোন্ ছাহাবীকে রাস্তা দিয়ে চলতে দেখলে শয়তান অন্য রাস্তা দিয়ে চলত?
৪. কোন্ ছাহাবীকে নবী করীম (ছাঃ) বলেছিলেন, 'হারূণ যেমন মূসার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, তুমি আমার নিকট সেই রকম মর্যাদা সম্পন্ন, তবে আমার পরে কোন নবী নেই।
৫. ২০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই কোন্ ছাহাবীকে একটি যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করা হয়?
৬. সর্বপ্রথম কোন্ ছাহাবী কা'বা ঘরে আযান দেন?
৭. কোন্ ছাহাবী সবচেয়ে বেশী হাদীছ বর্ণনা করেন?
৮. আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আসল নাম কি?
৯. কোন্ ছাহাবীকে জিনে হত্যা করেছিল?
১০. কোন্ ছাহাবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ কুরআন পাঠক বলা হ'ত?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. ভোমরা স্থলবন্দর কোন্ যেলায় অবস্থিত?
২. কসবা স্থলবন্দর কোন্ যেলায় অবস্থিত?
৩. বুড়িমারী স্থলবন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
৪. বাংলাবান্দা স্থলবন্দর কোন্ যেলায় অবস্থিত?
৫. হাতীবান্দা স্থলবন্দর কোথায় অবস্থিত?
৬. বাংলাদেশের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কখন গঠন করা হয়?
৭. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?
৮. আভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) কোথায় অবস্থিত?
৯. বাংলাদেশের সর্বশেষ স্থলবন্দর কোথায়?
১০. বাংলাদেশের কোন্ স্থলবন্দর বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

চাঁদমারী, পাবনা ৪ঠা মার্চ, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় পৈলানপুর, চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি যেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার সভপতি মুহাম্মাদ তারিক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে রফীকুল ইসলামকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

ছন্দে-ছড়ায় ছহীহ হাদীছ

মুজাহিদুল ইসলাম
হলিধানী, ঝিনাইদহ।

হাদীছ পড়ে জেনেছি ভাই
বিশ্ব নবীর কথা,
আল্লাহ তা'আলা সকল কাজে
ভালবাসেন নম্রতা।
(বুখারী হা/৬০২৪)।

সকল কাজের ফলই হবে
নিয়ত অনুযায়ী
যে নিয়তে কাজটা করবে
ফলটা পাবে তাই-ই।
(বুখারী, হা/১)।

এই জগতে একজন প্রকৃত
মুসলমান বলে তাকে
যার হাত ও মুখ থেকে
অন্যরা নিরাপদ থাকে।
(বুখারী হা/১০)।

ছালাত কখনো হয় না
সূরা ফাতিহা ছাড়া
এই বিষয়টা প্রমাণিত
বুখারীর হাদীছ দ্বারা।
(বুখারী হা/৭৫৬)।

Contents

স্বদেশ

ঢাকা শহরে মাটির নিচে হবে চার লেনের সড়ক

ঢাকা শহরে মাটির নিচ দিয়ে চারটি সড়ক (সাবওয়ে) নির্মাণের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে সরকার। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী মৌখিকভাবে ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণের বিষয়ে সেতু বিভাগকে নির্দেশনা দেন। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পনা মোতাবেক ২০২১ সালের মধ্যে দু'টি সাবওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ৩২ কি.মি. দীর্ঘ সাবওয়ে লাইন-১ টঙ্গী হ'তে শুরু করে এয়ারপোর্ট -কাকলী-মহাখালী-মগবাজার-পল্টন-শাপলা চত্বর হয়ে সায়েদাবাদ পর্যন্ত হবে, যা পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। আর সাবওয়ে লাইন-২ এর দৈর্ঘ্য হবে ১৬ কি.মি.। এটি আমিনবাজার থেকে শুরু করে গাবতলী-শ্যামলী-আসাদগেট হয়ে সায়েদাবাদ পর্যন্ত হবে, যা পরবর্তীতে উভয়দিকে সম্প্রসারিত হবে। মোট ৪৮ কি.মি. সাবওয়ে দু'টির মোট সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যয় হবে ৮১৪ কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে প্রাথমিক প্রস্তাব অনুসারে সাবওয়ের তৃতীয় রুটটি যাবে গাবতলী থেকে সদরঘাট পর্যন্ত এবং চতুর্থটি যাবে রামপুরা থেকে সদরঘাট পর্যন্ত। উল্লেখ্য, ঢাকা শহরের বর্তমান অবস্থায় এলিভেটেড এবং এ্যাট-গ্রেড আকারের রাস্তা নির্মাণ করতে গেলে নির্মাণকালীন জটিলতার বিষয়গুলো বিবেচনা করে মাটির নিচে সাবওয়ে নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিনা দোষে ১৩ বছর কারাভোগ!

উচ্চ আদালত থেকে খালাসের আদেশ হ'লেও সেই আদেশ কারাগারে না পৌঁছানোয় ১৩ বছর কারাভোগ করে অবশেষে বের হ'ল সাতক্ষীরার জবেদ আলী (৫৯)। গত ১৬ই মার্চ বুধবার বিকালে চাঞ্চল্যকর এই আদেশ জজ আদালত থেকে কারাগারে পৌঁছানোর পর যথাযথ কার্যক্রম শেষে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আদালতের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ১৯৯৪ সালে সাতক্ষীরার তালা উপযেলার মানিকহার গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মেয়ে লিলিকে (৮) বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগে শ্যালক কাশেম সরদার কর্তৃক মামলা করার পর গ্রেফতার হয় জবেদ আলী। পুলিশ এই মামলায় তার বিরুদ্ধে আদালতে চূড়ান্ত অভিযোগপত্র দাখিল করে। পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে সাতক্ষীরার অতিরিক্ত যেলা ও দায়রা জজ আদালত ২০০১ সালে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। জবেদ আলী এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করেন। আপিলে ২০০৩ সালে তিনি খালাস পান। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিম্ন আদালতে পৌঁছলেও দীর্ঘ ১৩ বছরে তা যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ায় এবং কারাগারে না পৌঁছানোয় মুক্তি পায়নি কৃষক জবেদ আলী।

অতঃপর সম্প্রতি সাতক্ষীরা জজ আদালতের আইনজীবী যিল্লুর রহমান-২ তার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে জবেদ আলীর বিষয়টি জানতে পেরে তার মুক্তির জন্য আদালতে আবেদন করেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে সাতক্ষীরার অতিরিক্ত যেলা জজ আশরাফুল হক শুনানি শেষে তাকে মুক্তির নির্দেশ দেন। এসময় আদালত বলেন, 'যার ভুল অথবা অবহেলার কারণে তাকে এতদিন কারাভোগ করতে হ'ল আল্লাহ তাদেরও বিচার করবেন'।

মুক্তির পর জবেদ আলী বলেন, পৃথিবীতে কোনও বাবা তার মেয়েকে হত্যা করেছে এমনটা আমার জানা নেই। আমার সঙ্গে যে ভুল করা হয়েছে অন্য কোন মানুষের সঙ্গে যেন এমন আর না হয়। আমি কাউকে দোষারোপ করবো না। আল্লাহ্‌র উপর বিচার ছেড়ে দিলাম।

[আমরা আইনজীবী জনাব যিল্লুর রহমান-২-কে তাঁর সহৃদয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ যেন তাকে ইহকালে ও পরকালে এর উত্তম পুরস্কার দান করেন। সেই সাথে অন্যান্য আইনজীবী ও বিচারকগণকে গরীব বিচারপ্রার্থীদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

বিদেশ

অপরাধীর অভাবে জেলখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নেদারল্যাণ্ডে

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন হত্যা, ধর্ষণ, দুর্নীতি, রাহাজানিতে সামাজিক জীবন দূর্বিষহ, জেলখানাগুলো যখন বন্দী ও কয়েদীতে উপচে পড়ছে, ঠিক তখন তার বিপরীত চিত্র ইউরোপের সবচেয়ে উদার ধর্মীয় সংস্কৃতির দেশ নেদারল্যাণ্ডের। ২০১৩ সালে কয়েদির অভাবে ১৯টি জেলখানা বন্ধ করে দেয় নেদারল্যান্ড সরকার এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে আরো ৫টি জেলখানা বন্ধ করতে হয়েছে সরকারকে। ফলে বেকার হয়ে পড়েছে প্রায় ২ হাযার কারাকর্মী। যাদের মাত্র ৭০০ জনকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্যান্য জায়গায় চাকরি দেয়া সম্ভব হয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে নেদারল্যাণ্ডে অপরাধীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে আসছে। জেলখানা পূর্ণ করতে দেশটি সম্প্রতি নরওয়ে থেকে ২৪০ জন কয়েদীকে আমদানি করেছে।

কিন্তু এমন সাফল্যের পেছনে কী সেই কারণ, যা নেদারল্যান্ডের অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখছে? এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে নেদারল্যান্ডের বিচারমন্ত্রী আর ভেন ডার স্টুর পার্লামেন্টকে জানান, কয়েদীদের সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল মাদক আইন শিথিল করা। বর্তমানে মাদকসেবীদের শাস্তি দেয়ার বদলে তাদের পুনর্বাসনে জোর দেয়া হয়েছে। অপর একটি কারণ হচ্ছে এঙ্কেল মনিটরিং ব্যবস্থা। কয়েদীদের জেলে বসিয়ে অযথা খরচ না করে তাদের পায়ে ট্রাকার লাগিয়ে সমাজে বিভিন্ন ইতিবাচক খাতে কাজে লাগানো হচ্ছে। তাতে করে সে নিজের উপার্জন নিজে করার পাশাপাশি নিজের ভুল থেকেও শিক্ষা নিতে পারছে। আরেকটি বিষয় হ'ল, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কোন অপরাধী সাজা খেটে বের হ'লে তাকে সুস্থধারায় ফেরানোর জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা, যা কিনা খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও নেই। ফলে মার্কিন জনগণের প্রতি ১ লক্ষে অপরাধীর সংখ্যা ৭১৬ জন, যেখানে নেদারল্যান্ডসের প্রতি লাখে অপরাধীর সংখ্যা মাত্র ৬৯ জন!

[বাংলাদেশ এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে। প্রয়োজন কেবল সদিচ্ছার (স.স.)]

রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ তুলতেই ক্ষেপে গেলেন সুচি

মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সুচি নিজ দেশ মিয়ানমারের জন্য ১৫ বছর গৃহবন্দী থাকায় পশ্চিমাদের নিকট ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে সমাদৃত। বর্তমানে তিনি মিয়ানমারের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী 'রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা' পদে সমাসীন। কিন্তু এক সাক্ষাৎকারে সুচি তার চরিত্রের অন্য একটি দিক উন্মোচন করে দিলেন। বিবিসি টুডের বিখ্যাত উপস্থাপক পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত সাংবাদিক মিশাল হুসেনের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে সুচি স্বাভাবিক মেযাজ হারিয়ে ক্ষেপে যান এবং তাকে বিড়বিড় করে ক্রোধের সাথে বলতে শোনা যায়, একজন মুসলিম যে আমার সাক্ষাৎকার নেবে এটা আমাকে কেউ বলেনি। তাদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় যখন মিশাল সুচিকে তার দেশের রোহিঙ্গাদের উপর চালানো বৌদ্ধদের নির্যাতন নিয়ে প্রশ্ন করেন। ৭০ বছর বয়সী সুচি তার দেশে রোহিঙ্গাদের উপর চালানো অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কখনো একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। সুচির অন্ধ সমর্থকও এ কথা স্বীকার করে যে, রোহিঙ্গাদের উপর চালানো বৌদ্ধদের বর্বর নির্যাতনের ব্যাপারে সুচির আচরণ সন্দেহজনক। মিশাল সুচিকে ইসলাম বিরোধিতা ও মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর চালানো গণহত্যার ব্যাপারে নিন্দা জানানোর আহ্বান জানালে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। সুচি

বলেন, আমি মনে করি অনেক বৌদ্ধও বিভিন্ন কারণে দেশত্যাগ করেছে। এটা আসলে দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের ফল। মিয়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধরা সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদের সহ্যই করতে পারে না। তাই ধারণা করা হচ্ছে, সুচি তার বৌদ্ধ সমর্থকদের বিরাগভাজন হ'তে চান না বলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মুখ বন্ধ রেখেছেন। মিয়ানমারের মোট জনসংখ্যার ৪% মুসলিম। দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করা রোহিঙ্গা মুসলিমরা দেশটিতে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসাবে স্বীকার করা হয় না এবং তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকারও সেখানে নেই।

[মুসলমানরা এইসব গণতন্ত্রী নোবেলজয়ীদের নিকট মানুষই নয়। আল্লাহ তাকে মানুষ বানান ও তার হাত দিয়ে নির্যাতিত মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিন, এ দো'আ করি (স.স.)]

যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়াকে টুকরা টুকরা করতে চায়

-জার্মান সাংবাদিক

২০১৪ সালে খবর সংগ্রহের জন্য আইএস নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রথম পশ্চিমা সাংবাদিক জার্মানির জুরজেন টোডেনহফার উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন যে, মার্কিন রাজনীতিকরা সিরিয়াকে টুকরা টুকরা করে খণ্ড-বিখণ্ড যুদ্ধ এলাকায় পরিণত করতে চলেছে। তিনি মনে করেন, যুদ্ধবিরতির পর এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ওয়াশিংটনকে এই প্রাণঘাতী যুদ্ধে ইন্ধন যোগানোর অবসান ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে বিভক্ত করেছে। তারা লিবিয়াকে বিভক্ত করেছে। এখন তারা সিরিয়াকে চার বা পাঁচ টুকরো করতে পারে যাতে বিভক্ত দেশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

তিনি আইএস সম্পর্কে বলেন, আমাদের প্রদর্শন করতে হবে যে তাদের মতাদর্শ ভুল, এ মতাদর্শ ইসলাম বিরোধী। মানুষকে আমাদের দেখাতে হবে যে এটা ভুল পথ, এটা একটি সমস্যারও সমাধান করবে না। আইএস সহানুভূতিশীলদের দেখানো উচিত যে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এর মধ্য দিয়ে তারা ইসলামের কোন সেবা করছে না, বরং তারা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারা ইসলামের জন্য বিপদ। আর তারা অন্তত মধ্যপ্রাচ্যে যেসব লোককে হত্যা করছে তাদের অধিকাংশই মুসলমান।

উল্লেখ্য, সিরিয়ায় গত পাঁচ বছর ধরে চলা ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সমন্বিত উদ্যোগে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। তবে তা সিরিয়াবাসীদের জন্য স্বস্তি বয়ে আনবে কি-না তা এখনো নিশ্চিত নয়। বরং এখন সিরিয়া রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকে কি-না সেই প্রশ্ন সামনে আসতে চলেছে।

আইএস চালাচ্ছে ইসরাঈলের মোসাদ

-ব্রিটিশ এমপি

ব্রিটেনের সংসদের লেবার পার্টির এমপি বব ক্যাম্পবেল বলেছেন, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএস ইসরাঈলে হামলা চালানো থেকে বিরত রয়েছে এ কারণে যে কুকুর কখনও তার নিজ লেজে কামড় দেয় না। ব্রাসেলসের সাম্প্রতিক বোমা হামলার জন্য তিনি ইহূদীবাদী ইসরাঈলকে দায়ী করেছেন। ক্যাম্পবেল সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে লেখা রয়েছে, আইএসই হচ্ছে একমাত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যে সিরিয়া থেকে দু'হাযার মাইল সফর করে প্যারিসে হামলা করতে পারলেও মাত্র ৫২ মাইল দূরে অবস্থিত ইসরাইলের ওপর হামলা করে না! কারণ, কুকুর কখনও তার নিজ লেজে কামড় দেয় না। ইহূদীবাদী ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ আইএসআইএলকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

[তিক্ত সত্য প্রকাশ করার জন্য বৃটিশ এমপিকে ধন্যবাদ। এর দ্বারা বাংলাদেশের শাসকরা সাবধান হৌক, সেটাই কামনা করি (স.স.)]

মুসলিম জাহান

দক্ষিণ সূদান : মানবতা যেখানে ভূলুণ্ঠিত

মানবসভ্যতা যখন প্রতি মুহূর্তে উৎকর্ষের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে, ঠিক তখনই যেন উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার দেশ দক্ষিণ সূদানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। রক্তে রঙিন হচ্ছে রাজপথ, ধর্ষিতার চিৎকারে ভারী হচ্ছে আকাশ। বেকারত্ব, ক্ষুধা আর দারিদ্র্য যেন দেশটির অসহায় মানুষগুলোকে প্রতি মুহূর্তে চিল-শকুনের মতো খুবলে খাচ্ছে। চারপাশে ভূমিবেষ্টিত দক্ষিণ সূদান ২০১১ সালের ৯ জুলাই সূদানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরপরই দেশটির জনগণের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন যেন দুর্বিষহ হয়ে তাদের জীবনে হানা দেয়। দক্ষিণ সুদানের ১০টি অঙ্গরাজ্যের ৯টিতেই শুরু থেকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহী সংগঠন। সংগঠনগুলোর দাবী, দেশটির সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষমতায় টিকে থাকার পাঁয়তারা করছে। এ সংঘর্ষের ফলাফলে ভালো কিছু তো আসেইনি, উল্টো ঘরছাড়া হয়েছেন লাখ লাখ নিরীহ মানুষ। দিনে দিনে খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে দেশটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে সেখানে যারাই সরকারের বিরোধিতা করছে, তাদেরকেই নানাভাবে হত্যা করছে সেনারা। এ হত্যার তালিকা থেকে বাদ পড়ছে না শিশু ও অক্ষম মানুষেরাও। কাউকে প্রকাশ্য দিবালোকে জীবন্ত পোড়ানো হচ্ছে, কাউকে জনসমক্ষে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে, আবার কাউকে শিপিং কন্টেইনারে পুরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হচ্ছে। নির্যাতন শুধু এখানেই থেমে থাকেনি। সরকারপন্থী সেনারা রীতিমতো ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগে মেতেছে। যার বাড়িতে খুশি হানা দিচ্ছে তারা। লুটে নিচ্ছে সবকিছু। ধর্ষণ করছে নারীদের। হত্যা করছে পুরুষ ও শিশুদের। এমনকি মিলিশিয়া বা সেনাবাহিনীর সদস্য এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে নারীদের ধর্ষণের বৈধতা দিয়েছে দেশটির সরকার। যা এক চরম বিভীষিকাময় চিত্রের নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

প্রতিবেদনে এসেছে, সেনাদের সঙ্গে দেশটির সরকারের যা খুশী করার একটা চুক্তি হয়েছে। যার ফলে এ চরম মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ২০১১ সাল থেকে অস্থিরতার সূচনা ঘটলেও ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তা তীব্র আকার ধারণ করে। দেশটির দুর্ভাগ্যের শুরু হিসাবে প্রেসিডেন্ট সালভা কিইর ও প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট রিক মাচারের মধ্যকার সম্পর্কচ্যুতিকেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এ সময়ের মধ্যে সেখানে বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় ১০ হাযার মানুষ নিহত হয়েছে। গৃহহীন হয়েছে প্রায় ২৩ লাখ মানুষ। মানুষে-মানুষে হানাহানি আর সরকার ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে সেখানে টালমাটাল অবস্থা। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সরকার বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়েছে। আইন-আদালতের তোয়াক্কা না করে যে যার মতো জবর দখল করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। সংঘাত, অস্থিরতা, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও সহিংসতায় পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি। মানুষের দিন যায়, রাত কাটে মৃত্যুর শঙ্কা বাড়ে। কিন্তু নবীন এই স্বাধীন রাষ্ট্রের শুভদিনের খোঁজ মেলে না...।

পাকিস্তানে পাহাড়ের সুড়ঙ্গে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ কেন্দ্র

পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় কোয়েটা শহর পরিবেষ্টনকারী ধূসর পাহাড়ের অনেক গভীরে এক অভাবনীয় সম্পদ রয়েছে। পাহাড়ের গভীরে সুড়ঙ্গে পবিত্র কুরআনের বাক্সগুলো মৌচাকের মতো থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অপবিত্রতা থেকে নিরাপদে এসব সুড়ঙ্গে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পাহাড়টি 'জাবাল-ই-নূর' বা 'জ্যোতির পাহাড়' হিসাবে পরিচিত। দুই ভাই মিলে পাহাড়ের সুড়ঙ্গকে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের জন্য একটি পবিত্র আধার হিসাবে পরিণত করার পর থেকে এ পর্যন্ত লাখ লাখ

Contents

লোক এই সুড়ঙ্গ পরিদর্শন করেছে। এখানে কুরআনের বেশ কয়েকটি কপি রয়েছে যেগুলো ছয়শ' বছরের বেশী পুরনো। জাবাল-ই-নূরের প্রশাসক মুযাফফর আলী বলেন, এখানে পুরনো কুরআন ভর্তি অন্তত ৫০ লাখ বস্তা রয়েছে। স্থানাভাবের কারণে সুড়ঙ্গের বাইরেও শত শত বস্তায় ভরা কুরআনের কপি পাহাড়ের গায়ে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

এর ভিতরে প্রবেশে দর্শণার্থীদের কোন ফী দিতে হয় না। তবে তারা সেখানে দান করতে পারেন। সংরক্ষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা ৭৭ বছর বয়সী বিত্তশালী ব্যবসায়ী আব্দুছ ছামাদ লেহরী বলেন, পাহাড়ে আমরা আরো সুড়ঙ্গ খনন করতে চাই। কিন্তু আমাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। কুরআনের বাণীগুলো সংরক্ষণে লেহরীর এ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। তিনি বলেন, কা'বা শরীফের এক বিরাট ছবি ছাপানো একটি সংবাদপত্র তার এক বন্ধুর গাড়ির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে তিনি তা যত্নের সঙ্গে তুলে নেন এবং তখনই পবিত্র কুরআনের বাণী ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তার মিশন শুরু করার শপথ নেন।

ওবামার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি

লিবিয়ায় হামলা ছিল সবচেয়ে বড় ভুল

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর কি কি প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে, সে সম্পর্কে তৈরী না থাকায় সেই হামলা এবং তারপরের ব্যর্থতা ছিল তার প্রেসিডেন্ট থাকার সময়কালে সবচেয়ে বড় ভুল। ওবামা এবারই প্রথম লিবিয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন। গত মাসে তিনি আটলান্টিক ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, লিবিয়া অভিযান তিনি যেমনটা ভেবেছেন, সে অনুযায়ীই এগিয়েছে। কিন্তু এরপর লিবিয়া এক বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, লিবিয়া দখলের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন 'বিভ্রান্ত' হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য, মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট ২০১১ সালে বেসামরিক ব্যক্তিদের রক্ষার নামে সেখানে হামলা চালায়। তবে লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে হত্যার পর দেশটি এক বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে। বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ নিজেদের সরকার ও পার্লামেন্ট গঠন করে। আর একে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়।

মালয়েশিয়ায় কুরআন হেফযকে জাতীয় শিক্ষার অর্ন্তভুক্ত করা হচ্ছে

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজীব রাযাক বলেছেন, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় মালয়েশিয়ার সরকার কুরআন হেফযের প্রতি সাধারণ মানুষকে উৎসাহী করার জন্য ও কুরআন হেফযকে জাতীয় শিক্ষার অর্ন্তভুক্ত করার জন্য একটি জাতীয় নীতি প্রণয়নে কাজ করছে। এ ব্যাপারে মতামত দেওয়ার জন্য মালয়েশিয়ার বিভিন্ন মাদরাসা ও কুরআন হেফয সেন্টার প্রধানদের প্রতি অনুরোধও জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি কুরআন হেফয জাতীয় নীতি প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত। বলতে পারেন, এটা আমার আকাঙ্ক্ষাও বটে। গত ২০শে মার্চ রাজধানী কুয়ালালামপুরে ফেডারেল মসজিদে অনুষ্ঠিত সদ্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ন্যাশনাল হেফযুল কুরআন এসোসিয়েশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় ২০ হাযার কুরআনের হাফেযের উপস্থিতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

উল্লেখ্য যে, মালয়েশিয়ার সরকার ১৯৬৬ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে কুরআন হেফয সেন্টার ও মাদরাসা নির্মাণ করেছে এবং এখনও এ ধারা চালু রয়েছে।

[ধন্যবাদ মালয়েশিয়া সরকারকে। শতকরা ৫১ ভাগ মুসলিমের দেশ হয়েও তারা যদি এমন সুন্দর কাজ করতে পারে, তাহ'লে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ হয়েও বাংলাদেশ সরকার কেন একাজ করতে পারে না? (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ডায়াবেটিস ঠেকাতে সপ্তাহে দু'দিন না খেয়ে থাকতে হবে!

সপ্তাহে পাঁচদিন নিয়মিত খাবার গ্রহণ, বাকি দু'দিন অনাহারে থাকা, ওযন কমাতে ও ডায়াবেটিস ঠেকাতে এটাই নাকি সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর উপায়। বেশ কিছু সমীক্ষায় এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পর 'বিবিসি'র স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিক ডা. মোজলে নিজে ডায়েট ৫:২ নামে পরিচিত এ বিষয়টি পরীক্ষা করে চমকপ্রদ ফল পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। মাত্র পাঁচ সপ্তাহে তাঁর ওযন কমেছে ছয় কেজি। সেই সঙ্গে তার রক্তে কোলেস্টেরল এবং গ্লুকোজ খুবই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। তবে ডা. মোজলে বলেছেন, খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন সংযম দরকার, তেমনি অনাহারে থাকার ক্ষেত্রেও সংযম প্রয়োজন। তাই যে দু'দিন অনাহারে থাকতে হবে, তখন একদম না খেয়ে থাকতে হবে তা নয়। তবে কোনভাবেই মহিলাদের বেলায় পাঁচশো ক্যালরি আর পুরুষদের বেলায় ছয়শো ক্যালরির বেশি খাওয়া যাবে না।

[রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী সপ্তাহে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার দু'দিন নফল ছিয়ামের অভ্যাস করলে এবং সাহারী ও ইফতারে অতিভোজন থেকে বিরত থাকলে মুসলমানরা অতি সহজে এটি অর্জন করতে পারে (স.স.)]

এবার জ্ঞান আপলোড করা যাবে মস্তিষ্কে!

কম্পিউটারে বা ইন্টারনেটে যেভাবে আমরা তথ্য কপি পেস্ট করি, সেভাবে যদি মানুষের মস্তিষ্কেও কপি-পেস্ট করা যেত তাহ'লে কতই না ভালো হ'ত! এ চিন্তা বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে বহু দিন ধরেই। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতেও এ রকম ধারণার প্রতিফলন দেখা যায় প্রায়শই। কিন্তু এবার বাস্তবেও এটি প্রয়োগের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এ পদ্ধতিকে মানুষের জন্য উপযোগী রূপ দিতে পারবেন বলে আশাবাদী।

ক্যালিফোর্নিয়ার এইচআরএল ল্যাবরেটরিজের একদল বিজ্ঞানী কয়েকটি পরীক্ষা চালান, যাতে প্রশিক্ষিত পাইলটদের মস্তিষ্কের কার্যক্রম (সংকেত) পর্যবেক্ষণ করা হয়। লক্ষ্য ছিল উড়োজাহাজ চালনা শিখতে আগ্রহী তরুণ-তরুণীদের মস্তিষ্কে এসব সংকেত বিশেষ উপায়ে প্রতিস্থাপন করা। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩২ জন শিক্ষার্থী বিশেষ প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কে এসব সংকেতের সাহায্যে উদ্দীপনা নেয়। এরপর বিমান চালনায় তারা পারদর্শিতা দেখানোর ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে ৩৩ শতাংশ এগিয়ে ছিল। আর যারা ঐ উদ্দীপনা নেয়নি, তাঁরা পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে ছিল।

ঐ গবেষণায় যুক্ত বিজ্ঞানী ম্যাথু ফিলিপস বলেন, বিমান উড়ানো শিখতে মাসের পর মাস লেগে যায়। তবে ঐ শিক্ষার্থীরা মস্তিষ্কে উদ্দীপনা নেওয়ার পর তাঁদের শেখার প্রক্রিয়ায় বাড়তি গতি এসেছিল। তারা ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি প্রয়োগের আগে তার কার্যকারিতা অবশ্যই খুঁটিয়ে দেখবেন। তবে শুরুটা বেশ উত্তেজনাকর হয়েছে, এমনটাই বলছেন বিজ্ঞানীরা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ টিকা আবিষ্কার

ডেঙ্গু জ্বরকে প্রতিরোধ করার প্রাথমিক হাতিয়ার হিসাবে প্রথমবারের মত আবিষ্কার হ'ল টিকা। তা এখন মানুষকে মরণঘাতী রোগ থেকে রক্ষা করবে বলে দাবী করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজের ভাইরোলজিস্ট স্টিফেন হোয়াইটহেড ও তার সহযোগী গবেষকেরা। সম্প্রতি এ ব্যাপারে তাদের প্রকাশিত গবেষণাপত্র রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বিশ্বে। কারণ ডেঙ্গু আতঙ্কে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় গোটা বিশ্বকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, এবছর এই জ্বরে বিশ্বে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৩৯ কোটি মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৪১ জনের উপরে পরীক্ষা করা হয় সদ্য আবিষ্কৃত ভ্যাকসিনটি। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে, ভ্যাকসিনটি যাদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের ডেঙ্গু কাবু করতে পারেনি।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

এলাকা সম্মেলন

সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা ১৪ই মার্চ রবিবার: অদ্য বাদ আছর সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন সোনাবাড়িয়া বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সোনাবাড়িয়া এলাকার উদ্যোগে 'এলাকা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা জনাব প্রফেসর নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব আব্দুর রহমান ও মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদ, বংশাল ঢাকার খতীব হাফেয শামসুর রহমান আযাদী ও মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী) প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

ঢাকা ২৬শে মার্চ শনিবার : অদ্য সকাল ১০ ঘটিকা হ'তে দিনব্যাপী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে 'কর্মপদ্ধতি' বইয়ের উপরে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ প্রমুখ। যেলার বিভিন্ন শাখা ও এলাকা থেকে কর্মীগণ উক্ত প্রশিক্ষণে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসান, দফতর সম্পাদক ফযলুল হক ও বংশাল এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জনাব মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন।

রাজশাহী ২৬শে মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্বপার্শ্বস্থ মসজিদের ৩য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** হেদয়াতী ভাষণে বলেন, সফল কর্মী তারাই যারা দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে থেকে স্রেফ নেকী লাভের উদ্দেশ্যে ইমারতের প্রতি আনুগত্যশীল থাকে এবং আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করে। তিনি সবাইকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেন ও আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য জামা'আতবদ্ধ থেকে নিরলসভাবে দাওয়াতী কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর আবাসিক শিক্ষক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনকে সভাপতি ও অধ্যাপক মুবীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত কমিটির সদস্যদের নিকট থেকে শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, রাজশাহী যেলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে দু'ভাগ করে ইতিপূর্বে ৪.৯.২০১৫ইং তারিখে ডা. ইদ্রীস আলীকে সভাপতি ও মাস্টার সিরাজুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী-পূর্ব যেলা এবং ১১.৯.২০১৫ তারিখে অধ্যাপক দুরুল হুদাকে সভাপতি ও অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইনকে সেক্রেটারী করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী-পশ্চিম যেলা কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর রাজশাহী মহানগরীকে রাজশাহী সদর যেলায় রূপান্তরিত করা হয় এবং ২৯.৩.২০১৬ তারিখে জনাব নাযিমুদ্দীনকে সভাপতি ও অধ্যাপক মুবীনুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট সদর যেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। একই দিনে সদর যেলাকে দু'ভাগ করে জনাব গিয়াছুদ্দীনকে সভাপতি ও জনাব আবুবকরকে সেক্রেটারী করে রাজশাহী সদর-পূর্ব এবং জনাব আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও জনাব নযরুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে রাজশাহী সদর-পশ্চিম উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

রাজশাহী ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা এবং রাজশাহীর মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাজী আইয়ূব আলী।

প্রশিক্ষণ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** হেদয়াতী ভাষণে বলেন, সমাজের প্রচলিত জাহেলিয়াতের স্রোতকে ফিরিয়ে কুরআন-হাদীছমুখী করার জন্য আমাদের সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য সকল কর্মীকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ইমারতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

রাজশাহী ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্বপার্শ্বস্থ মসজিদের ৩য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** হেদয়াতী ভাষণে বলেন, ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্র বিষয়ে সকলে সাবধান থাকুন। মাল ও মর্যাদার লোভ রাখালবিহীন ছাগপালের উপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অতএব জান্নাত পিয়াসী কর্মীগণ নিঃস্বার্থভাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চালিয়ে যান। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং এজন্য আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করেন।

তাবলীগী সভা

সাভার, ঢাকা ২৫শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ঢাকা যেলার সাভার-আশুলিয়া উপযেলার উদ্যোগে স্থানীয় পুকুরপার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, জিরানীতে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা শামসুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, বংশাল এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জনাব মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মারূফ, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক তরীকুল ইসলাম, উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ক্বামারুযযামান, বাইদগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা রফীকুল ইসলাম, আমীন মডেল টাউন কলেজের প্রভাষক আল-আমীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন, অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আশরাফুল ইসলাম ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. আব্দুল জাব্বার। উল্লেখ্য যে, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মসজিদে দায়িত্বশীলগণ জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ আছর অত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

পরাণপুর, ঝিনাইদহ ৩১শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন পরাণপুর জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

চট্টগ্রাম ১লা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে নগরীর পতেঙ্গা থানাধীন বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাশীরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ এমদাদুল ইসলাম প্রমুখ।

কক্সবাজার ২রা এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে নগরীর পাহাড়তলী আব্দুল গণী জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এডভোকেট শফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন' -এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ সাদী। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আন্দোলন-এর কর্মী ও সুধীগণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মেহমান শহরের প্রধান সড়কে জে এন প্লাজার ৩য় তলায় সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে যেলা দায়িত্বশীলগণের সাথে সংক্ষিপ্ত সভায় মিলিত হন। এসময় তিনি সকলকে স্রেফ আখেরাতে মুক্তির স্বার্থে সমাজ সংস্কারে আরো বেশী সময়, শ্রম ও অর্থ কুরবানী করার আহ্বান জানান। তিনি 'আন্দোলন'-এর কর্মপদ্ধতির আলোকে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক, বাদ এশা একটি করে হাদীছ পাঠ, বাদ ফজর তাফসীরুল কুরআন ও নবীদের কাহিনী পাঠ ও মাসিক তাবলীগী ইজতেমা করার জন্য দায়িত্বশীলদের প্রতি জোর তাকীদ প্রদান করেন।

মেহেরপুর ১৩ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গাংণী থানাধীন বামুন্দি বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বামুন্দি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাসানুল্লাহ, গাংণী উপযেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুযযামান।

অতঃপর সেখান থেকে কেন্দ্রীয় মেহমান সাহারবাটী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী দাখিল মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বায়তুল মামূর জামে মসজিদ, বংশাল ঢাকার খতীব হাফেয শামসুর রহমান আযাদী এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

যুবসংঘ

আরামনগর, জয়পুরহাট ৮ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান, সহ-সভাপতি উলফত মোল্লা, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুন নূর, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোশতাক আহমাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুবকর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আল-আমীন, যেলা সোনামণি পরিচালক আব্দুল মুন'ইম, অত্র মসজিদের ইমাম ইসমাঈল হোসাইন সহ শাখা, এলাকা ও উপযেলা দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ।

আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা

মেহেরপুর ১৫ই মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে গাংনী উপযেলা সদরে আঞ্জুমান আরা সুলতানার বাসায় এক তাবীলগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলার বিভিন্ন শাখা থেকে বিশিষ্ট মহিলাগণ উক্ত ইজতেমায় যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে 'নারী সমাজ থেকে শিরক-বিদ'আত দূরীকরণে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র ভূমিকা' শীর্ষক বিষয়ের উপর আলোচনা পেশ করেন আঞ্জুমান আরা সুলতানা। অনুষ্ঠান শেষে আঞ্জুমান আরা সুলতানাকে সভানেত্রী এবং রোযীনা আফরোযাকে সেক্রেটারী করে ১০ সদস্যা বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা'র মেহেরপুর যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর দায়িত্বশীলগণ সভানেত্রীর নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

কেরাণীগঞ্জে এশিয়ার বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক কারাগার উদ্বোধন

রাজধানীর দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের তেঘরিয়া ইউনিয়নের রাজেন্দ্রপুরে নির্মিত হয়েছে এশিয়ার সর্বাধুনিক ও বৃহত্তম কারাগার। এটি গত ১০ই এপ্রিল রবিবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৪ হাযার ৫৯০ জন বন্দীকে রাখার উপযোগী এ কারাগারটিতে প্রাথমিকভাবে শুধু পুরুষ বন্দীদের রাখা হবে। পুরুষ কারাগারটির পাশে নতুন একটি মহিলা কারাগার নির্মাণাধীন রয়েছে।

বর্তমানে পুরনো ঢাকার নাযিমুদ্দীন রোডের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে নতুন কারাগারটির দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার। ১৭৮৮ সালে স্থাপিত পুরান ঢাকার এ কারাগারটি বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম এক সাক্ষী।

১৯৮০ সালে বর্তমানের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারটি স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার দীর্ঘ ৩৫ বছর পর এটি কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরিত হচ্ছে। মোট ১৯৪ দশমিক ৪১ একর জমির ওপর এ কারাগারটি অবস্থিত। ২০০৬ সালের ২৭ সেপ্টম্বর একনেকে অনুমোদন পাওয়ার পরে প্রকল্পটি জমি অধিগ্রহণ করা শুরু করে। নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৪০৬ কোটি ৩৪ লাখ ৬০ হাযার টাকা। কারাগারটির নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হ'লে ৩টি ডিভিশনের পুরুষ-১ এ ৪ হাযার পুরুষ-২ এ ৪ হাযার ও মহিলা কারাগারে ৩০০ জন থাকতে পারবে। ৪টি করে সিলিং ফ্যান সমৃদ্ধ ২০ হাত দৈর্ঘ্য ও ১০ হাত প্রস্থের প্রতিটি কক্ষে ১৩ জন করে কয়েদী থাকতে পারবে।

নতুন এ কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চারপাশে ১৮ ফুট উচ্চতার বিশেষ প্যারামিটার দেয়াল এবং তার উপর রেষ্টিফাইড ক্যাবল দিয়ে কমপক্ষে ৬ ফুট উঁচু করে ঘিরে রাখা হয়েছে।

ভিআইপিদের জন্য ৬০টি বিশেষ কক্ষবিশিষ্ট ভবন, কিশোর অপরাধী ও ভারসাম্যহীন বন্দীদের জন্য পৃথক পৃথক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থাগার ভবন, ২০০ শয্যার হাসপাতাল, কারারক্ষী ব্যারাক, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ভবন, অফিসার্স ক্লাব, স্টাফ ক্লাব, স্কুল, মসজিদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ আলোচনা সভার জন্য মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : মানুষকে সূদমুক্ত করযে হাসানাহ দেওয়ার ফযীলত কি?

-আব্দুস সালাম
চাপাতলী বাজার, দিনাজপুর।

উত্তর : করযে হাসানাহ প্রদানের গুরুত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছাদাক্বার নেকী ১০ গুণ। আর করযে হাসানাহ্র নেকী ১৮ গুণ' *(বায়হাক্বী, ছহীহাহ হা/৩৪০৭)*। তিনি বলেন, কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দু'বার কর্য দিলে সে সেই পরিমাণ মাল একবার ছাদাক্বা করার সমান ছওয়াব পায়' *(ইবনু মাজাহ হা/২৪৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯০১)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ মওকূফ করে দেয়' *(মুসলিম হা/১৫৬৩; মিশকাত হা/২৯০২)*। মনে রাখা আবশ্যক যে, এসব ঋণদান কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে সূদমুক্ত হ'তে হবে। নইলে নেকী অর্জনের বদলে আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (২/২৮২) : জেহরী ছালাতে ইমাম আমীন বলতে ভুলে গেলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে না বললে মুক্তাদীদের আমীন বলতে হবে কি?

-হাবীবুল্লাহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আমীন বলা ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের জন্য যরূরী। এক্ষণে ইমাম আমীন না বললেও মুক্তাদীরা আমীন বলবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখনই ইমাম ওয়া লাযযা-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আমীন বল'। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫)*। তবে ইমামের আমীন বলার অপেক্ষা করতে হবে। যদি তিনি না বলেন, তখন মুক্তাদী আমীন বলবে।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : মসজিদের সেফটি ট্যাংক মসজিদের বারান্দার নীচে নির্মিত হ'লে, তার উপরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মঈনুদ্দীন, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : সেফটি ট্যাংকের উপরিভাগ পবিত্র থাকলে তার উপর ছালাত আদায় করা যাবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৮০)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সম্পূর্ণ পৃথিবী ছালাতের স্থান' *(আবুদাঊদ হা/৪৯২; মিশকাত হা/৭৩৭)*। তিনি আরো বলেন, 'সমগ্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্র এবং সিজদার স্থান বানিয়ে দেয়া হয়েছে' *(বুখারী হা/৪৩৮, মিশকাত হা/৫৭৪৭)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : খতমে ইউনুস নামে কোন আমল একাকী বা যৌথভাবে করা যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ কোন আমলের অস্তিত্ব শরী'আতে নেই। সুতরাং এই দো'আ 'এতবার পাঠ করলে এই ফযীলত'-এরূপ আমলের কোন সুযোগ নেই। বরং বিপদের সময় এক বা একাধিকবার দো'আ ইউনুস পাঠ করতে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন সমস্যায় দো'আটি পাঠ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন' *(তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : অন্ধকার ঘরের মধ্যে ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি?

-খোরশেদ, মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তর : অন্ধকার ঘরে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ধকার ঘরে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী, হা/৩৮২; মুসলিম, হা/৫১২, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/৭৮৬)*। তবে সামান্য হলেও আলোকিত স্থানে ছালাত আদায় করা উত্তম। তাতে ক্ষতিকর পোকা-মাকড় থেকে এবং মসজিদে জামা'আতের ক্ষেত্রে কাতার সোজা না হওয়ার আশংকা থেকে বাঁচা যাবে।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : লাশ দাফন করার পর একাকী হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-পারভেয আলম, ফারাক্কা, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : মৃতব্যক্তির দাফনের পর দাফন-কাফনের অংশ হিসাবে কবরস্থানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে বা একাকী হাত তুলে দো'আ করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। এরূপ আমল বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। তবে দাফনের পরে মাইয়েতের 'তাছবীত' অর্থাৎ মুনকার নাকীর-এর প্রশ্নের জবাব দানের সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলে পড়বে- 'আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া ছাব্বিত-হু' ('হে আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তাকে দৃঢ় রাখ') *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)*। এছাড়া আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু.. মর্মে বর্ণিত দো'আটিও পড়তে পারে *(মুসলিম হা/৯৬৩; মিশকাত হা/১৬৫৫)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : অমুসলিম কর্তৃক অনুবাদকৃত কুরআন পড়া জায়েয হবে কি?

-আশরাফ, ডিমলা, নীলফামারী।

উত্তর : সাধারণ পাঠকের জন্য এরূপ অনুবাদ থেকে দূরে থাকাই উত্তম। কারণ ভাষাগত অদক্ষতার কারণে এবং আক্বীদা বিরোধী হওয়ার কারণে তাদের অনুবাদে ভুল থাকার সম্ভাবনা থাকে। তবে বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হ'লে কোন অমুসলিমের অনুবাদ পাঠে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসীলায় দো'আ করা যাবে কি? এ ব্যাপারে কোন দলীল আছে কি?

-শহীদুল ইসলাম খান, সানারপাড়, নারায়ণগঞ্জ।

Contents

উত্তর : মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসীলায় দো'আ করা বা কোন বিপদে তাঁর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মৃত্যুর পরে কেউ কারু কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। আনাস (রাঃ) বলেন, যখনই অনাবৃষ্টি হ'ত, তখনই ওমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলায় বৃষ্টি চাইতাম। আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার অসীলায় তোমার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাদের বৃষ্টি দাও! অতঃপর বৃষ্টি হ'ত *(বুখারী হা/১০১০; মিশকাত হা/১৫০৯)*। এতে বুঝা যায় যে, জীবিত ব্যক্তি অন্য কোন পুণ্যবান জীবিত ব্যক্তির অসীলায় দো'আ করতে পারে। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তির অসীলায় নয়। তাছাড়া যে রাসূল স্বীয় জীবদ্দশায় নিজের কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখেন না, মৃত্যুর পরে তাঁর পক্ষে অন্যের উপকার করা কিভাবে সম্ভব? তাহ'লে তো তিনি জামাতা আলী এবং নাতি হাসান ও হোসাইনকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারতেন। মূলতঃ কিছু যঈফ ও জাল বর্ণনা দ্বারা ছূফীরা অসীলা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে মাত্র *(দ্রঃ আলবানী, আত-তাওয়াসসুল পৃঃ ১০১-০৩)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : আযানের পর পঠিতব্য ছহীহ এবং জাল-যঈফ দো'আ সমূহ কি কি?

-মশীউর রহমান
গঙ্গারামপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : বিশুদ্ধ নিয়ম হ'ল, আযানের জওয়াব দান শেষে প্রথমে দরূদ পড়বে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)*। অতঃপর আযানের দো'আ পড়বে *'আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ, ওয়াছ ছলা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াব'আছহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্‌তাহ'*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দো'আ পাঠ করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯)*। এছাড়া আযানের অন্য দো'আও রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬১)*।

প্রকাশ থাকে যে, আযান একটি ইবাদত। এতে কোনরূপ কমবেশী করা জায়েয নয়। তবুও আযানের দো'আয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য যোগ হয়েছে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এর কিছু নিম্নরূপ :

(১) বায়হাক্বীতে *(১ম খণ্ড ৪১০ পৃঃ)* বর্ণিত আযানের দো'আর শুরুতে *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি হাক্কেি হা-যিহিদ দাওয়াতে'* (শায) **(২)** একই হাদীছের শেষে বর্ণিত *'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আ-দ* (শায) **(৩)** ইমাম ত্বাহাভীর 'শারহু মা'আনিল আছার'-য়ে বর্ণিত *'আ-তি সাইয়িদানা মুহাম্মাদান'* (মুদরাজ ও শায) **(৪)** ইবনুস সুন্নীর 'ফী 'আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ'তে *'ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা'* (বানোয়াট ও সংযোজন) **(৫)** রাফেঈ প্রণীত 'আল-মুহার্রির'-য়ে আযানের দো'আর শেষে বর্ণিত *'ইয়া আরহামার রা-হিমীন'* (ভিত্তিহীন) **(৬)** আযানের দো'আয় যোগ করা *'ওয়ারঝুক্বনা শাফা'আতাহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ'* (বানোয়াট) **(৭)** শেষে *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ, ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বলা (বানোয়াট) *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩ পৃঃ ১/২৬০-৬১; ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর ১/৫১৮ পৃঃ; মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাত ২/১৬৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ পৃঃ ১/৯২)*। অতএব এসব পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৮-৭৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে কুরআনের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাকি লিখিতভাবে নাযিল হয়েছিল। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-এমদাদুল ইসলাম
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এটা ভিত্তিহীন বক্তব্য। বরং জিবরীল (আঃ) কর্তৃক মৌখিকভাবে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত *(বুখারী হা/৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৮৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : একটি জমি নিয়ে কোর্টে মামলা চলছে। এমতাবস্থায় উক্ত জমিতে ঈদগাহ বানানো যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, কুষ্টিয়া।

উত্তর : স্থায়ীভাবে ঈদগাহ হিসাবে নির্দিষ্ট করা যাবে না। কারণ মামলা চলায় এর মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি। তবে সকলের সম্মতিক্রমে সাময়িকভাবে ঈদের ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। স্থায়ী ঈদগাহ বা মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফকৃত হওয়া যরূরী *(বুখারী হা/২৭৭৪; মুসলিম হা/৫২৪)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলে যে সম্মিলিতভাবে আখেরী মুনাজাত করা হয়, এরূপ কোন বিধান শরী'আতে আছে কি?

-আব্দুল্লাহ, রংপুর।

উত্তর : এরূপ কোন বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই। এসব সুন্নাত বিরোধী বিদ'আতী আমল। বরং এক্ষেত্রে মজলিস ভঙ্গের যে দো'আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিখিয়েছেন, তা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে পড়বে। সেটি হ'ল : *'সুবহানাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'*। এই দো'আ পাঠ করলে মজলিস চলাকালীন অনর্থক কথা সমূহের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং নেকীর কথাগুলি কিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত হয়ে যায়' *(নাসাঈ হা/১৩৪৪; তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৫০, ২৪৩৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর যাকাতের হকদার হলে পিতা স্বীয় যাকাতের অর্থ ছেলে-মেয়েকে দিতে পারবে কি?

-আব্দুল মাজেদ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্ন অনুযায়ী বুঝা যায় যে, উক্ত পিতা যাকাত

প্রদানের হকদার হিসাবে সম্পদশালী এবং সন্তান যাকাত গ্রহণের হকদার হিসাবে দুস্থ। এমতাবস্থায় উক্ত সন্তানের জন্য যাকাতের অর্থ নয় বরং সাধারণভাবে নিজ মাল থেকে খরচ করা পিতার জন্য যরূরী কর্তব্য *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/১০৫; ইবনুল মুনযির, আল-ইজমা ৫৭ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) দানের ক্ষেত্রে স্বীয় পরিবারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন *(বুখারী হা/৫৩৫৫; মিশকাত হা/১৮৬৩)*। এছাড়া সন্তানের জন্য খরচ করা পিতার নৈতিক দায়িত্ব *(বুখারী হা/; মিশকাত হা/৩৩৪২)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : জুম'আর পূর্বক্ষণে ইমাম ছাহেবের কাছে দাঁড়িয়ে মসজিদের আম, কাঁঠাল, কদু ইত্যাদির নিলাম করা যাবে কি?

-আব্দুল হালীম, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩২)*। তিনি আরও বলেন, যখন তোমরা মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ যেন আপনার ব্যবসায় লাভ না দেন *(তিরমিযী হা/১৩২১; দারেমী হা/১৪০১; মিশকাত হা/৭৩৩;)*। উপরন্তু জুম'আর পূর্বক্ষণে যখন যতখুশী ছালাত আদায় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২)*, এমন একটি সময়ে নিলাম ডেকে নফল ছালাত আদায়রত মুছল্লীদের খুশূ-খুযূ বিনষ্ট করা নিতান্তই নিন্দনীয় কাজ। তবে ছালাত শেষে মসজিদের বাইরে নিলাম ডাকায় কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৮৭)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : ঋতুর অপবিত্র কাপড়সমূহ পবিত্র কাপড় সমূহের সাথে একত্রে ধৌত করলে পবিত্রগুলিও অপবিত্র হয়ে যাবে কি? এছাড়া ঋতুর কাপড় ধৌত করার পৃথক কোন পদ্ধতি আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : ঋতুর অপবিত্র কাপড় অন্য পবিত্র কাপড়ের সাথে একত্রে ধৌত করলে পবিত্র কাপড় অপবিত্র হবে না। তবে পৃথকভাবে ধোয়াই রূচিশীলতার পরিচয়। ঋতুর কাপড় ধোয়ার পদ্ধতির ব্যাপারে জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে *(বুখারী হা/২২৭; মুসলিম হা/২৯১)*।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : মৃত্যুর কতদিনের মধ্যে ওয়ারিছদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করতে হয়? এতে কেউ গড়িমসি করলে কোন পাপ হবে কি?

-মোর্শেদ মা'ছূম, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর : শারঈ ওযর ব্যতীত পরিত্যক্ত সম্পদ দ্রুত বণ্টন করাই উত্তম। তবে এর কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। হকদারদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কিছু দেরী করাতেও কোন বাধা নেই *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/২৪৩)*। প্রথমে মাইয়েতের ঋণ পরিশোধ করবে। অতঃপর তাঁর কোন বৈধ অছিয়ত থাকলে তা পূর্ণ করবে। অতঃপর বাকী সম্পদ ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টন করবে *(নিসা ৪/১১; ইবনু মাজাহ হা/২৭১৫; মিশকাত হা/৩০৫৭)*। এ বিষয়ে বেশী দেরী করলে ফেৎনার আশংকা বৃদ্ধি পায় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব বিষয়টি সমাধা করা আবশ্যক। স্মর্তব্য যে, কাউকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কেউ গড়িমসি করলে বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে, তার জন্য জান্নাত হারাম হবে *(মুসলিম হা/১৩৭; মিশকাত হা/৩৭৬০)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : একবার বিসমিল্লাহ পড়ে অনেকগুলি পশু একাধারে যবেহ করা যাবে কি?

-শাহরিয়ার আলম
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : প্রত্যেক প্রাণীর জন্য পৃথকভাবে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করা কর্তব্য *(আন'আম ৬/১১৮-১১৯; বুখারী হা/৫৫৬৫, তিরমিযী হা/১৫২১, ইরওয়া হা/২৫৩৬)*। তবে কোন আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে এক সাথে বহু প্রাণী যবেহ করা সম্ভব হ'লে একবার দো'আ পাঠ করাই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : মোহরানার সম্পদের হকদার স্ত্রী না তার পিতা? পিতা সে টাকা ব্যবহার করলে পরে তা ফেরত দিতে হবে কি?

-মাজেদুল ইসলাম, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত সম্পদের হকদার স্ত্রী *(নিসা ৪/৪)*। স্ত্রী চাইলে স্বীয় পিতাকে হাদিয়া হিসাবে দিতে পারে এবং পিতাও চাইলে ঋণ হিসাবে কিছু নিতে পারে। তবে পিতা নিজের মনে করে উক্ত টাকা ভোগ করতে পারবে না।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : আমি আমার মায়ের একমাত্র সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর আমাকে নিয়েই মায়ের সব আশা। বর্তমানে আমি দাড়ি রেখেছি তাতে আমার মা ও আত্মীয়-স্বজন ভীষণ অসন্তুষ্ট। প্রতিনিয়ত আমাকে তা কাটার জন্য নির্দেশ দেন। এক্ষণে মায়ের নির্দেশে জিহাদে গমন থেকে দূরে থাকার ন্যায় আমার জন্য কোন সুযোগ আছে কি?

-রুবেল রাণা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : শরী'আত পালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার বাধা মান্য করা যাবে না *(লোকমান ৩১/১৫; বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫)*। যে ছাহাবী জিহাদে না গিয়ে মায়ের খিদমত করেছিলেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশেই তা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩০০৪; মিশকাত হা/৩৮১৭)*। কারণ জিহাদে গমন করা ও পিতা-মাতার খেদমত করা উভয়টিই নেকী হাছিলের মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছাহাবীর ও তার মায়ের অবস্থা বিবেচনায় একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন মাত্র। সুতরাং এর সাথে দাড়ি রাখা না রাখার তুলনা করার কোন সুযোগ নেই। জিহাদে গেলে সন্তান নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাতে মা অবলম্বনহীন হ'তে পারেন। কিন্তু দাড়ি রাখলে সন্তান নিহত হবে না, মাও অবলম্বনহীন হবেন না। অতএব একটির উপর অন্যটি ক্বিয়াস করা যাবে না।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : আমাদের মসজিদের কিছু মুছল্লী অন্য মুছল্লীদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে তাদের অনুপস্থিতিতে আলোচনা করেন। এক্ষণে এটা কি গীবত হবে?

-রিযওয়ান ইসলাম, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়।

উত্তর : নিজেদের ইছলাহের জন্য উদাহরণ স্বরূপ অন্য কারু কোন ত্রুটির প্রসঙ্গ উঠে এলে এবং সেখানে কোন মন্দ উদ্দেশ্য না থাকলে সেটা গীবত হবে না। যেভাবে হাদীছের সনদ সমূহের ভাল-মন্দ যাচাই করা হয়ে থাকে। কপট উদ্দেশ্য থাকলে সেটা গীবত হবে। কারণ শরী'আতে গীবত বলা হয়, কারু মধ্যে বিদ্যমান দোষ সম্পর্কে তার অগোচরে বলা, যা সে অপসন্দ করে *(মুসলিম হা/২৫৮৯; মিশকাত হা/৪৮২৮)*। গীবতকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ ঐসব লোকদের জন্য, যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে' *(হুমাযাহ ১০৪/১)*। অন্য আয়াতে একে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে *(হুজুরাত ১২)*। এক্ষণে সকলের জন্য আবশ্যক হবে কারু দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে নেকীর উদ্দেশ্যে একাকী তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া অথবা তা গোপন রাখা। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মুমিন তার ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। যখন তার কোন দোষ দেখবে, (একে অপরকে) তা সংশোধন করে দেবে *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৩৮, সনদ হাসান)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন *(বুখারী হা/২৪৪২, ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৪)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : আমার মেয়ের একটি কানের লতি জন্মগতভাবে কাটা। সেকারণে তাকে বিভিন্নভাবে বিব্রত হতে হয়। এক্ষণে প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে ঠিক করা হলে তাতে কোন বাধা আছে কি? না এটা আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন হিসাবে গুনাহগার হতে হবে?

-মাসঊদ, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : এটা আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন নয়। বরং এটি জন্মগত ত্রুটি সংশোধন। অতএব তা অপারেশনের মাধ্যমে প্রকৃতরূপে ফিরিয়ে আনায় কোন বাধা নেই। আরফাজা বিন আস'আদ (রাঃ) (জাহেলী যুগে) কুলাব যুদ্ধে নাক হারালে তিনি সেখানে রূপার তৈরী একটি নাক লাগান। কিন্তু তাতে দুর্গন্ধ দেখা দিলে রাসূল (ছাঃ) তাকে স্বর্ণের নাক সংযোজনের নির্দেশ দেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪০০ সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিদের মসজিদে সামনের কাতারে দাঁড়াতে দিতে হবে। এটা হাদীছসম্মত কি?

-যিমাম ইসলাম
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত আমল হাদীছসম্মত। তবে কেবল বয়সে বৃদ্ধ ও সম্মানী নয় বরং ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণই ইমামের পিছনে ও নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবেন *(মুসলিম হা/৪৩২; মিশকাত হা/১০৮৯)*। এর কারণ হ'ল তাঁরা যেন ইমামের ভুলের ক্ষেত্রে তাকে সতর্ক করতে পারেন এবং প্রয়োজনে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৯)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : সফরে বেরিয়ে রাস্তায় ছালাতের সময় হয়ে গেলে নারী বা পুরুষ গাড়িতে ছালাত আদায় করে নিতে পারবে কি?

-রুকসানা,
আটলাণ্টা, জর্জিয়া, আমেরিকা।

উত্তর : সফরে বের হয়ে ছালাতের সময় হলে যানবাহনে ছালাত পড়া যাবে *(বুখারী হা/৪০০)*। তবে ছালাতের সময় অবশিষ্ট থাকতেই গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হ'লে সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করবে। অথবা দুই ওয়াক্তের ছালাত জমা তাক্বদীম কিংবা জমা তাখীর করবে *(আবুদাঊদ হা/১২০৮; মিশকাত হা/১৩৪৪; মির'আত হা/১৩৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ৪/৩৯৬ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৪০, ১৮৮)*। পরিবহনে ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত শুরু করা বাঞ্ছনীয় *(আবুদাঊদ হা/১২২৪-২৮; নায়ল ২/২৯১ পৃঃ)*। তবে ক্বিবলা নির্ধারণ সম্ভব না হ'লে প্রবল ধারণার উপর ছালাত আদায় করা জায়েয *(বাক্বারাহ ২/২৩৮; বুখারী হা/৪৫৩৫, ইরওয়া হা/৫৮৮; ইবনু মাজাহ হা/১০২০)*। আর রুকূ-সিজদা করা অসুবিধা মনে হ'লে কেবল তাকবীর দিয়ে ও ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় মাথা রুকূর চেয়ে কিছুটা বেশী নীচু করবে *(আবুদাঊদ হা/১২২৭)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : অনেক মাদরাসায় প্রাপ্তবয়স্কা ছাত্রীদেরকে উন্মুক্ত স্থানে পিটি, গান, গযল ইত্যাদি করানো হয়। শরী'আতে এর বিধান কি?

-রাইয়ান, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উন্মুক্ত স্থানে এধরনের কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ *(নূর ২৪/৩১)*। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে শক্তিধর এবং নারীকে দুর্বল ও পুরুষের জন্য আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মাহরাম ব্যতীত কোন নারী যখন পরপুরুষের সঙ্গে নির্জনে একত্রিত হয়, সেখানে তৃতীয়জন থাকে শয়তান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮)*। তিনি বলেন, নারী হ'ল গোপন বস্তু। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছু নেয়' *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*। অতএব তার কণ্ঠস্বরও গোপন। আল্লাহ বলেন, নারীরা যেন এমনভাবে না চলে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে' *(নূর ২৪/৩১)*। খেলাধুলা বা গান-গযলে তা আবশ্যিকভাবে হয়ে থাকে। সেকারণ প্রাপ্ত বয়স্ক হৌক চাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক হৌক নারীদের গান-গযল, খেলাধুলা প্রভৃতি নির্দোষ বিনোদন নারীদের মাঝে পর্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই আবশ্যক। তাতে নারীর স্বভাবজাত লজ্জাশীলতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : বিবাহের সময় ছেলে-মেয়েদের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-পারভেয আলম, ফারাক্কা, ভারত।

উত্তর : এগুলি বিজাতীয় কুসংস্কার থেকে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। অতএব এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

Contents

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : ইলেকট্রিক র‍্যাকেট দিয়ে মশা মারার বিধান কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ইলেকট্রিক র‍্যাকেট দ্বারা মশা ও ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করায় কোন বাধা নেই। কারণ কোন প্রাণী যদি কষ্টদায়ক এবং ক্ষতিকর হয়, তাহ'লে তাকে হত্যা করা শরী'আতসম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী একটি গাছের নীচে অবতরণ করলে তাঁকে একটি পিঁপড়ায় কামড় দেয়। ফলে তাঁর নির্দেশে পিঁপড়ার বাসা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি অহী নাযিল করে বলেন, তুমি একটি মাত্র পিঁপড়াকে শাস্তি দিলে না কেন? *(মুসলিম হা/২২৪১; মিশকাত হা/৪১২২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমাকে একটি পিঁপড়া কামড় দিয়েছে, অথচ তুমি আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠকারী একটি জাতিকে জ্বালিয়ে দিলে! *(বুখারী হা/৩০১৯; মিশকাত হা/২২৪১)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর নবীকে একজনের অপরাধে পুরো দলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিরস্কার করেছেন, পুড়িয়ে মারার জন্য নয়' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ৫১৭৬, উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৫৯/১২)*। অতএব এভাবে মশা বা অন্য যেকোন ক্ষতিকর পোকা-মাকড় মারায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : মসজিদ স্থানান্তরের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম,
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা।

উত্তর : বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদ স্থানান্তর করা যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) কা'বাগৃহ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর দেওয়া ভিতের উপর ভিত দিতে চেয়েছিলেন। কারণ কুরায়েশরা কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত থেকে ছোট করে নির্মাণ করেছিল। কিন্তু তারা নতুন মুসলিম হওয়ায় বিরোধের আশংকায় রাসূল (ছাঃ) তা করেননি *(বুখারী হা/১২৩; মুসলিম হা/২৩৬৭)*। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার শাসক ছিলেন ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মালের অর্থ চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। ফলে তিনি মসজিদ স্থানান্তরের নির্দেশ দেন এবং মসজিদ স্থানান্তর করা হয়। পরে মসজিদের পরিত্যক্ত স্থানটি খেজুর ব্যবসায়ীদের বাজারে পরিণত হয়' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮৯৪৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১০৬৫৪, হায়ছামী বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২১৬-২১৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/২৯০ পৃঃ)*। উক্ত হাদীছ ও আছার থেকে বুঝা যায় যে, অনিবার্য কারণে মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে স্থানান্তর করা যায়। প্রকাশ থাকে যে, 'ওয়াক্ফের সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং কাউকে হেবা করাও যাবে না' মর্মের হাদীছ *(বুখারী হা/২৭৬৪, মিশকাত হা/৩০০৮)*-এর প্রেক্ষিতে কিছু বিদ্বান বলেন, যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্ফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না'। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একথার উত্তরে বলেন, 'ওয়াক্ফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন জিহাদের জন্য ওয়াক্ফকৃত ঘোড়া বৃদ্ধাবস্থায় বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দিলে তাতে ওয়াক্ফের কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো উত্তম হয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২১৪)*। অতএব মসজিদ স্থানান্তরে কোন বাধা নেই। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন ফিৎনার কারণ না হয়। যা অবশেষে 'যেরার' মসজিদে পরিণত হ'তে পারে।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : জনৈক বক্তা বলেন, মসজিদে ঘুমানোর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে। এ কথা কি সঠিক?

-শওকত হোসাইন
দক্ষিণ টেপাখোলা, ফরিদপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। প্রয়োজনে মসজিদে ঘুমানো জায়েয। আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) অবিবাহিত যুবক হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে ঘুমিয়েছেন *(বুখারী হা/৪৪০; নাসাঈ হা/৭২২)*। তিনি বলেন, আমরা যুবকেরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে ঘুমাতাম *(তিরমিযী হা/৩২১; ইবনু মাজাহ হা/৭৫১)*। আলী (রাঃ) মসজিদে ঘুমিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৪৪১; মুসলিম হা/২৪০৯)*। অতএব প্রয়োজনে মসজিদে ঘুমানোয় কোন বাধা নেই। তবে এজন্য তাকে মসজিদের আদব রক্ষাকারী মুমিন হ'তে হবে।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : আমি পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট রেখে তা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে যাকাত দিয়েছি এবং বাকী অংশ দান করেছি। এক্ষণে আমার যাকাত কবুলযোগ্য হবে কি? না মূল টাকা থেকে যাকাত বের করতে হবে?

-আব্দুল আহাদ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : গৃহীত লভ্যাংশ সূদমুক্ত না হওয়ায় উক্ত যাকাত কবুলযোগ্য হবে না। বরং মূল অর্থ হ'তে যাকাত দিতে হবে। কারণ বর্তমানে প্রচলিত কোন ব্যাংকই পুরোপুরি সূদমুক্ত নয়। বরং সন্দেহযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখবে। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না' *(মুসলিম হা/ ১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে কেবল সংরক্ষণের জন্য, লভ্যাংশ ভোগ করার জন্য নয়।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : আমি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী। কিন্তু রেস্টুরেন্টের খাবারে ভিনেগার মিশাতে হয়। শুনেছি এতে ১৪% এ্যালকোহল আছে। এক্ষণে আমার ভিনেগার ব্যবহার জায়েয হবে কি?

-জুয়েল, ফেনী।

উত্তর : ভিনেগার বা সিরকায় ব্যবহৃত উপাদান মদের পর্যায়ভুক্ত নয়। এটি আপেল, খেজুর, টমেটো, নারিকেল, চাউল, গম প্রভৃতি ফলমূল থেকে তৈরী করা হয়। রাসূল (ছাঃ) সিরকাকে উত্তম তরকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন

Contents

(মুসলিম হা/২০৫১-৫২; মিশকাত হা/৪১৮৩)। আর মদ থেকে যে সিরকা তৈরী হয়, তা নিষিদ্ধ *(তিরমিযী হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৩৬৪৯)*। সুতরাং ফলমূল থেকে প্রস্তুতকৃত ভিনেগার খাদ্যে ব্যবহারে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : ইজতিহাদে ভুল হ'লে যদি একটি নেকী হয়, তবে যেসমস্ত আলেম ভুল ইজতিহাদ করে হাদীছ বিরোধী আমল করে চলেছে তারা গোনাহগার হবে কি?

-আব্দুল হালীম, মালদ্বীপ।

উত্তর : নিজের ভুল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার পরও জেনে-শুনে তা অবহেলা করা, কপটতাবশতঃ তা অবজ্ঞা করা, অহংকারবশতঃ ভুল স্বীকার না করা, অন্য কারু দোহাই দিয়ে কোন আমলের উপর যিদ করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত যে কোন আলেম এজন্য গোনাহগার হবেন। কেবল খালেছ নিয়তে হক না বুঝার কারণে ভুল ইজতিহাদকারী ব্যক্তি নেকী পাবেন। যে ভুল বুঝার পর তিনি নিজেকে সংশোধন করবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকের অন্তরের খবর রাখেন *(আলে ইমরান ৩/১১৯)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে আমাদের করণীয় কি?

-শফীকুল ইসলাম, আসাম, ভারত।

উত্তর : ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ দু'টি শর্ত প্রদান করেছেন। ঈমান ও আমলে ছালেহ। অর্থাৎ নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সৎকর্ম। এক্ষণে মুসলিম-অমুসলিম সকল দেশের মুসলিম নাগরিকদের জন্য মৌলিক কর্তব্য হ'ল নবী-রাসূলগণের দেখানো পথে নিজেদের জীবনে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং নিরন্তর দাওয়াত ও সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনে চেষ্টিত হওয়া। এর মাধ্যমেই আল্লাহ চাইলে কাঙ্ক্ষিত খেলাফত কায়েম হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*। এক্ষেত্রে যেমন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি শিরকী মতবাদ অনুসরণের কোন সুযোগ নেই, তেমনি চরমপন্থার অনুসরণে মানুষ হত্যায় লিপ্ত হওয়ারও কোন সুযোগ নেই।

জানা আবশ্যক যে, নিজের জীবনে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় বৈধ প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয দায়িত্ব। কিন্তু রাষ্ট্র কায়েম করাই ইসলাম এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করাই হ'ল ইক্বামতে দ্বীন বা দ্বীনের বিজয়, এটি হ'ল চরমপন্থী খারেজীদের আক্বীদা। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে হুকূমত নয়। বরং ইক্বামতে তাওহীদ। যা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন' *(শূরা ৪২/১৩; বিস্তারিত দ্রঃ 'ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি' বই)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : জনৈক আলেম বলেন, দুনিয়া অর্জন ও মানুষের কল্যাণবিহীন জ্ঞানার্জন করা হারাম। এক্ষণে আমার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়া জায়েয হবে কি?

-এসএম মুত্তালিব, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩, ৩৯১৪)*। দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন যদি আখিরাতের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তাহ'লে সেটিও আল্লাহ্র ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে'। 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*। আদম (আঃ), দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) এবং পরবর্তীতে বনু ইসরাঈলের নবীগণ সকলে স্ব স্ব সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন *(বুখারী হা/৩৪৫৫, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৫)*। অতএব শুধু রাষ্ট্র বিজ্ঞান নয় বরং বিজ্ঞানের সকল শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করা মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি সেখানে আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব গবেষণা ও তাঁর প্রতি আনুগত্য উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে সেটি ইবাদতে পরিণত হবে।

প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই, যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে, তাহ'লে যেকোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা 'আলাক্বের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। অতএব দুনিয়া পরিচালনা বা আর্থিক চাহিদা মিটানোর জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ অন্য যেকোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা বৈধ। যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষার জন্য আদেশ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমাকে ইহূদীদের কিতাব শিখতে বলা হয়েছিল *(তিরমিযী হা/২৭১৫; মিশকাত হা/৪৬৫৯; ছহীহাহ হা/১৮৭)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : আমাদের এলাকায় একদল ভাই নির্দিষ্টভাবে জুম'আর দিন তাহাজ্জুদের জন্য যুবকদের একত্রিত করে। এভাবে তাহাজ্জুদ তথা রাত্রি জাগরণ করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল কুদ্দূস, নাটোর।

উত্তর : বরকত ও ফযীলতের আশায় কেবল জুম'আর রাত্রিকে নির্দিষ্ট করে জাগরণ করা নিষিদ্ধ। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কেবল জুম'আর রাত্রিকে জাগরণের জন্য নির্দিষ্ট না করে। অনুরূপভাবে কেবল জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট করে ছিয়াম পালন না করে, তার একদিন আগে বা পরে ছিয়াম রাখা ব্যতীত *(মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২; 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। আর কোন দিনকে

নির্দিষ্ট করে পূর্বঘোষণার মাধ্যমে একত্রিতভাবে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের ব্যাপারেও শরী'আতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/৬০-৬১)*। তবে ফযীলতের প্রত্যাশা ব্যতীত স্রেফ তা'লীমের জন্য মাঝে-মধ্যে জামা'আতের সাথে রাত্রি জাগরণ করায় কোন বাধা নেই। যেমন মহিলাদের দাবীক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের তা'লীমের জন্য একটা দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/১১৩৫, ৭৩১০; মুসলিম হা/৭৭২, ২৬৩৩; মিশকাত হা/১৭৫৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিতে হবে কি?

-রাকীবুল হাসান, কাতার।

উত্তর : এরূপ আমল রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়। তবে মসজিদে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া যাবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১)*। আর কোন মজলিসে উপস্থিত হওয়া ও বের হওয়া উভয়ক্ষেত্রে সালাম দেওয়া যাবে *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০০৭,১০০৮; মিশকাত হা/৪৬৬০; ছহীহাহ হা/১৮৩; 'মজলিসে আগমনের সময় সালাম দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : সফর অবস্থায় জুম'আর সাথে আছরের ছালাত জমা করা যাবে কি?

-মুহতাসিন ফুয়াদ, মালিবাগ, ঢাকা।

উত্তর : সফর অবস্থায় ছালাত জমা করা যাবে। কারণ জুম'আ যোহরের স্থলাভিষিক্ত *(মু'জামুল কাবীর হা/৯৫৪৫, ৯৫৪৭; তামামুল মিন্নাহ ১/৩৪০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩১৭১, সনদ হাসান)*। রাসূল (ছাঃ) যোহরের সাথে আছরের ছালাত জমা করেছেন। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধে মনযিল ত্যাগের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আছর-এর ছালাত একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন যোহরকে বিলম্ব করে যোহর ও আছর একত্রে পড়তেন *(আবুদাঊদ হা/১২০৮; মিশকাত হা/১৩৪৪ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : হাদীছে বর্ণিত ঈমানের ৭০টি শাখা-প্রশাখা ধারাবাহিকভাবে জানতে চাই।

-যুলফিকার আলম, খানপুর, পঞ্চগড়।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৬০-এর অধিক অথবা ৭০-এর অধিক শাখা-প্রশাখা নির্ধারণ করেছেন। بِضْعٌ বলতে ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত বুঝায়। সে হিসাবে সর্বোচ্চ ৬৯ বা ৭৯ টি হয়। তবে এর দ্বারা মূলতঃ অসংখ্য বুঝানো হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হ'ল *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* ও সর্বনিম্ন শাখা হ'ল, রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। অতঃপর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা' *(মুসলিম হা/৩৫; বুখারী হা/৯; মিশকাত হা/৫)*। এতে বুঝা যায় যে, শাখাসমূহের মধ্যে উচু-নীচু স্তরভেদ রয়েছে। বিদ্বানগণ বিভিন্নভাবে ঐ শাখাগুলি গণনা করেছেন। ক্বাযী আয়ায সেগুলিকে সংক্ষেপে তিনভাগে ভাগ করেছেন। হৃদয়ের আমল, যবানের আমল ও দৈহিক আমল। (১) হৃদয়ের আমল। যা আক্বীদা-বিশ্বাস ও নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট। যা ২৪টি। যেমন আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস। যিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে অনন্য এবং যা অন্য কারু সাথে তুলনীয় নয়। ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস ও অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান। (২) যবানের আমল। যা ৭টি। যেমন তাওহীদের স্বীকৃতি, কুরআন তেলাওয়াত, ইলম শেখা ও শিখানো, দো'আ পাঠ ইত্যাদি। (৩) দৈহিক আমল। যা ৩৮টি। যেমন পবিত্রতা অর্জন, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, পর্দা করা, ছাদাক্বা করা, পিতা-মাতার সেবা করা, পরিবার পালন করা, নেতার আনুগত্য করা, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা, দণ্ডবিধি কায়েম করা, জিহাদ করা, বাজে কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ইত্যাদি *(ফাৎহুলবারী হা/৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। মোটকথা সকল আনুগত্যমূলক কাজ ঈমানের শাখা।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : হযরত আলী (রাঃ)-এ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ঘটনা জানতে চাই।

-শহীদুযযামান, গুলশান, ঢাকা।

উত্তর : নাহরাওয়ানের যুদ্ধে পরাজিত খারেজী শক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যার নিকৃষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে। খারেজী নেতা আব্দুর রহমান ইবনু মুলজাম, হাজ্জাজ ও আমর ইবনু বকর মক্কায় মিলিত হয়ে যুদ্ধে নিহত খারেজীদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে বলে যে, আমরা বেঁচে থেকে কি করব? যদি না আমরা ভ্রষ্ট নেতা আলীকে হত্যা করতে পারি ও লোকদেরকে তাদের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি দিতে পারি! উল্লেখ্য, এদের তিনজনকে আলী (রাঃ) নাহরাওয়ানের যুদ্ধে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তারা তিনজন আলী, মু'আবিয়া ও আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে হত্যা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল। তারা হত্যা করার দিন ধার্য করল ৪০ হিজরীর ১৭ই রামাযান। ইবনু মুলজাম কূফার শাবীব বিন বাজরাহ আশজাঈকে বলল, হে শাবীব! তুমি কি দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদা চাও? তাহ'লে আলীকে হত্যা করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর'। সে বলল, তোমার ধ্বংস হৌক! কিভাবে তুমি এ কাজে সক্ষম হবে? সে বলল, তার কোন পাহারাদার নেই। তিনি একাকী ছালাতে বের হন। আমরা তার জন্য মসজিদে লুকিয়ে থাকব। অতঃপর যখন তিনি ছালাতে বের হবেন, আমরা তাঁকে হত্যা করব। যদি আমরা বেঁচে যাই তো ভালো, নইলে দুনিয়াতে আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভ হবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'অন্যথায় শাহাদাত লাভ হবে'। সে বলল, ইসলামে তাঁর অগ্রগামিতা ও উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁকে হত্যা করতে আমার মন সায় দিচ্ছে না'। উত্তরে ইবনু মুলজাম বলল, তিনি কি নাহরাওয়ানের যুদ্ধে সৎ লোকদের হত্যা করেননি? তাদের রক্তের বদলায় আমি তাকে হত্যা করব। অতঃপর সে পূর্বপরিকল্পনা মতে মসজিদে আত্মগোপন করল এবং দরজার পাশে ওৎ পেতে রইল। ফজরের আযান হ'লে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে লোকদের 'আছ-ছালাত' 'আছ-ছালাত' বলে ছালাতের আহ্বান জানাতে থাকেন। এমতাবস্থায় শাবীব তরবারী নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

Contents

তিনি দরজার নিকট পড়ে গেলে ইবনু মুলজাম তাঁর কানের উপরিভাগে মাথার শিংয়ের নিকট তরবারীর আঘাত করে বলতে লাগল, لَا حُكْمَ إِلَّا لله لَيْسَ لَكَ يَا عَلِيُّ وَلَا لِأَصْحَابِكَ 'হে আলী! রাজত্ব আল্লাহ্র জন্য, তোমার জন্য নয় বা তোমার সাথীদের জন্যও নয়'। তখন সে পাঠ করছিল- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله 'লোকদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে' *(বাক্বারাহ ২/২০৭)*। তখন আলী (রাঃ) বলে ওঠেন, فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 'কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি'...। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাঁর ব্যাপারে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, 'তোমাদেরকে কি আমি সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা দু'ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না? তাদের একজন হ'ল উটকে হত্যাকারী কওমে ছামূদের উহাইমির। আর অপরজন হ'ল তোমাকে তোমার এ স্থানে (মাথার শিংয়ের নিকট) আঘাতকারী ব্যক্তি। হে আলী! এমনকি রক্তে তোমার দাড়ি ভিজে যাবে' *(আহমাদ হা/১৮৩৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৪৩)*।

আলী (রাঃ)-কে যখমী অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে আসা হ'ল। ইবনু মুলজাম গ্রেপ্তার হ'লে তাকে আলী (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হ'ল। তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! আমি কি তোমাকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধের দিন ক্ষমা করিনি? সে বলল, হ্যাঁ। তাহ'লে তোমাকে এ কাজে কে প্ররোচিত করল? সে বলল, আমি ৪০ দিন যাবৎ এ তারবারীতে ধার দিয়েছি আর আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছি যেন এর দ্বারা তাঁর নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে হত্যা করতে পারি' (شَرُّ خَلْقِ الله)।

অতঃপর তিনদিন জীবিত থাকার পর ৪০ হিজরী ২১শে রামাযান রাতে ৬৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। *(তারীখে ইবনু খালদূন ২/৬৪৫-২৪৬; আল-ইস্তি'আব ৩/১১২৩-২৬; আল-বিদায়াহ ৭/৩২৫-৩২৯; ইবনু সা'দ, ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৩/২৫-২৭)*। উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, আলী (রাঃ)-কে হত্যার জন্য খারেজীদের চরমপন্থী আক্বীদাই ছিল মূলতঃ দায়ী। অতএব আক্বীদার পরিবর্তন ব্যতীত ইসলামের নামে চরমপন্থী আন্দোলন প্রতিহত করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিচিতি, ক্রেতা আকর্ষণ ইত্যাদি কারণে একই পণ্য একজনের নিকটে বেশী, অপরজনের নিকটে কম মূল্য নেওয়া হয়। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-হাবীবুর রহমান, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : একই পণ্য ক্রেতা ভেদে একজনের নিকট বেশী আরেকজনের নিকট কম মূল্যে বিক্রয় করা জায়েয। কারণ একই মূল্যে সকল ক্রেতা পণ্য ক্রয় করতে চায় না। সেকারণ এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার সন্তুষ্টিকে ক্রয়-বিক্রয়ের মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে *(নিসা ৪/২৯)*। একবার ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সকল পণ্যের মূল্য নির্ধারণের দাবী জানালে তিনি তা করেননি *(তিরমিযী হা/১৩১৪; আবুদাঊদ হা/৩৪৫১; মিশকাত হা/২৮৯৪)*। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে লাভ করার ক্ষেত্রে কমবেশী করতে পারে। তবে এটা কপট উদ্দেশ্যে হ'লে এবং বাজার মূল্য অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে হ'লে জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : তাহাজ্জুদ ছালাত ছুটে যাওয়ার আশংকায় রাতের প্রথম প্রহরে বিতরের পর যে দুই রাক'আত ছালাত আদায়ের যে বিধান রয়েছে, তা নিয়মিতভাবে কোন কারণ ছাড়াই আমল করা যাবে কি? এতে তাহাজ্জুদের পূর্ণ নেকী অর্জিত হবে কি?

-ময়েনুদ্দীন আহমাদ, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তর : এভাবে নিয়মিত আমল করা যাবে না। তবে যদি কেউ শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে আশংকা করে এবং উঠতে না পারে, তাহ'লে উক্ত ছালাতই তার জন্য যথেষ্ট হবে *(মির'আত ৪/২৯৮ পৃঃ)*। এছাড়া ঘটনাটি সফরের হ'তে পারে। কেননা অন্য হাদীছে السهر বা 'রাত'-এর স্থলে السفر বা 'সফর' এসেছে। রাসূল (ছাঃ) উক্ত আমল সফরে কষ্টকর অবস্থায় করেছেন *(দারেমী হা/১৫৯৪; ইবনু হিব্বান হা/২৫৭৭৮; মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*। অতএব এটি সাময়িক আমল হ'তে পারে, নিয়মিত নয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আসন্ন রামাযান মাসে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বইসমূহ বিশেষ মূল্য ছাড়ে (৫-১০%) বিক্রয় করা হবে ইনশাআল্লাহ। আগ্রহী ভাইদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ফোন : ৯৫৬৮২৮৯, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করুন

আসন্ন হজ্জ মওসুমে ঢাকাস্থ হজ্জ ক্যাম্পে হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের মাঝে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই ফ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহতী উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী ভাই-বোনদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো যাচ্ছে। প্রতি সেট বই ১০০ টাকা এবং একশ' সেট ১০,০০০ টাকা হিসাবে যত সেট দিতে ইচ্ছুক নিম্নোক্ত একাউন্টে প্রেরণ করে নিম্নোক্ত নম্বরে অবহিত করুন। এছাড়া সরাসরি বা বিকাশের মাধ্যমেও টাকা প্রেরণ করতে পারেন।

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৯১৫-০১২৩০৭, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, হিসাব নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ নম্বর : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ